নূরানী পদ্ধতিতে
২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন

সম্পাদক
মাওলানা জহুরুল হক
দাওরা হাদীস
দেওবন্দ, ভারত

মীনা বুক হাউস

কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও সৃজনশীল
ইসলামী সাহিত্য প্রকাশক ও বিক্রেতা

বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
দোকান নং ২০৮ (২য় তলা)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আদর্শ পুস্তক বিপণী
৫ ও ১৩, বায়তুল মোকাররম
ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ আবু জাফর
মীনা বুক হাউস
৪৫, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন ঃ ৭১২১৮৯৩

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ২০১৩ ইং
সপ্তম পরিবর্ধিত পরিমার্জিত প্রকাশ ঃ আগস্ট, ২০১৬ ইং

হাদিয়া ঃ ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

সংকলক ঃ প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০
E-mail:sujon0127@gmail.com
 Moinul Hossain KUET
 Books of Moinul Hossain KUET

প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণে ঃ সুন্দরবন প্রিন্টার্স, ঢাকা।

Nurani Podhotitay Sataish Ghontay Quran Shikkha By Engineer Moinul Hossain, Edited by Mawlana Jahurul Haque, Published by Mina Book House, Book & Computer Complex, Shop No. 208, First Floor, 45, Banglabazar, Dhaka-1100. Bangladesh. First Edition : July 2013, Mobile : +88-01922-161780, E-mail:sujon0127@gmail.com, www.quranerbishoy.com

Price : Tk. 350.00, US $ 5.00 Only.

ISBN : 978-984-8991-67-1

কুরআনের বাণী

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۞

(অথবা রাত্রি জাগরণ করুন) তদাপেক্ষা কিছু বেশি;
আর ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন পাঠ করুন।
(৭৩ সূরা-মুজ্জাম্মিল ঃ আয়াত ৪)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞

আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, চিন্তাশীল কেউ আছে কি? ....
(৫৪ সূরা-আল ক্বামার : আয়াত ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

সম্পাদকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ।

বাংলা উচ্চারণ দেখে কুরআন শরীফ পড়তে শেখার ধারণাটা, আমাদের দেশে একদম নতুন। বাজারে বাংলা উচ্চারণ লেখা অনেক কুরআন শরীফ পাওয়া যায়। যে সব ভাইয়েরা আরবী পড়তে না জানেন, তারা কুরআন শরীফ বাংলা উচ্চারণ দেখে পড়েন। মূলত তাদের জন্যই এই বইটি লেখা হয়েছে। বইটিতে প্রতিটি আরবী লেখার নীচে বাংলা উচ্চারণ দেয়া আছে। প্রচুর শূন্যস্থান পূরণ আছে, প্রাকটিস করার সুযোগ আছে। প্রতি ঘন্টার পড়ার শেষে পরীক্ষা আছে।

আমি বিশ্বাস করি, যে ভাই আল্লাহর উপর ভরসা করে, প্রতি দিন ১ ঘন্টা করে ২৭ দিন বইটি পড়বেন সে ভাই কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। আর যে ভাই ২/৪ দিন পড়ে হাল ছেড়ে দিবেন, সে ভাই শিখতে পারবেন না। আমি কুরআন শরীফ পড়তে না জানা, প্রতিটি মুসলমান ভাইকে অনুরোধ করবো, প্রথম ঘন্টা পড়ুন, শূন্যস্থান পূরণ করে পরীক্ষা দিন। আপনার মন বলবে, 'ইনশাআল্লাহ আমি বইটি পড়ে ২৭ দিনে কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবো।' আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বইটির পান্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছি। হাফেজ আব্দুল আলিম ও হাফেজ জাকির হোসেন আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

হে আল্লাহ! কুরআন শরীফ পড়তে শেখার এই বইটিকে আপনি মেহেরবানী করে কবুল করুন। আমীন।

মাওলানা জহুরুল হক
দাওরা হাদীস
দেওবন্দ, ভারত
মোবাইল ঃ ০১৯১৫-৮২৬৬৬৭

০৪/০৭/২০১৩ ইং

সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

আল-হামদুলিল্লাহ! (আমার বইয়ের, ওয়েব সাইটের এবং মোবাইল Apps-এর) পাঠকের ভালবাসায় আমি মুগ্ধ, উৎসাহিত। আমার লেখা নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা বইটি, সারা দেশের অভিজাত বইয়ের দোকান থেকে শুরু করে বাসে, লঞ্চে এমনকি ফুটপাতে ফেরী করে বিক্রি করা হয়। আমি প্রায় প্রতিদিনই সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে, সুধী পাঠকের ফোন পেয়ে থাকি। প্রবাসী বাংলাদেশীরাও ফোন করেন। তারা সবাই বইটি পড়ে, কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন, তা আমার সাথে শেয়ার করেন। অনেকে বইটি কোথায় পাওয়া যায় তার খোঁজ করেন। আমার Apps-এর তিনজন পাঠকের মন্তব্য বিনয়ের সাথে নীচে তুলে ধরছি।

গত ১৫/১১/২০১৫ তারিখে জনাব শেখ মুহাম্মদ শাহাবাজ লিখেছেন Awesome Apps ! I Loved it very much. What ever was the problems of mine..... Solved this apps.... [সুন্দর অ্যাপস ! আমি এটাকে খুব ভালবাসি! (আল-কুরআন পড়তে) আমার যা সমস্যা ছিল, অ্যাপসটি তা সমাধান করে দিয়েছে...]

গত ১৮/১০/২০১৫ তারিখে জনাব আলি অভি লিখেছেন Helpfull ! This is a nice apps. Every muslim should download this apps, who wants to learn Al-Quran. [অ্যাপসটি সাহায্যকারী ! অ্যাপসটি খুব সুন্দর, প্রত্যেক মুসলমানের অ্যাপসটি ডাউনলোড করা উচিৎ, যে আল-কুরআন পড়া শিখতে চায়।]

গত ০৬/০১/২০১৬ তারিখে জনাব আনওয়ারুল আজিম লিখেছেন, This is really a good work. I love this apps. If you add pronounciation, it will be more better.

[এটি সত্যিই ভাল কাজ। আমি অ্যাপসটিকে ভালবাসি। যদি এতে শব্দ উচ্চারণ (Sound) যোগ করা যায়, তবে অ্যাপসটি আরো সাহায্যকারী হবে।]

[নোটঃ আলহামদুলিল্লাহ! অ্যাপসটিতে Sound যোগ করার কাজ চলছে।]

বর্তমান সংকলনে বইটির কিছু সংস্কার করা হয়েছে। মূল বিষয় বস্তুকে ঠিক রাখা হয়েছে। বইটিতে হরকত, তানবীন, জযম, তাশদীদ, মাদ ও গুন্নাহর প্রচুর প্র্যাকটিসের বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে। বইটিতে মাদ ও গুন্নাহ্র ব্যবহার ৩ বার রিভিশন দেয়া হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে বইটির কলেবর সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

বইটি পড়ার ক্ষেত্রে সুধী পাঠক সমাজকে আমি বিনয়ের সাথে ২/১টি কথা বলতে চাই। এই বইটির উদ্দেশ্য, আপনাকে সহী শুদ্ধভাবে আল-কুরআন পড়া শিখতে সহায়তা করা। যদি বলেন, আপনি বইটি পড়ে আল-কুরআন পড়তে শিখেছেন, আল-হামদুলিল্লাহ, আপনার বইটি কেনা সার্থক হয়েছে। আবার যদি বলেন, বইটি পড়ে, আপনি অনেক উপকার পেয়েছেন কিন্তু আল-কুরআন পড়া শিখতে পারেন নাই, আমি দুঃখিত। আপনার বই কেনার উদ্দেশ্য সার্থক হয় নাই।

বইটিতে ২৭টি অধ্যায় আছে। ধরে নেয়া হয়েছে, প্রতিটি অধ্যায় পড়তে ১ ঘন্টা সময় লাগবে। যে ভাই লেগে থাকবেন, সে ভাই খুব অল্পদিনে, আল-কুরআন সহীশুদ্ধভাবে পড়া শিখতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

বইটি পড়ার ক্ষেত্রে সুধী পাঠক সমাজকে আমি ৩টি অনুরোধ করতে চাই–

(১) পড়ার সময় নির্ধারিত করুন ঃ বইটি পড়ার জন্য আপনার সুবিধাজনক সময় নির্দিষ্ট করুন। বাদ ফজর বা বাদ এশা অথবা রাতে ঘুমাতে যাবার আগে যে সময় আপনার ভাল লাগে, তা আল-কুরআন পড়তে শেখার জন্য নির্ধারিত করুন।

(২) বইটি প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে পড়ুন ঃ বইটি প্রতিদিন নিয়মিত ১ ঘন্টা করে পড়ুন। তা সম্ভব না হলে, বইটি প্রতিদিন আধ ঘন্টা করে পড়ুন।

যে দিন কোন ব্যস্ততা বা অসুস্থতার জন্য বইটি পড়তে পারছেন না, সেই দিন শুধু অজু করে ১ মিনিটের জন্য বইটি স্পর্শ করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনার পড়ার ধারাবাহিকতা (রেগুলারিটি) বজায় থাকবে।

(৩) **পরীক্ষা দিন, খাতা দেখুন** ঃ বইটি একটি খাতা। অনুগ্রহ করে, কেউ এক্সটা খাতা ব্যবহার করবেন না। বইটিতে পেন্সিল দিয়ে লিখুন। ভুল হলে, রাবার দিয়ে মুছুন। প্রতি ঘন্টার পড়ার পর, পরীক্ষা আছে, পরীক্ষা দিন। পরীক্ষা দিলে, আপনি নিজেই বুঝবেন, আপনার ঐ ঘন্টার পড়া শেখা হয়েছে কিনা। আপনার পরীক্ষার খাতা, আপনি নিজেই দেখুন। সঠিক উত্তর, বইয়ের সংশ্লিষ্ট ঘন্টার পাঠ্যবস্তুতেই দেয়া আছে।

যে ভাই বলেন, আমি আল-কুরআন মোটামুটি পড়তে পারি, কিন্তু মাদ ও গুন্নাহর নিয়ম ঠিকভাবে জানিনা বলে কিছু ভুল হয়। সেই ভাইকে বলবো আপনি ১০ম ঘন্টা (পৃষ্ঠা-১৩১) থেকে বইটি পড়তে শুরু করুন।

পরিশেষে বলবো, হে আল্লাহ! যে ভাই আমার বইটি কিনেছেন, তাকে সহীশুদ্ধভাবে আল-কুরআন পড়তে শেখার তৌফিক দান করুন। আমীন।

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
ফ্ল্যাট-৫/এ, বাড়ী-২৮৯/এ, রোড-১৫,
ব্লক-সি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯।
মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০
E-mail:sujon0127@gmail.com
www.namajerbishoy.com
www. quranerbishoy.com
www.hadiserbishoy.com
Moinul Hossain KUET
Books of Moinul Hossain KUET
+ 8801922161780

১৯ মে ২০১৬ইং

সবিনয়ে বলতে চাই

আস্‌সালামু আলাইকুম।

যে ভাই কুরআন শরীফ পড়তে না জানেন, তার জন্যই এই বই।

যে ভাই কুরআন শরীফ পড়তে ভুলে গেছেন, তার জন্যই এই বই।

যে ভাই কুরআন শরীফ পড়তে পারেন কিন্তু ভুল হয়, তার জন্যই এই বই।

আমার শ্রদ্ধেয় বাবা আমার কাছে (আমার বয়স ৪৪) কুরআন শরীফ পড়া শিখছেন। ইন্‌শাআল্লাহ! আপনিও কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবেন, আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। বইটি কিনুন। প্রতিদিন নিয়ম করে সকালে, বিকালে অথবা রাতে ১ ঘন্টা করে বইটি পড়ুন। ইন্‌শাআল্লাহ প্রথম দিন পড়ার পরই আপনার মন বলবে, 'আমি এই বই পড়ে কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবো।' যে ভাই বলেন, আমি কুরআন শরীফ পড়া শিখতে দৈনিক মাত্র আধা ঘন্টা সময় দিতে পারবো, সে ভাইয়ের শিখতে ৫৪ দিন লাগবে। যে ভাই লেগে থাকবেন, সে ভাই ঠিকই শিখতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

আমি স্বীকার করছি, বাংলা বানান দিয়ে শত ভাগ সহি শুদ্ধভাবে আরবী উচ্চারণ করা সম্ভব নয়।

ধরা যাক, চীন দেশের এক ভদ্রলোক নতুন বাংলা শিখেছে তাকে নীচের ছড়াটি শব্দ করে পড়তে বলা হল।

গাছের ডালে পাখীর বাসা, আষাঢ় মাসে সুখের আশা

খালে বিলে মাছের চাষ, স্বাধীন দেশে বসবাস॥

এখন চীন দেশের ঐ ভদ্রলোকের ‘ছ’, ‘স’, ‘ষ’, ‘শ’ ও ‘স্ব’ এর উচ্চারণ কি একই রকম (ইংরেজী S-এর মত) হবে না। হবে! অথচ প্রত্যেকটি বাংলা অক্ষরের উচ্চারণ আলাদা। তেমনিভাবে আমাদের বাংলাদেশীদের জন্য সাধারণভাবে (س) সীন, (ش) শীন, (ص) ছোয়াদ ও (ث) ছা হরফের উচ্চারণ ইংরেজী “ S ” এর মত হয়ে যায়। আবার আমাদের (ع) ’আইনের উচ্চারণ (ا) আলিফের মত হয়ে যায়। আবার আমাদের (ح) হাঁ, এর উচ্চারণ (ه) হা এর মত হয়ে যায়। কিন্তু এসব প্রতিটি আরবী হরফের মাখরাজ আলাদা, উচ্চারণও আলাদা। বলতে দ্বিধা নেই, শত ভাগ সহি শুদ্ধ করে প্রতিটি আরবী হরফ উচ্চারণ করা শিখতে সাধনা করা প্রয়োজন এবং একজন অভিজ্ঞ আলেমের (মাওলানা/ক্বারী/ হাফেজ সাহেব) পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

তাহলে আমরা নিজেরাই চিন্তা করি, আরবী তো আমাদের মাতৃভাষা নয়। আমাদের পক্ষে কি আল-কুরআন শত ভাগ সহি শুদ্ধ করে পড়া সম্ভব? আমি মনে করি, বয়স্কদের পক্ষে (যাদের জিহ্বা শক্ত হয়ে গিয়েছে) নতুন করে আল-কুরআন শতভাগ (১০০%) সহি শুদ্ধ করে পড়তে শেখা সম্ভব নয়। বয়স্কদের পক্ষে নতুন করে আল কুরআন ৯৫% ভাগ সহি শুদ্ধ করে পড়তে শেখা সম্ভব হতে পারে। বিশেষ করে (’আইন) ع (ক্বফ) ق এবং (হাঁ) ح এই তিন হরফের সহি উচ্চারণ শেখার জন্য কোন অভিজ্ঞ আলেমের (মাওলানা/ ক্বারী/ হাফেজ সাহেব) পরামর্শ নেয়া জরুরী। ইন্‌শাআল্লাহ আমরা আল্লাহপাকের মহান কালাম আল-কুরআন সহি শুদ্ধ করে পড়তে অবশ্যই শিখবো। আশা করছি, বাংলা উচ্চারণ থেকে আমরা ৯৫% ভাগ সহি শুদ্ধ করে আরবী উচ্চারণ শিখতে পারবো। বাকী (অনিচ্ছাকৃত) ভুল ভ্রান্তির জন্য আল্লাহ গফুরুর রহীম।

আমার এই বইটির ৪টি অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে

(১) বইটিতে প্রতিটি আরবী লেখার নীচে, বাংলা উচ্চারণ দেয়া আছে। ফলে যে কোন শিক্ষার্থী (যে বাংলা পড়তে পারে) বাংলা পড়ে, কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

(২) বইটিতে প্রচুর শূন্যস্থান পূরণ আছে। বইটি খাতা হিসাবে কাজ করবে। পৃথক খাতার প্রয়োজন নাই। ভালো রবার ও ভালো পেন্সিল ব্যবহার করতে হবে।

(৩) বইটিতে প্রতি ঘন্টার পড়ার পর পরীক্ষা আছে। ফলে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবেন, তার পড়া শেখা হয়েছে কি-না।

(৪) ইন্‌শাআল্লাহ বইটি প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে পড়ে ২৭ দিনে কুরআন শরীফ পড়া শিখবো।

প্রতিটি ঘন্টার শুরুতে আমি একটি করে কুরআনের বাণী ও হাদীসের বাণী সংযোজন করেছি। ফলে শিক্ষার্থী কুরআন শরীফ পড়তে শেখার পাশাপাশি কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজ, রোজা, হালাল, হারাম, জান্নাত, জাহান্নাম, তওবা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান লাভ করতে পারবেন ও শিক্ষার্থীর মধ্যে নেক আমল করার আগ্রহ পয়দা হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমি বইটিতে কিছু কিছু আল-কুরআনের আয়াতের বাংলা-অর্থ সংযোজন করেছি। ইন্‌শাআল্লাহ এর ফলে, শিক্ষার্থীর মনে আল-কুরআন পড়তে শেখার পশাপাশি অর্থ শেখার প্রতিও আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

কুরআন শরীফ শেখার জন্য, মনের মধ্যে তলব (আগ্রহ) থাকা খুব জরুরী। যার মনের মধ্যে তলব থাকবে, সেই কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবেন।

এই বই পড়ে কেউ ক্বারী সাহেব হয়ে যাবেন না। বরং ঠেকিয়া ঠেকিয়া কুরআন শরীফ পড়া শিখবেন। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কষ্ট করিয়া, ঠেকিয়া ঠেকিয়া কুরআন শরীফ পড়ে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হয়। (বুখারী শরীফ)

আমার একজন ভাইও যদি আমার এই বইটি পড়ে, কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারেন, তবে আমি আমার এই বই লেখাকে সার্থক বলে মনে করবো। বইটির যে কোন গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করবো।

হে আল্লাহ! আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন কুরআন শরীফ থেকে কমপক্ষে ১টি আয়াত হলেও পড়ার ও তার অর্থ বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন ॥

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
ফ্ল্যাট-৫/এ, বাড়ী-২৮৯/এ, রোড-১৫, ব্লক-সি
বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯।
মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০
E-mail:sujon0127@gmail.com
www.quranerbishoy.com
Moinul Hossain KUET

১৪.০৭.২০১৩ ইং

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের তিনটি বিশেষ ফজিলত

(১) দিলের ময়লা দূর হয়।
(২) আল্লাহর তা'য়ালার মহব্বত ও নৈকট্য বাড়ে।
(৩) প্রতি হরফে ১০টি নেকী পাওয়া যায়।

হাদীসের বাণী

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেওয়া হইবে। (তিবরানী শরীফ, হাদীস নং-১৮৮০)

উৎসর্গ

মরহুম আব্দুল হালিম ভূইয়া

ও

বেগম রওশন আকতার

নিয়ত

আল্লাহর মেহেরবানীতে, এই বইয়ের মাধ্যমে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বসবাসকারী বাংলাভাষাভাষী প্রতিটি মুসলমান ভাই-বোনকে, সহিভাবে আল-কুরআন পড়া শিখতে সহায়তা করবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

হাদীসের বাণী

নিশ্চয়ই কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।
(বুখারী শরীফ)

লেখকের অন্যান্য বই

☆ www.rokomary.com/author/22889 | হটলাইন ঃ 16297

(১) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (২০০৬ সাল)
(২) জান্নাত কি তালাশ মে মু'মিন কী ছে আমল (উর্দূ বই - ২০০৭ সাল)
(৩) Six Wooks of Mumin in Search of Heaven (২০০৮ সাল)
(৪) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (বই-২০১১ সাল)
(৫) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (CD - ২০১২ সাল)
(৬) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (ওয়েব সাইট - ২০১৩ সাল)
www.quranerbishoy.com
(৭) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (PDF ২০১৩ সাল)
(৮) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (Mobile App ২০১৪ সাল)
Play store → SEARCH → Bangla Quran (Sl. No.14)
(৯) নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা (বই ২০১৩ সাল)
(১০) নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা (Mobile App ২০১৪ সাল)
Play store → SEARCH → Bangla Quran (Sl. No.04)
(১১) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (ওয়েব সাইট ২০১৪ সাল)
www.hadiserbishoy.com
(১২) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (Mobile App ২০১৪)
Play store → SEARCH → Bangla Quran Hadith (Sl. No.19)
(১৩) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা।
(১৪) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা। (Mobile App ২০১৫ সাল)
Play store → SEARCH → Learn Namaj in Bangla
(১৫) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা। (ওয়েব সাইট ২০১৫ সাল)
www.namajerbishoy.com

লেখকের ওয়েব সাইট ও মোবাইল অ্যাপস সমূহ

নোট : Barcode ব্যবহারের জন্য Barcode Scanner Install- করে নিন।

		Barcode
১. আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত	www.quranerbishoy.com	
২. জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ	www.hadiserbishoy.com	
৩. নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা	www.namajerbishoy.com	

১. নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা Learn Quran in Bangla with sound	Play store → SEARCH → Bangla Quran → (Sl.No.09) Al-Hamdulillah Download 3,00,000+	
২. আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত Bangla Quran Subjectwise	Play store → SEARCH → Bangla Quran → (Sl.No.11)	
৩. নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা Namaz Shikkha in Bangla	Play store → SEARCH → Bangla Namaj → (Sl.No.23)	
৪. জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ Bangla Quran and Hadith	Play store → SEARCH → Bangla Quran → (Sl.No.54)	
৫. আল-কুরআন কলিকাতা ছাপা Bangla Quran Kolkata Kolikata	Play store → SEARCH → Bangla Quran → (Sl.No.78)	
৬. আল-কুরআন হাফিজি ছাপা Bangla Quran Hafizi Lahori Lucknow	Google play	প্রক্রিয়াধীন

ওয়েবসাইট গুলি শুধু PC / Laptop-এ চলবে।

নোট : উপরের Apps গুলি i-Phone-এর Apps Store-এ ও পাওয়া যায়।

পাঠকের টেলিফোন

তারিখ ঃ ৭ই এপ্রিল ২০১৬

লেখক ঃ হ্যালো।

পাঠক ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম।

লেখকঃ ওয়ালাইকুমুস্ সালাম।

পাঠকঃ ভাই আপনি কি প্রকৌশলী মইনুল হোসেন?

লেখক ঃ জি বলছি।

পাঠক ঃ ভাই আমার নাম আব্দুল আলিম, আমি ইটালী থেকে বলছি।

লেখক ঃ জি বলেন।

পাঠক ঃ ভাই আপনার উপর আল্লাহ রহমত করুক। আপনার বাবা মাকে আল্লাহ বেহেশত নসীব করুক। আপনার বই পড়ে আমি বিরাট উপকার পেয়েছি।

লেখক ঃ আমার বই আপনি ইটালীতে কিভাবে পেলেন?

পাঠকঃ আপনার বইয়ের মোবাইল অ্যাপস আছে না, আমি সেটা ডাউন লোড করে প্রিন্ট করে পড়েছি। আমি এখন আলহামদুলিল্লাহ আল-কুরআন পড়তে পারি। আমি ভাই গত ৩ মাসে ২ বার কুরআন খতম দিয়েছি।

লেখকঃ আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ! ভাই শুনে খুব খুশী হলাম। ভাই আমার কুরআন শিক্ষার বই লেখাটা আজ সার্থক বলে মনে হচ্ছে।

পাঠক ঃ ভাই সামনে আপনার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

লেখকঃ ইন্‌শাআল্লাহ! আল্লাহ হাফেজ।

পাঠক ঃ আল্লাহ হাফেজ!

পাঠক ঃ আব্দুল আলীম, লেখক ঃ প্রকৌশলী মইনুল হোসেন

ইটালী প্রবাসী বাংলাদেশী, মোবাইল ঃ + ৩৯-৩২৭৭৭০৮৯৫৩

সূচীপত্র

-ঃ কুরআন থেকে বলছি ঃ-

যদি পার কুরআনের মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস

অর্থ ঃ ২৩. এতদুস স্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও- এক আল্লাহ্কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। ২৪. আর যদি তা না পার- অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। (২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ২৩-২৪)

-ঃ হাদীস থেকে বলছি ঃ-

আল্লাহ তা'আলা কাহার সুপারিশে ১০(দশ) জন জাহান্নামীকে মাফ করিবেন

অর্থ ঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীক পড়িয়াছে ও উহাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছে, উহার হালাল কে হালাল ও হারাম কে হারাম জানিয়াছে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন এবং তাহার পরিবারের এমন দশজন লোকের মুক্তির জন্য তাহার সুপারিশ কবুল করিবেন যাহাদের জন্য দোযখ অবধারিত ছিল। (তিরমিজী)

শুরুর আগে দুটি কথা

আস্‌সালামু আলাইকুম। আল-কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। আল-কুরআন, আরবী ভাষাতেই পড়তে হবে। আরবী ২৯টি হরফের শতভাগ সহীশুদ্ধ উচ্চারণ, বাংলা অক্ষর দিয়ে করা সম্ভব নয়। এজন্য একজন অভিজ্ঞ আলেম (মাওলানা / ক্বারী / হাফেজ) সাহেবের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে (ع ح ق ظ ز ث) এই ছয়টি হরফ ছাড়া বাদ বাকী ২৩ হরফ, বাংলা অক্ষর দিয়ে মোটামুটি সহজে উচ্চারণ করা যায়।

এক-দেড় বছর বয়সী একটি ছোট বাচ্চা যখন কেবল হাটতে শিখে, তখন বার বার হোচট খেয়ে পড়ে যায়। তখন তার হাত ধরে, হাটতে শিখানো হয়। যখন যে একবার হাটা শিখে যায়, তখন তার আর অন্য কারোর সাহায্য লাগে না। তেমনি ভাবে আমরা বাংলা উচ্চারণ দিয়ে, আরবী হরফ শিখবো। বাংলা অক্ষর দিয়ে আরবী ছোট ছোট শব্দ, ছোট ছোট আয়াত উচ্চারণ করে পড়া শিখবো। এ ছাড়াও মাদ, গুন্নাহ ইত্যাদির নিয়ম কানুন জেনে আল-কুরআন পড়া শিখবো। কিন্তু একবার আমাদের আল-কুরআন পড়া শেখা হয়ে গেলে, শুধুমাত্র আরবী জবানেই আল-কুরআন পড়বো, (অর্থাৎ বাংলা উচ্চারণ দেখে দেখে আল-কুরআন আর পড়বো না), ইনশাআল্লাহ। আমীন॥

বিনীত

—— প্রকৌশলী মইনুল হোসেন

মোবাইল ঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০

নূরানী পদ্ধতিতে
২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা

-ঃ রব্বি ঝিদ্‌নী ইলমা ঃ-

অসম্ভব মনে হতে পারে কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর উপরে ভরসা করে, আজ হতে প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে কুরআন শরীফ পড়া শিখতে শুরু করেন তবে আপনি মাত্র ২৭ দিন শেখার পর কুরআন শরীফ পড়তে, পারবেন ইন্‌শাআল্লাহ। বইটি একটি খাতা। শর্ত হল পড়তে হবে, শূন্যস্থান পূরণ করে বইয়ের মধ্যে লিখতে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে ও পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে।

এই বইটির ৪টি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে।

❑ প্রতিটি আরবী লেখার নীচে, বাংলা উচ্চারণ দেয়া আছে।

❑ প্রচুর শূন্যস্থান পূরণ আছে। ভালো পেন্সিল ও ভালো রবার ব্যবহার করতে হবে। বইটি খাতা হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

❑ প্রতি ঘন্টা পড়ার পর পরীক্ষা আছে। ফলে আপনি পরীক্ষা দিয়ে নিজেই বুঝতে পারবেন, আপনার ঐ ঘন্টার পড়া শেখা হয়েছে কিনা।

❑ প্রতি দিন ১ ঘন্টা করে বইটি পড়ুন। মাত্র ২৭ দিনে কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবেন, ইন্‌শাআল্লাহ।

আর কোন কথা নয়। আসুন বিস্‌মিল্লাহ্ বলে শুরু করি।

বিনীত
সংকলক ও সম্পাদক

এক নজরে আল-কুরআন পড়তে শেখার ধারাবাহিকতা
২৯ টি হরফ চেনা
১৭টি মাখরাজ শেখা
আরবী যুক্তাক্ষর শেখা
জের, জবর, পেশ ও তানবীনের ব্যবহার শেখা
জযম ও তাশদিদের ব্যবহার শেখা
৮ প্রকার এক আলিফ মাদের ব্যবহার শেখা
২ প্রকার তিন আলিফ মাদের ব্যবহার শিখা
১ প্রকার চার আলিফ মাদের ব্যবহার শিখা
ছোট ছোট আরবী শব্দ উচ্চারণ শেখা
২ প্রকার ওয়াজিব গুন্নাহ শেখা
৩ প্রকার মীম সাকিন গুন্নাহ শেখা
আল্লাহ শব্দটি পড়ার ২টি নিয়ম শেখা
৫টি কলকলার হরফের ব্যবহার শেখা
৫ প্রকার নূন সাকিন ও তানবীন গুন্নাহ শেখা
২ বার মাদ রিভিশন দেয়া
৫ বার গুন্নাহ রিভিশন দেয়া
আয়াতের শেষে থামার নিয়ম শেখা
আলিফে জায়েদা, সাকতা ও থামার চিহ্নের ব্যবহর শেখা
ছোট ছোট আয়াত তেলাওয়াত করতে শেখা
আলহাঁমদুলিল্লাহ্ আল-কুরআন পড়তে শেখা

প্রথম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয় কুরআন
অর্থ ঃ আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য। যারা গায়েবের (অদেখা) বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে 'রিযিক' বা কল্যাণকর বস্তু দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। (২ সূরা বাকারা ঃ ১-৩)	

হাদীসের বাণী	বিষয় কুরআন
অর্থ ঃ হযরত মুআয জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই এরশাদ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন পড়িবে এবং উহার উপর আমল করিবে তাহার পিতা মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি মুকুট পরানো হইবে, যাহার আলো সূর্যের আলো হইতেও বেশী হইবে যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরে হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে কুরআনের উপর আমল করে তাহার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা। (আবু দাউদ, আহমদ)	

সুর করে পড়ি ও মুখস্ত করি, আরবী ডান থেকে বামে এবং বাংলা বাম থেকে ডানে পড়ি
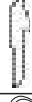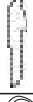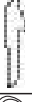
(১)	ظ	ط	م	ا
	"য"	"ত"	মী-ম	আলিফ
মুখস্ত করি	আলিফ - মী-ম - "ত" - "য"			

★ ث হরফের উচ্চারণ "সা' ও বলা হয়ে থাকে

(২)	ك	ف	★ ث	ت	ب
	কাফ	ফা	ছা	তা	বা
মুখস্ত করি	বা - তা - ছা - ফা - কাফ				

(৩)	ج	خ	ح
	জী- - - ম	খ	হাঁ
মুখস্ত করি	হাঁ - খ - জী- - - ম		

(৪)	ذ	د	و	ز	ر
	যাল	দাল	ওয়াও	ঝা	র
মুখস্ত করি	র - ঝা - ওয়াও - দাল - যাল				

(৫)	ض	ص	ش	س
	দ্ব-দ	ছ-দ	শী- - - ন	সী- - - ন
মুখস্ত করি	সী- - - ন - শী- - - ন - ছ-দ - দ্ব-দ			

(৬)	ل	ق	ن
	লাম	ক্বফ	নূ-ন
মুখস্ত করি	নূ-ন - ক্বফ - লাম		

(৭)	غ	ع	ء
	গইন	'আইন	হামযা
মুখস্ত করি	হামযা - 'আইন - গইন		

(৮)	ي/ى	ه/ ٥
	ইয়া-	হা
মুখস্ত করি	হা - ইয়া-	

প্রচলিত পদ্ধতিতে আরবী ২৯টি হরফ

ح	ج	ث	ت	ب	ا
হাঁ	জী- - - ম	ছা	তা	বা	আলিফ
س	ز	ر	ذ	د	خ
সী- - - ন	ঝা	র	যাল	দাল	খ
ع	ظ	ط	ض	ص	ش
'আইন	"য"	"ত"	দ্ব-দ	ছ-দ	শী- - - ন
م	ل	ك	ق	ف	غ
মী-ম	লাম	কাফ	ক্বফ	ফা	গইন
—	ي	ء	٥	و	ن
-	ইয়া-	হামযা	হা	ওয়াও	নূ-ন

বইটি একটি খাতা, বইয়ের মধ্যে লিখি

ডট ডট হরফগুলি পেন্সিল দিয়ে আরবী ও বাংলায় ৫ বার করে লিখি

ا	ا	ا	ا	ا	ا
আলিফ	আলিফ	আলিফ	আলিফ	আলিফ	আলিফ
م	م	م	م	م	م
মী-ম	মী-ম	মী-ম	মী-ম	মী-ম	মী-ম
ط	ط	ط	ط	ط	ط
"ত"	"ত"	"ত"	"ত"	"ত"	"ত"
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
"য"	"য"	"য"	"য"	"য"	"য"

ب	ب	ب	ب	ب	ب
বা	বা	বা	বা	বা	বা
ت	ت	ت	ت	ت	ت
তা	তা	তা	তা	তা	তা
ث	ث	ث	ث	ث	ث
ছা	ছা	ছা	ছা	ছা	ছা
ف	ف	ف	ف	ف	ف
ফা	ফা	ফা	ফা	ফা	ফা
ك	ك	ك	ك	ك	ك
কাফ	কাফ	কাফ	কাফ	কাফ	কাফ

ح	ح	ح	ح	ح	ح
হাঁ	হাঁ	হাঁ	হাঁ	হাঁ	হাঁ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
খ	খ	খ	খ	খ	খ
ج	ج	ج	ج	ج	ج
জী- - - ম	জী- - - ম	জী- - - ম	জী- - - ম	জী- - - ম	জী- - - ম

ر	ر	ر	ر	ر	ر
র	র	র	র	র	র
ز	ز	ز	ز	ز	ز
ঝা	ঝা	ঝা	ঝা	ঝা	ঝা
و	و	و	و	و	و
ওয়াও	ওয়াও	ওয়াও	ওয়াও	ওয়াও	ওয়াও
د	د	د	د	د	د
দাল	দাল	দাল	দাল	দাল	দাল
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
যাল	যাল	যাল	যাল	যাল	যাল

س	س	س	س	س	س
সী- - - ন	সী- - - ন	সী- - - ন	সী- - - ন	সী- - - ন	সী- - - ন
ش	ش	ش	ش	ش	ش
শী- - - ন	শী- - - ন	শী- - - ন	শী- - - ন	শী- - - ন	শী- - - ন
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ছ-দ	ছ-দ	ছ-দ	ছ-দ	ছ-দ	ছ-দ
ض	ض	ض	ض	ض	ض
দ্ব-দ	দ্ব-দ	দ্ব-দ	দ্ব-দ	দ্ব-দ	দ্ব-দ

ن	ن	ن	ن	ن	ن
নূ-ন	নূ-ন	নূ-ন	নূ-ন	নূ-ন	নূ-ন
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ক্বফ	ক্বফ	ক্বফ	ক্বফ	ক্বফ	ক্বফ
ل	ل	ل	ل	ل	ل
লাম	লাম	লাম	লাম	লাম	লাম

ء	ء	ء	ء	ء	ء
হামযা	হামযা	হামযা	হামযা	হামযা	হামযা
ع	ع	ع	ع	ع	ع
’আইন	’আইন	’আইন	’আইন	’আইন	’আইন
غ	غ	غ	غ	غ	غ
গইন	গইন	গইন	গইন	গইন	গইন

ه	ه	ه	ه	ه	ه
হা	হা	হা	হা	হা	হা
ي	ي	ي	ي	ي	ي
ইয়া-	ইয়া-	ইয়া-	ইয়া-	ইয়া-	ইয়া-

মনে রাখার জন্য

১০ টি কায়দায় ২৪ হরফ এবং কায়দা ছাড়া ৫ হরফ, মোট ২৯টি হরফ মনে রাখব।

(১) ب নকশায় ৫টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ي / ر	ن	ث	ت	ب
	ইয়া	নূ-ন	ছা	তা	বা
নোকতা	নীচে	উপরে	উপরে	উপরে	নীচে
	দুইটি	একটি	তিনটি	দুইটি	একটি

(২) ح নকশায় ৩টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ج	خ	ح
	জী- - -ম	খ	হাঁ
নোকতা	পেটে	উপরে	নাই
	একটি	একটি	

(৩) د নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ذ যাল	د দাল
নোকতা	উপরে একটি	নাই

(৪) ر নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ز ঝা	ر র
নোকতা	উপরে একটি	নাই

(৫) ع নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	غ গইন	ع ’আইন
নোকতা	উপরে একটি	নাই

(৬) ف নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ق ক্বফ	ف ফা
নোকতা	উপরে দুইটি	উপরে একটি

(৭) ص নকশায় ২টি হরফ

মনে রাখি	ض দ্ব-দ	ص ছ-দ
নোকতা	উপরে একটি	নাই

(৮) ط নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ظ "য"	ط "ত"
নোকতা	উপরে একটি	নাই

(৯) ل নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ك	ل
	কাফ	লাম
প্যাচ	আছে	নাই

(১০) س নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ش	س
	শী- - -ন	সী- - -ন
নোকতা	উপরে তিনটি	নাই

(১১) মনে রাখার কায়দা ছাড়া হরফ ৫টি ঃ

ه / ھ	ء	و	م	ا
হা	হামযা	ওয়াও	মী-ম	আলিফ

নোট ঃ হা (ھ এবং ه) দুই ভাবেই লেখা যায় ।

কোন নকশায় কয়টি হরফ মনে রাখি

ط	ل	ص	ح	ف	ر	د	ب
২টি	২টি	২টি	৩টি	২টি	২টি	২টি	৫টি
মোট হরফ	٤	ء	و	م	ا	س	ع
২৯টি	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	২টি	২টি

আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন

অর্থ ঃ ২৬. বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা আপনি অপমানিত করেন। যাবতীয় কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩ সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২৬)

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন

অর্থ ঃ ৪৯. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন, ৫০. অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। (৪২ সূরা শূরা, আয়াত ৪৯-৫০)

নূরানী পদ্ধতিতে আরবী ২৯টি হরফ পড়ি ও চিনি

—	ظ	ط	م	ا
	“য”	“ত”	মী-ম	আলিফ
ك	ف	ث	ت	ب
কাফ	ফা	ছা	তা	বা
—	—	ج	خ	ح
		জী- - - ম	খ	হাঁ
ذ	د	و	ز	ر
যাল	দাল	ওয়াও	ঝা	র
	ض	ص	ش	س
	দ্ব-দ	ছ-দ	শী- - - ন	সী- - - ন
—	—	ل	ق	ن
		লাম	ক্বফ	নূ-ন
—	—	غ	ع	ء
		গইন	’আইন	হামযা
—	—	—	ي	ه
			ইয়া-	হা

পরীক্ষা–১

শূন্য ঘরে বাংলা উচ্চারণ লিখি

—	ل	ن	ر	خ
و	ض	ذ	ك	ز
—	—	م	ت	ى
ع	ط	ق	ص	س
—	ح	ب	غ	ء
—	—	ه	ف	ا
—	—	ظ	ث	د
—	—	—	ش	ج

সঠিক উত্তর [পৃষ্ঠা নং – ৩৭]

দ্বিতীয় ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ এতদ (কুরআন) সম্পর্কে যদি তোমাদের মধ্যে কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। আর যদি তা না পার অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। (২ সূরা বাকারা ঃ ২৩-২৪)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়িয়া যায় যেমন লোহা পানি পাওয়ার কারণে মরিচা পড়িয়া যায়। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহা পরিষ্কার করার উপায় কি? তিনি বলিলেন, মৃত্যুকে বেশী করিয়া স্মরণ করা এবং কুরআন পাকের তেলাওয়াত করা। (বায়হাকী)	

মাখরাজ (উচ্চারণের স্থান)-এর বিবরণ
আরবী হরফ ২৯টি, মাখরাজ ১৭টি

শতভাগ সহি শুদ্ধ আরবী হরফ উচ্চারণ শেখার জন্য একজন অভিজ্ঞ আলেমের (মাওলানা/ক্বারী/হাফেজ সাহেব) পরামর্শ নেয়া জরুরী।

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ		কিভাবে
১নং	কন্ঠনালীর শুরু হইতে উচ্চারিত হয়	ه হা	ء হামযা	শক্ত করে
২নং	কন্ঠনালীর মধ্যখান হইতে উচ্চারিত হয়	ح হাঁ	ع 'আইন	গলা চিপে

নোটঃ পরবর্তীতে বাংলা উচ্চারণে অনেক সময় 'আইনকে শুধু এই চিহ্ন '□ দিয়ে লেখা হয়েছে।

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ		কিভাবে
৩নং	কন্ঠনালীর শেষ হইতে উচ্চারিত হয়	خ খ	غ গইন	মোটা করে

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ			কিভাবে
৪নং	জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ق ক্বফ			মোটা করে
৫নং	জিহ্বার গোড়া হইতে একটু আগে বাড়াইয়া তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ك কাফ			শক্ত করে
৬নং	জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ي ইয়া-	ش শী- - -ন	ج জী- - -ম	শক্ত করে
৭নং	জিহ্বার গোড়ার (যে কোন এক দিকের) কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া	ض দ্ব-দ			মোটা করে
৮নং	জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া	ل লাম			স্বাভাবিক ভাবে
৯নং	জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ن নূ-ন			স্বাভাবিক ভাবে
১০নং	জিহ্বার আগার পিঠ তার বারাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ر র			মোটা করে

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ			কিভাবে
১১নং	জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া	ت তা	د দাল	ط "ত"	শক্ত করে
১২নং	জিহ্বার আগা, সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সঙ্গে লাগাইয়া	س সী- - -ন	ز ঝা	ص ছ-দ	শীশ দিয়ে
১৩নং	জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া (নরম)	ث ছা	ذ যাল	ظ "য"	নরম করে
১৪নং	নীচের ঠোটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া	ف ফা			নরম করে
১৫নং	দুই ঠোঁটের মধ্যস্থল হইতে পড়া হয়	م মী-ম	و ওয়াও	ب বা	নরম করে
১৬নং	মুখের খালি জায়গা হইতে মাদের হরফ পড়া হয়	بُوْ বু-	بِيْ বি-	بَا বা-	টেনে টেনে
১৭নং	নাকের বাঁশি হইতে গুন্নাহ্ পড়া হয়	اِنَّ ইন্~ না	اَمَّ আম্~ মা		গুণগুণ করে

নোট ঃ (ا) আলিফে হরকত দিলে (ء) হামযার মত উচ্চারণ হয়।

মাখরাজ নিয়ে কিছু কথা

স্বীকার করে নিতে হবে, বাংলা অক্ষর দিয়ে দিয়ে শতভাগ সহীশুদ্ধ আরবী হরফ উচ্চারণ করা, সম্ভব নয়। তবে কাছাকাছি অবশ্যই পৌছানো সম্ভব। আমরা ইনশাআল্লাহ, কুরআনের কাছাকাছি পৌছাব।

মাখরাজ মানে উচ্চারণের স্থান। আরবী হরফ ২৯টি, মাখরাজ ১৭টি। সহজভাবে বলতে গেলে, আমরা যে কোন শব্দ জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করি। আমাদেরকে আরবী ২৯টি হরফ উচ্চারণ করতে গেলে, আমাদের জিহ্বাকে ১৭টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, রাখতে হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, আরবী (ع ح ق ظ ذ ث) এই ৬টি হরফ ছাড়া বাদ বাকী ২৩টি হরফ বাংলা অক্ষর দিয়ে মোটামুটি সহজে উচ্চারণ করা যায়।

তারপরও কেউ কেউ বলেন ر ل ك বা ن-এর উচ্চারণ ও বাংলা অক্ষর দিয়ে করা সম্ভব নয়। তাকে আমার কিছু বলার নাই, একটি উদাহরণ দেয়া ছাড়া। আমি বলবো, ধরুন কোন ভাই, আপনাকে বললো, "হানি খামু" ভাইয়ের বাংলা মাখরাজ অনেক ভুল হয়েছে। তবে আপনি কিন্তু ঠিকই বুঝেছেন, ভাই বলেছেন "পানি খাব"। তেমনিভাবে আরবী মাখরাজ, শতভাগ সহীশুদ্ধ না হলেও আল্লাহ তায়লাও আমাদের কুরআন পড়া ঠিকই বুঝবেন। কারণ আল্লাহ বলেন,

"ওয়া আন্ ~নাল ল-হা সামী-'উম~ বাসী- - - র"

নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন দেখেন। (সূরা হাজ্জ, আয়াত ঃ ৬১)

নীচের এই ৬টি (ع ح ق ظ ذ ث) হরফ উচ্চারণ করতে বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

এক নজরে ২৯টি হরফ

غ	ح	ع	ه	ء
গইন	হাঁ	’আইন	হা	হামযা
মোটা	নরম	চিকন	শক্ত	শক্ত
শ্বাস বন্ধ	শ্বাস চালু	শ্বাস বন্ধ	শ্বাস চালু	শ্বাস বন্ধ
মাখরাজ-৩	মাখরাজ-২	মাখরাজ-২	মাখরাজ-১	মাখরাজ-১

ش	ج	ك	ق	خ
শী- - -ন	জী- - -ম	কাফ	ক্বফ	খ
ছড়ানো	শক্ত	শক্ত	মোটা	চিকন
শ্বাস চালু	শ্বাস বন্ধ	শ্বাস চালু	শ্বাস বন্ধ	শ্বাস চালু
মাখরাজ-৬	মাখরাজ-৬	মাখরাজ-৫	মাখরাজ-৪	মাখরাজ-৩

ر	ن	ل	ض	ى
র	নূ-ন	লাম	দ্ব-দ	ইয়া-
মোটা	চিকন	চিকন	মোটা	নরম
শ্বাস বন্ধ	শ্বাস বন্ধ	শ্বাস বন্ধ	শ্বাস বন্ধ	শ্বাস বন্ধ
মাখরাজ-১০	মাখরাজ-৯	মাখরাজ-৮	মাখরাজ-৭	মাখরাজ-৬

س	ص	ت	د	ط
সী- - - -ন	ছ-দ	তা	দাল	"ত"
নরম	নরম	চিকন	পাতলা	শক্ত
শ্বাস চালু	শ্বাস চালু	শ্বাস চালু	শ্বাস বন্ধ	শ্বাস বন্ধ
মাখরাজ-১২	মাখরাজ-১২	মাখরাজ-১১	মাখরাজ-১১	মাখরাজ-১১

ف	ث	ذ	ظ	ز
ফা	ছা	যাল	"য"	ঝা
নরম	নরম	নরম	নরম	নরম
শ্বাস চালু	শ্বাস চালু	শ্বাস বন্ধ	শ্বাস বন্ধ	শ্বাস বন্ধ
মাখরাজ-১৪	মাখরাজ-১৩	মাখরাজ-১৩	মাখরাজ-১৩	মাখরাজ-১২

গুন্নাহ	**মাদ**	م	ب	و
গুনগুন করা	টেনে পড়া	মী-ম	বা	ওয়াও
নাকের বাঁশি হতে উচ্চারিত হয়	মুখের খালি জায়গা হতে উচ্চারিত হয়	নরম	শক্ত	নরম
		শ্বাস বন্ধ	শ্বাস বন্ধ	শ্বাস বন্ধ
মাখরাজ-১৭	মাখরাজ-১৬	মাখরাজ-১৫	মাখরাজ-১৫	মাখরাজ-১৫

নোটঃ (ء) হামযাতে হরকত দিলে (ا) আলিফের মত উচ্চারণ হয়।

পরীক্ষা–২

শূন্যস্থান পূরণ করি

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ			কিভাবে
		ع	ح		
		ق			
		ج	ش	ي	
		ظ	ذ	ث	

ف	ث	ذ	ظ	ز

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ৩৯, ৪০, ৪১ ও ৪৪

তৃতীয় ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ এবং নিশ্চিতই এটা (কুরআন) মু'মিনদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। আপনার পালনকর্তা নিজ শাসন ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। অতএব, আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন। (২৭ সূরা নমল ঃ ৭৭-৭৯)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু যর! তুমি যদি সকাল বেলায় গিয়া কালামুল্লাহ (কুরআন) শরীফের একটি আয়াত শিক্ষা কর তবে উহা একশত রাকাআত নফল নামাজ হইতে উত্তম। আর যদি এলেমের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর, চাই উহার উপর আমল করা হউক বা না হউক তবে উহা এক হাজার রাকাআত নফল নামাজ হইতে উত্তম। (ইবনে মাজাহ)	

হরফ চেনার সহজ উপায়

বর্তমান এই ১১টি হরফের সংযুক্ত নকশা থেকে আমরা ২২টি হরফ শিখবো। **ডট ডট লেখায় হাত ঘুরাই ও শূণ্যস্থান পূরণ করি।**

(১) প্রথম নকশা بـ হরফ শিখবো -৫টি

يـ	ي	نـ	ن	ثـ	ث	تـ	ت	بـ	ب
ইয়া		নূ-ন		ছা		তা		বা	
يـ	ي	نـ	ن	ثـ	ث	تـ	ت	بـ	ب

(২) ২য় নকশা فـ হরফ শিখবো - ২টি

قـ	ق	فـ	ف
ক্বফ		ফা	
قـ	ق	فـ	ف

(৩) ৩য় নকশা ســ হরফ শিখবো - ২টি

شـ	ش	سـ	س
শী- - - ন		সী- - -ন	
شـ	ش	سـ	س

(৪) ৪র্থ নকশা صـ হরফ শিখবো - ২টি

ضـ	ض	صـ	ص
দ্ব-দ		ছ-দ	
ضـ	ض	صـ	ص

(৫) ৫ম নকশা ط হরফ শিখবো - ২টি

ظـ	ظ	طـ	ط
"য"		"ত"	
ظـ	ظ	طـ	ط

(৬) ৬ষ্ঠ নকশা حـ হরফ শিখবো - ৩টি

جـ	ج	خـ	خ	حـ	ح
জী- - -ম		খ		হাঁ	
جـ	ج	خـ	خ	حـ	ح

(৭) ৭ম নকশা ع হরফ শিখবো - ২টি

غـ	غ	عـ	ع
গইন		’আইন	
غـ	غ	عـ	ع

(৮) অবশিষ্ট সংযুক্ত নকশা لكهم হরফ শিখবো ৪-টি

ـم	م	هـ	ه	كـ	ك	لـ	ل
মী-ম		হা		কাফ		লাম	
ـم	م	هـ	ه	كـ	ك	لـ	ل

(৯) (প্রথমে ও মধ্যে) সংযুক্তি ছাড়া হরফ ৭টি

ا	ء	ذ	د	و	ز	ر
আলিফ	হামযা	যাল	দাল	ওয়াও	ঝা	র
ا	ء	ذ	د	و	ز	ر

* সংযুক্তসহ হরফ ২৯টি ঃ (৫ + ২ + ২ + ২ + ২ + ৩ + ২ + ৪ + ৭)

অনেক হরফ যখন সংযুক্ত হয় তখন তাদের চেহারা বদলে যায়
পড়ি, ডট ডট হরফে হাত ঘুরাই ও শূন্যস্থান পূরণ করি

(১)

আলিফ	মীম	"ত"	"য"

হরফ	ظ	ط	م	ا
সংযুক্ত হরফ	ـظ	ـطـ	مـ	ا
উচ্চারণ	"য"	"ত"	মী-ম	আলিফ
–	আলিফ বাম দিকে ও মাঝে সংযুক্ত হবে না।			
হরফ	ظ	ط	م	ا
সংযুক্ত হরফ	ـظ	ـطـ	مـ	ا

(২)

বা	তা	ছা	ফা	কাফ

হরফ	ك	ف	ث	ت	ب
সংযুক্ত হরফ	كا	ـفـ	ـثـ	ـتـ	بـ
উচ্চারণ	কাফ	ফা	ছা	তা	বা
হরফ	ك	ف	ث	ت	ب
সংযুক্ত হরফ	كا	ـفـ	ـثـ	ـتـ	بـ

(৩)

হাঁ	খ	জী- - -ম

হরফ	ج	خ	ح
সংযুক্ত হরফ	حـــخــجا		
উচ্চারণ	জী- - -ম	খ	হাঁ
হরফ	ج	خ	ح
সংযুক্ত হরফ	ـجا	ـخـ	حـ

(৪)

র	ঝা	ওয়াও	দাল	যাল

হরফ	ذ	د	و	ز	ر
উচ্চারণ	যাল	দাল	ওয়াও	ঝা	র
–	এই ৫টি হরফ প্রথমে ও মাঝে সংযুক্ত হবে না।				
হরফ	ذ	د	و	ز	ر

(৫)

সী- - -ন	শী- - -ন	ছ-দ	দ্ব-দ

হরফ	ض	ص	ش	س
সংযুক্ত হরফ	ـــضا	ـــصـــ	ـــشـــ	ســـ
উচ্চারণ	দ্ব-দ	ছ-দ	শী- - -ন	সী- - - ন
হরফ	ض	ص	ش	س
সংযুক্ত হরফ	ـــضا	ـــصـــ	ـــشـــ	ســـ

(৬)

নূ-ন	ক্বফ	লাম

হরফ	ل	ق	ن
সংযুক্ত হরফ	ـــل	ـــقـــ	نـــ
উচ্চারণ	লাম	ক্বফ	নূ-ন
হরফ	ل	ق	ن
সংযুক্ত হরফ	ـــل	ـــقـــ	نـــ

(৭)

হামযা	'আইন	গইন

হরফ	غ	ع	ء
সংযুক্ত হরফ	ـغ	عـ	ء
উচ্চারণ	গইন	'আইন	হামযা
–	হামযা সংযুক্ত হবে না।		
হরফ	غ	ع	ء
সংযুক্ত হরফ	ـغ	عـ	ء

(৮)

হা	ইয়া-

হরফ	ي	ه
সংযুক্ত হরফ	ـي	هـ
উচ্চারণ	ইয়া-	হা
হরফ	ي	ه
সংযুক্ত হরফ	ـي	هـ

(৯) মনে রাখার জন্য (নীচের ৭টি হরফ প্রথমে ও মাঝে সংযুক্ত হবে না)

ا	ء	ذ	د	و	ز	ر
আলিফ	হামযা	যাল	দাল	ওয়াও	ঝা	র
ا	ء	ذ	د	و	ز	ر

নিশ্চয়ই নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভন কাজ হতে বিরত রাখে

অর্থ ঃ ৪৫. হে মুহাম্মদ সা. যে গ্রন্থ আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে, আপনি তা পাঠ করতে থাকুন এবং নামাজের পাবন্দী করুন, নিশ্চয় নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে আর আল্লাহর স্মরণই শ্রেষ্ঠতর বস্তু এবং আল্লাহ তোমাদের সকল কার্যই অবগত আছেন। (২৯ সূরা আল-আনকাবূত ঃ আয়াত ৪৫)

আপনি আপনার পরিবার পরিজনকে নামাজের আদেশ দিন

অর্থ ঃ ১৩২. আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাইনা। আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহ্ভীরুতার পরিণাম শুভ। (২০ সূরা তোয়া-হা ঃ আয়াত ১৩২)

এক নজরে হরফ চেনার ছক

ছকটি হরফগুলির উপরে-নীচে ও বামে-ডানে লক্ষ্য করলে খুব সহজে বোঝা যাবে

নকশা	ٻ	ڤ	س	ص	ط	ج	ع	ل	ک	ه	٥		মোট
উচ্চারণ	বা	ফা	সীন	ছ-দ	"ত"	জীম	'আইন	লাম	কাফ	হা	মীম		
হরফ সংখ্যা	৫	২	২	২	২	৩	২	১	১	১	১		২২টি
বা টাইপ	ب বা		ت তা		ث ছা		ن নূন		ي ইয়া				৫টি
ফা টাইপ		ف ফা		ق ক্বফ									২টি
সীন টাইপ			س সী- - -ন		ش শী- - -ন								২টি
ছ-দ টাইপ				ص ছ-দ		ض দ্ব-দ							২টি
"ত" টাইপ					ط "ত"		ظ "য"						২টি
জীম টাইপ						ج জী---ম		خ খ		ح হা			৩টি
আইন টাইপ							ع আইন		غ গইন				২টি
লাম								ل লাম					১টি
কাফ									ک কাফ				১টি
হা										ه হা			১টি
মীম											م মীম		১টি
												মোট	২২টি
সংযুক্তি হীন হরফ	ر র	ز ঝা	و ওয়াও		د দাল	ذ যাল	ء হামযা		ا আলিফ				৭টি
	১১টি নকশায় ২৯টি আরবী হরফ								সর্বমোট হরফ				২৯টি

সংযুক্ত ২২ হরফের নকশা চিনি ও শূন্যস্থান পূরণ করি

প্রথম ভাগ

ك	ـفـ	ـثـ	ـتـ	بـ
কাফ	ফা	ছা	তা	বা

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

নোট ঃ (১) ডট ডট হরফে হাত ঘুরিয়ে ১ হতে ৮ লাইন বরাবর পূরণ করি।

সংযুক্ত ২২ হরফের নকশা চিনি ও শূন্যস্থান পূরণ করি

দ্বিতীয় ভাগ							
ـض	ـصـ	ـشـ	ـسـ	ـجـ	ـخـ	حـ	
দ্ব-দ	ছ-দ	শী- - - ন	সী- - - ন	জী- - -ম	খ	হাঁ	
ـض	ـصـ	ـشـ	ـسـ	ـجـ	ـخـ	حـ	১
ـض	ـصـ	ـشـ	ـسـ	ـجـ	ـخـ	حـ	২
ـض	ـصـ	ـشـ	ـسـ	ـجـ	ـخـ	حـ	৩
ـض	ـصـ	ـشـ	ـسـ	ـجـ	ـخـ	حـ	৪
ـض	ـصـ	ـشـ	ـسـ	ـجـ	ـخـ	حـ	৫
ـض	ـصـ	ـشـ	ـسـ	ـجـ	ـخـ	حـ	৬
ـض	ـصـ	ـشـ	ـسـ	ـجـ	ـخـ	حـ	৭

নোট ঃ (১) ডট ডট হরফে হাত ঘুরিয়ে ১ হতে ৭ লাইন বরাবর পূরণ করি।

সংযুক্ত ২২ হরফের নকশা চিনি ও শূন্যস্থান পূরণ করি

তৃতীয় ভাগ

ـم	ـظـ	ـطـ	ـيـ	ـهـ	ـغـ	ـعـ	ـلـ	ـقـ	نـ
মী-ম	"য"	"ত"	ইয়া	হা	গইন	'আইন	লাম	ক্বফ	নূ-ন

১
২
৩
৪
৫
৬
৭

নোট ঃ (১) ডট ডট হরফে হাত ঘুরিয়ে ১ হতে ৭ লাইন বরাবর পূরণ করি।

সংযুক্ত ২২ হরফের নকশা চিনি ও শূন্যস্থান পূরণ করি

তৃতীয় ভাগ										দ্বিতীয় ভাগ							প্রথম ভাগ					
م	ظـ	طـ	يـ	هـ	غـ	عـ	لـ	قـ	نـ	ضـ	صـ	شـ	سـ	جـ	خـ	حـ	كـ	فـ	ثـ	تـ	بـ	
মীম	"য"	"ত"	ইয়া	হা	গইন	আইন	লাম	ক্বফ	নূ-ন	দ্ব-দ	ছ-দ	শীন	সীন	জীম	খ	হাঁ	কাফ	ফা	ছা	তা	বা	
م	ظـ	طـ	يـ	هـ	غـ	عـ	لـ	قـ	نـ	ضـ	صـ	شـ	سـ	جـ	خـ	حـ	كـ	فـ	ثـ	تـ	بـ	১
م	ظـ	طـ	يـ	هـ	غـ	عـ	لـ	قـ	نـ	ضـ	صـ	شـ	سـ	جـ	خـ	حـ	كـ	فـ	ثـ	تـ	بـ	২
م	ظـ	طـ	يـ	هـ	غـ	عـ	لـ	قـ	نـ	ضـ	صـ	شـ	سـ	جـ	خـ	حـ	كـ	فـ	ثـ	تـ	بـ	৩
م	ظـ	طـ	يـ	هـ	غـ	عـ	لـ	قـ	نـ	ضـ	صـ	شـ	سـ	جـ	خـ	حـ	كـ	فـ	ثـ	تـ	بـ	৪
م	ظـ	طـ	يـ	هـ	غـ	عـ	لـ	قـ	نـ	ضـ	صـ	شـ	سـ	جـ	خـ	حـ	كـ	فـ	ثـ	تـ	بـ	৫
م	ظـ	طـ	يـ	هـ	غـ	عـ	لـ	قـ	نـ	ضـ	صـ	شـ	سـ	جـ	خـ	حـ	كـ	فـ	ثـ	تـ	بـ	৬

নীচের ৭টি হরফ শব্দের প্রথমে ও মাঝে সংযুক্ত হয় না।

ا	ء	ذ	د	و	ز	ر

নোট ঃ (১) ডট ডট হরফে হাত ঘুরিয়ে ১ হতে ৮ লাইন বরাবর পূরণ করি।

পরীক্ষা–৩

শূন্যস্থান পূরণ করি

(১) প্রথম নকশা ﺑ হরফ শিখবো -৫টি

يـ	ي	نـ	ن	ثـ	ث	تـ	ت	بـ	ب
يـ	ي	نـ	ن	ثـ	ث	تـ	ت	بـ	ب

(২) ২য় নকশা ﻓ হরফ শিখবো - ২টি

قـ	ق	فـ	ف
قـ	ق	فـ	ف

(৩) অবশিষ্ট সংযুক্ত নকশা لكهم হরফ শিখবো ৪-টি

مـ	م	هـ	ﻫ	كـ	ك	لـ	ل
مـ	م	هـ	ﻫ	كـ	ك	لـ	ل

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ৪৭, ৪৯

(৪) | বা | তা | ছা | ফা | কাফ |

হরফ	ك	ف	ث	ت	ب
সংযুক্ত হরফ	بـــتـــثـــفـــكا				
উচ্চারণ					
হরফ	ك	ف	ث	ت	ب
সংযুক্ত হরফ	بـــتـــثـــفـــكا				

(৫) | নূ-ন | ক্বফ | লাম |

হরফ	ل	ق	ن
সংযুক্ত হরফ	نـــقـــل		
উচ্চারণ			
হরফ	ل	ق	ن
সংযুক্ত হরফ	نـــقـــل		

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ৫০, ৫২

(৬) মনে রাখার জন্য (নীচের ৭টি হরফ প্রথমে ও মাঝে সংযুক্ত হবে না)

ا	ء	ذ	د	و	ز	ر
ا	ء	ذ	د	و	ز	ر

(৭) ২৯টি হরফ চিনি, নীচে নীচে বাংলা উচ্চারণ লিখি ঃ

ف	ث	ت	ب	ظ	ط	ا	ا
							আলিফ
د	و	ز	ر	ج	خ	ح	ك
ل	ق	ن	ض	ص	ش	س	ذ
—	—	—	ى	ه	غ	ع	ء

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ৫৪

চতুর্থ ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ যদি আমি এই কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (৫৯ সূরা হাশর ঃ ২১)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিতঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পড়িবে, উহার বিনিময়ে সে একটি নেকী লাভ করিবে এবং (সেই) এক নেকীর সওয়াব দশ নেকীর সমান হইবে। আমি এই কথা বলি না যে, পুরা আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর বরং আলিফ এক অক্ষর, লাম এক অক্ষর এবং মীম এক অক্ষর। (তিরমিযী)	

হরকত ৩ প্রকার ঃ (ـَ) জবর, (ـِ) জের, (ـُ) পেশ

জবর মানে	জের মানে	পেশ মানে
আকার (া)	হ্রস্ব ইকার (ি)	হ্রস্ব উকার (ু)

ثَ	تَ	بَ	اَ
ছা-জবর- ছা	তা-জবর- তা	বা-জবর- বা	আলিফ-জবর- আ
ثِ	تِ	بِ	اِ
ছা-জের-ছি	তা-জের-তি	বা-জের-বি	আলিফ-জের- ই
ثُ	تُ	بُ	اُ
ছা-পেশ- ছু	তা-পেশ- তু	বা-পেশ-বু	আলিফ-পেশ-উ

ব্যতিক্রম ঃ নীচের ৮টি হরফে জবর দিলেও আকার উচ্চারণ হবে না

নীচের ৮টি হরফে জবর দিলেও আকার উচ্চারণ না হয়ে, সেই হরফই উচ্চারিত হবে। উদাহরণঃ

غَ	قَ	ظَ	طَ	ضَ	صَ	رَ	خَ
গইন	ক্বফ	"য"	"ত"	দ্ব-দ	ছ-দ	র	খ
জবর	জবর	জবর	জবর	জবর	জবর	জবর	জবর
গ	ক্ব	য	ত	দ	ছ	র	খ

وِ ওয়া জের	ভি	وُ ওয়া পেশ	ভু	وَ ওয়া জবর	ওয়া

হরকতের (জের, জবর, পেশ) ব্যবহার শিখি

بُ	بِ	بَ	أُ	إِ	أَ
বু	বি	বা	উ	ই	আ

ثُ	ثِ	ثَ	تُ	تِ	تَ
ছু	ছি	ছা	তু	তি	তা

حُ	حِ	حَ	جُ	جِ	جَ
হুঁ	হিঁ	হাঁ	জু	জি	জা

خُ	خِ	★ خَ
খু	খি	খ

دُ	دِ	دَ
দু	দি	দা

ذُ	ذِ	ذَ
যু	যি	যা

رُ	رِ	★ رَ
রু	রি	র

زُ	زِ	زَ
ঝু	ঝি	ঝা

سُ	سِ	سَ
সু	সি	সা

شُ	شِ	شَ
শু	শি	শা

صُ	صِ	★ صَ
ছু	ছি	ছ

ضُ	ضِ	★ ضَ
দু	দি	দ

طُ	طِ	★ طَ
তু	তি	ত

ظُ	ظِ	★ ظَ
যু	যি	য

عُ	عِ	عَ
'উ	'ই	'আ

★ ব্যতিক্রম

فُ	فِ	فَ
ফু	ফি	ফা

غُ	غِ	غَ ★
গু	গি	গ

كُ	كِ	كَ
কু	কি	কা

قُ	قِ	قَ ★
ক্বু	ক্বি	ক্ব

مُ	مِ	مَ
মু	মি	মা

لُ	لِ	لَ
লু	লি	লা

وُ	وِ	وَ
ভু	ভি	ওয়া

نُ	نِ	نَ
নু	নি	না

ءُ	ءِ	ءَ
উ	ই	আ

هُ	هِ	هَ
হু	হি	হা

يُ	يِ	يَ
ইয়ু	য়ি	ইয়া

★ ব্যতিক্রম

তানবীন

দুই জবর, দুই জের এবং দুই পেশকে তানবীন বলে।

بٌ	بٍ	بً
বুন	বিন	বান

بُ	بِ	بَ
বু	বি	বা

উপরের টেবিল থেকে দেখা যাচ্ছে بَ – বা জবর বা আর بً বা দুই জবর বান্। অর্থাৎ জবর দিলে যা উচ্চারণ হয়, তার সাথে একটি ন যোগ করলেই দুই জবরের উচ্চারণ পাওয়া যায়। একই ভাবে بِ বা জের বি, بٍ বা দুই জের বিন্। আবার একই ভাবে بُ বা পেশ বু, بٌ বা দুই পেশ বুন্।

নীচে তানবীনের (দুই যবর, দুই যের, দুই পেশ) কিছু উদাহরণ দেয়া হলঃ

بٌ	بٍ	بً
বুন্	বিন্	বান্

أٌ	إٍ	أً
উন্	ইন্	আন্

ثٌ	ثٍ	ثً
ছুন্	ছিন্	ছান্

تٌ	تٍ	تً
তুন্	তিন্	তান্

جٌ	جٍ	جً
জুন্	জিন্	জান্

حٌ	حٍ	حً
হুঁন্	হিঁন্	হাঁন্

خٌ	خٍ	خً ★
খুন্	খিন্	খন্

دٌ	دٍ	دً
দুন্	দিন্	দান্

ذٌ	ذٍ	ذً
যুন্	যিন্	যান্

رٌ	رٍ	رً
রুন্	রিন্	রন্

زٌ	زٍ	زً
ঝুন্	ঝিন্	ঝান্

سٌ	سٍ	سً
সুন্	সিন্	সান্

شٌ	شٍ	شً
শুন্	শিন্	শান্

صٌ	صٍ	صً ★
ছুন্	ছিন্	ছন্

ضٌ	ضٍ	ضً ★
দুন্	দিন্	দন্

طٌ	طٍ	طً ★
তুন্	তিন্	তন্

★ ব্যতিক্রম

ظٌ	ظٍ	ظً ★
যুন্	যিন্	যন্

عٌ	عٍ	عً
’উন্	’ইন্	’আন্

غٌ	غٍ	غً ★
গুন্	গিন্	গন্

فٌ	فٍ	فً
ফুন্	ফিন্	ফান্

قٌ	قٍ	قً ★
ক্বুন্	ক্বিন্	ক্বন্

كٌ	كٍ	كً
কুন্	কিন্	কান্

لٌ	لٍ	لً
লুন্	লিন্	লান্

مٌ	مٍ	مً
মুন্	মিন্	মান্

نٌ	نٍ	نً
নুন্	নিন্	নান্

وٌ ★	وٍ ★	وً
ভুন্	ভিন্	ওয়ান্

هٌ	هٍ	هً
হুন্	হিন্	হান্

ءٌ	ءٍ	ءً
উন্	ইন্	আন্

يٌ	يٍ	يً
য়ুউন্	য়িন্	ইয়ান্

★ ব্যতিক্রম

মাদ

মাদ মানে টেনে পড়া। মাদ ৩ প্রকার। ১ আলিফ মাদ, ৩ আলিফ মাদ ও ৪ আলিফ মাদ।

- এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ১ আলিফ মাদ বলে।
- তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ৩ আলিফ মাদ বলে।
- চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ৪ আলিফ মাদ বলে।

এক আলিফ মাদ

টাইপ - ১ ঃ بَا – যবরের বাম পাশে খালি আলিফ থাকলে, এক আলিফ মাদ হবে। এখানে ب বা হরফে যবরের পাশে, খালি আলিফ আছে। তাই بَا এর উচ্চারণ হবে "বা-" ।

[নোট ঃ যেই আলিফে যের, যবর, পেশ নাই তাকে খালি আলিফ বলে ।]

টাইপ-২ঃ بِیْ – জেরের বামপাশে জযমওয়ালা ইয়া থাকলে, এক আলিফ মাদ হবে। এখানে ب – বা- হরফের পাশে জযমওয়ালা ইয়া আছে। তাই بِیْ এর উচ্চারণ হবে। "বি-" ।

টাইপ-৩ঃ بُوْ – পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও থাকলে, এক আলিফ মাদ হবে । এখানে ب বা- হরফের পাশে জযমওয়ালা ওয়াও আছে। তাই بُوْ-এর উচ্চারণ হবে "বু-" ।

টাইপ-৪ঃ بٰ – খাড়া জবর থাকলে, এক আলিফ মাদ হবে । এখানে ب – বা হরফের উপরে, খাড়া যবর আছে। তাই بٰ – এর উচ্চারণ হবে "বা-" ।

টাইপ-৫ঃ بٖ – খাড়া যের থাকলে এক আলিফ মাদ হবে এখানে ب– বা- হরফে খাড়া জের আছে। তাই بٖ – এর উচ্চারণ হবে "বি-" ।

টাইপ-৬ঃ بٗ – উল্টা পেশ থাকলে, এক আলিফ মাদ হবে । এখানে ب – বা- হরফে উল্টা পেশ আছে। তাই بٗ - এর উচ্চারণ হবে "বু-" ।

এক আলিফ মাদ ৮ প্রকার

❑ জবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও অথবা জবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া -কে লীনের হরফ বলে। (টাইপ ৭ ও ৮)

					বর্ণনা	টাইপ
بَا বা–	بَا বা–	بَا বা–	بَا বা–	بَا বা–	জবরের বাম পাশে খালি আলিফ	১
بِيْ বি–	بِيْ বি–	بِيْ বি–	بِيْ বি–	بِيْ বি–	জেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া	২
بُوْ বু–	بُوْ বু–	بُوْ বু–	بُوْ বু–	بُوْ বু–	পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও	৩
بٰ বা–	بٰ বা–	بٰ বা–	بٰ বা–	بٰ বা–	খা-ড়া জবর	৪
بٖ বি–	بٖ বি–	بٖ বি–	بٖ বি–	بٖ বি–	খা-ড়া জের	৫
بٗ বু–	بٗ বু–	بٗ বু–	بٗ বু–	بٗ বু–	উল্টা পেশ	৬
خَوْفٍ খউ-ফ	خَوْفٍ খউ-ফ	خَوْفٍ খউ-ফ	خَوْفٍ খউ-ফ	خَوْفٍ খউ-ফ	লীনের হরফের বামের হরফে থামতে হলে	৭
بَيْتٍ বাই-ত	بَيْتٍ বাই-ত	بَيْتٍ বাই-ত	بَيْتٍ বাই-ত	بَيْتٍ বাই-ত	লীনের হরফের বামের হরফে থামতে হলে	৮

নোট ঃ উপরের ডট ডট লেখা পূরণ করি।

বিভিন্ন হরফে এক আলিফ মাদের ব্যবহার শেখা

بُوْ	بِیْ	بَا
بٗ	بٖ	بٰ
বু-	বি-	বা-

تُوْ	تِیْ	تَا
تٗ	تٖ	تٰ
তু-	তি-	তা-

ثُوْ	ثِیْ	ثَا
ثٗ	ثٖ	ثٰ
ছু-	ছি-	ছা-

جُوْ	جِیْ	جَا
جٗ	جٖ	جٰ
জু-	জি-	জা-

حُوْ	حِیْ	حَا
حٗ	حٖ	حٰ
হুঁ-	হিঁ-	হাঁ-

خُوْ	خِیْ	خَا ★
خٗ	خٖ	خٰ ★
খু-	খি-	খ-

دُوْ	دِیْ	دَا
دٗ	دٖ	دٰ
দু-	দি-	দা-

ذُوْ	ذِیْ	ذَا
ذٗ	ذٖ	ذٰ
যু-	যি-	যা-

★ ব্যতিক্রম

رُوْ ^	رِىْ ^	★ رَا
رٗ	رٖ	★ رٰ
রু-	রি-	র-

زُوْ ^	زِىْ ^	زَا
زٗ	زٖ	زٰ
ঝু-	ঝি-	ঝা-

سُوْ ^	سِىْ ^	سَا
سٗ	سٖ	سٰ
সু-	সি-	সা-

شُوْ ^	شِىْ ^	شَا
شٗ	شٖ	شٰ
শু-	শি-	শা-

صُوْ ^	صِىْ ^	★ صَا
صٗ	صٖ	★ صٰ
ছু-	ছি-	ছ-

ضُوْ ^	ضِىْ ^	★ ضَا
ضٗ	ضٖ	★ ضٰ
দু-	দি-	দ-

طُوْ ^	طِىْ ^	★ طَا
طٗ	طٖ	★ طٰ
তু-	তি-	ত-

ظُوْ ^	ظِىْ ^	★ ظَا
ظٗ	ظٖ	★ ظٰ
যু-	যি-	য-

★ ব্যতিক্রম

عُو	عِى	عَا
عُ	عِ	عَ
’য়ু-	’য়ি-	’আ-

غُو	غِى	★ غَا
غُ	غِ	★ غَ
গু-	গি-	গ-

فُو	فِى	فَا
فُ	فِ	فَ
ফু-	ফি-	ফা-

قُو	قِى	★ قَا
قُ	قِ	★ قَ
ক্বু-	ক্বি-	ক্ব-

كُو	كِى	كَا
كُ	كِ	كَ
কু-	কি-	কা-

لُو	لِى	لَا
لُ	لِ	لَ
লু-	লি-	লা-

مُو	مِى	مَا
مُ	مِ	مَ
মু-	মি-	মা-

نُو	نِى	نَا
نُ	نِ	نَ
নু-	নি-	না-

★ ব্যতিক্রম

هُوْ	هِىْ	هَا
هُ	هِ	هَ
হু-	হি-	হা-

★ وُوْ	★ وِىْ	وَا
★ وُ	★ وِ	وَ
ভু-	ভি-	ওয়া-

يُوْ	يِىْ	يَا
يُ	يِ	يَ
উয়ু-	য়ি-	ইয়া-

ءُوْ	ءِىْ	ءَا
ءُ	ءِ	ءَ
উ-	য়ি-	আ-

মাগো আমি শিখব না আর, হাট্টিমা টিম টিম
কুরআন থেকে শিখব আমি
আলিফ – লাম – মীম।
১টা করে হরফে...
১০টা করে নেকি,
চলো ভাই, আজ থেকে কুরআন পড়া শিখি॥

★ ব্যতিক্রম

পরীক্ষা–৪

শূন্যস্থান পূরণ করি

رُ	رِ	★ رَ	ذُ	ذِ	ذَ
طُ	طِ	★ طَ	ضُ	ضِ	★ ضَ
كٌ	كٍ	كً	قٌ	قٍ	★ قً
★ وٌ	★ وٍ	وً	نٌ	نٍ	نً
خُوْ	خِىْ	★ خَا	حُوْ	حِىْ	حَا
خٗ	خٖ	★ خٰ	حٗ	حٖ	حٰ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ৬৫, ৬৬, ৬৯ ও ৭২

পঞ্চম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়
	আল্লাহ

অর্থ ঃ বলুন, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ কাহারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই এবং কেহ তাকে জন্ম দেয় নাই। এবং আল্লাহর সমকক্ষ কেহই নাই। (১১২ সূরা ইখলাস ঃ ১-৪)

অর্থ ঃ বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজে দের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (৩৯ সূরা যুমার ঃ ৫৩)

হাদীসের বাণী	বিষয়
	ঈমান

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এরশাদ বর্ণনা করেন যে, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রথম কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেওয়া অর্থাৎ এই কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ ব্যতীত এবাদতের উপযুক্ত (মাবুদ) আর কেহ নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা, রমজান মাসের রোজা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

হরকত ও তানবীনের ব্যবহার

جَسَدًا	اَبَدًا	اَخَذَ	اَحَدَ	هُدًى
জাসাদান্	আবাদান্	আখযা	আহাঁদা	হুদান্
جَمَعَ	حَرَسًا	رَفَقًا	اَذِنَ	رَشَدًا
জামা'আ	হাঁরসান্	রফাক্বন্	আযিনা	রশাদান্
عَلَقٍ	كَبَدٍ	شَطَطًا	جَعَلَ	حَشَرَ
'আলাক্বিন্	কাবাদিন্	শাততন্	জা'আলা	হাঁশার

হরকত ও তানবীনের প্র্যাকটিস – ১

طَبَقٍ	وَلَدَ	كَفَرَ	قَدَرَ	مَعَكَ
তবাক্বিন্	ওয়ালাদা	কাফার	ক্বদার	মা'আকা
سَرَقَ	جَهَرَ	عَمَدٍ	مَسَدٍ	لَهَبٍ
সারক্ব	জাহার	'আমাদিন্	মাসাদিন্	লাহাবিন্
ذَهَبٍ	فَطَرَ	عَمِلَ	صَمَدٌ	اَحَدٌ
যাহাবিন্	ফাতর	'আমিলা	ছমাদুন্	আহাদুন্
صُحُفًا	مُنِعَ	وَجَدَ	سُرُرٌ	كُتُبٌ
ছুহুঁফান্	মুনি'আ	ওয়াজাদা	সুরুরুন্	কুতুবুন্
ضُحًى	طُوًى	لُبَدًا	كُفُوًا	شُهُبًا
দুহান্	তুওয়ান্	লুবাদান্	কুফুওয়ান্	শুহুবান্

হরকত ও তানবীনের প্র্যাকটিস – ২

حَطَبٌ	قَسَمٌ	نُفِخَ	ذُكِرَ	شُعَبٍ
হাঁতবুন্	ক্বসামুন্	নুফিখ	যুকির	শু'আবিন্
قُرِئَ	خُلِقَ	جَمَعَ	اَمَرَ	كَذِبًا
ক্বুরিআ	খুলিক্ব	জামা'আ	আমার	কাযিবান্
تَبِعَ	سَنَةٌ	رُسُلٌ	اَحَدٍ	حَسَنٍ
তাবি'আ	সানাতুন্	রুসুলুন্	আহাঁদিন্	হাঁসানিন্
لَعِبٌ	صَعَدًا	عِنَبًا	مَطَرًا	سُوًى
লা'ইবুন্	ছ'আদান্	'ইনাবান্	মাতরন্	সুওয়ান্
دَرَجَةٌ	عَلَقَةٌ	قَتَرَةٌ	غَبَرَةٌ	دُبُرٍ
দারজাতুন্	'আলাক্বতুন্	ক্বতারতুন্	গবারতুন্	দুবুরিন্

হরকত ও তানবীনের প্র্যাকটিস – ৩

هُمَزَةٍ	لُمَزَةٍ	سَفَرَةٍ	سَمِعَةٌ	شَجَرَةٌ
হুমাঝাতিন্	লুমাঝাতিন্	সাফারতিন্	সামি’আতুন্	শাজারতুন্

بِقَرَرٍ	كَمَثَلٍ	رَقَبَةٍ	فَطِرَةٌ	كَلِمَةٌ
বিক্বররিন্	কামাছালিন্	রক্ববাতিন্	ফাতিরতুন্	কালিমাতুন্

بِثَمَنٍ	فَنُزُلٌ	فَاَجَلٌ	بِرَجُلٍ	لِبَشَرٍ
বিছামানিন্	ফানুঝুলুন্	ফাআজালুন্	বিরজুলিন্	লিবাশারিন্

فَرَحَةٌ	صَدَقَةٍ	بَرَرَةٍ	فَبَدَأَ	فَصَرَفَ
ফারহাঁতুন্	ছদাক্বতিন্	বাররতিন্	ফাবাদাআ	ফাছরফা

سَعٰى	عَسٰى	كَفٰى	عَلٰى	بَلٰى
সা’আ-	’আসা-	কাফা-	’আলা-	বালা-

হরকত ও তানবীনের প্র্যাকটিস – ৪

اَوٰى	لَهٗ	بِهٖ	اِلٰى	يَرٰى
আ-ওয়া-	লাহু-	বিহি-	ইলা-	ইয়ার-
أَمَرَ	اَذِنَ	اَخَذَ	اَحَدٌ	اَبَدً
আমার	আযিনা	আখযা	আহাদুন্	আবাদান্
جَمَعَ	جَعَلَ	بَرَرَةٍ	بَخِلَ	اَنَا
জামা’আ	জা’আলা	বাররতিন্	বাখিলা	আনা-
خُلِقَ	خَلَقَ	خَشِيَ	حَشَرَ	حَسَدَ
খুলিক্ব	খলাক্ব	খশিইয়া	হাশার	হাসাদা
سَفَرَةٍ	سُرُرٌ	رَقَبَةٍ	رَفَعَ	ذَكَرَ
সাফারতিন্	সুরুরুন্	রক্ববাতিন্	রফা’আ	যাকার

হরকত ও তানবীনের প্র্যাকটিস – ৫

طُوًى	طَبَقًا	طَبَقٍ	وَسَطًا	صُحُفًا
তুওয়ান্	তবাক্বন্	তবাক্বিন্	ওয়াসাতন্	ছুহুফান্
عِنَبًا	عَمَدٍ	عَلَقٍ	عَدَلَ	عَبَسَ
’ইনাবান্	’আমাদিন্	’আলাক্বিন্	’আদালা	’আবাসা
قَدَرَ	قُتِلَ	قَتَرَةٌ	فَعَلَ	غَبَرَةٌ
ক্বদার	ক্বুতিলা	ক্বতারতুন্	ফা’আলা	গবারতুন্
اَيْنَ	اِلٰفِ	اٰنِيَةٍ	اٰوٰى	اٰمَنَ
আইনা	ই-লা-ফি	আ-নিইয়াতিন্	আ-ওয়া-	আ-মানা
خَوْفٍ	جُوْعٍ	جَآنٌّ	جَآءَ	بِهٖ
খাউফিন্	জু-’ইন্	জা----নুন্	জা----আ	বিহি-

হরকত ও তানবীনের প্র্যাকটিস – ৬

عَادٍ	طَغٰى	ذٰلِكَ	دَاوٗدَ	مٰلِكِ
’আ-দিন্	তগ-	যা-লিকা	দা-উদা	মা-লিকি
عَابِدٌ	شَاهِدٍ	عَلٰى	كَانَ	قَوْلٌ
’আ-বিদুন্	শা-হিদিন্	’আলা-	কা-না	ক্বওলুন্
وَيْلٌ	مَآءٍ	نَارًا	مَالًا	لَيْسَ
ওয়াইলুন্	মা----ইন্	না-রন্	মা-লান্	লাইসা
دَافِقٍ	حَافِظٌ	حَاسِدٍ	يَرَهٗ	يَوْمٍ
দা-ফিক্বিন্	হা-ফিযুন্	হাঁ-ছিদিন্	ইয়ারহু-	ইয়াওমিন্
اَعُوْذُ	وَالِدٍ	نَاصِرٍ	غَاسِقٍ	عَائِلًا
আ’উ-যু	ওয়া-লিদিন্	না-ছিরিন্	গ-সিক্বিন্	’আ----ইলান্

হরকত ও তানবীনের প্র্যাকটিস – ৭

تُرٰبًا	يُقَالُ	يَدٰهُ	يَخَافُ	اَكِيْدُ
তুর-বান্	ইয়ুক্ব-লু	ইয়াদা-হু	ইয়াখ-ফু	আকি-দু
شِدَادًا	سَلٰمٌ	سِرَاجًا	سُبَاتًا	حِسَابًا
শিদা-দান্	সালা-মুন্	সির-জান্	সুবা-তান্	হিসা-বান্
عَطَآءً	عَذَابٌ	طَعَامٍ	صَوَابًا	شَرَابًا
’আত----আন্	’আযা-বুন্	ত’আ-মিন্	ছওয়া-বান্	শার-বান্
لِسَانًا	لِبَاسًا	كِرَامًا	كِتٰبًا	غُثَآءً
লিসা-নান্	লিবা-সান্	কির-মান্	কিতা-বান্	গুছা----আন্
مَفَازًا	مَعَاشًا	مُطَاعٍ	مَتَاعًا	مَاٰبًا
মাফা-ঝান্	মাআ-শান্	মুত-ইন্	মাতা-’আন্	মাআ-বান্

পরীক্ষা–৫

শূন্যস্থান পূরণ করি

عَلَقٍ	كَبَدٍ	شَطَطًا	جَعَلَ	حَشَرَ
قُرِئَ	خُلِقَ	جَمَعَ	اَمَرَ	كَذِبًا
تَبِعَ	سَنَةٌ	رُسُلٌ	اَحَدٍ	حَسَنٍ
دَرَجَةٌ	عَلَقَةٌ	قَتَرَةٌ	غَبَرَةٌ	دُبُرٍ
هُمَزَةٍ	لُمَزَةٍ	سَفَرَةٍ	سَمِعَةٌ	شَجَرَةٌ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ৭৭, ৭৯, ৮০

بِثَمَنٍ	فَنُزُلٌ	فَاَجَلٌ	بِرَجُلٍ	لِبَشَرٍ
خُلِقَ	خَلَقَ	خَشِيَ	حَشَرَ	حَسَدَ
طُوًى	طَبَقًا	طَبَقٍ	وَسَطًا	صُحُفًا
قَدَرَ	قُتِلَ	قَتَرَةٌ	فَعَلَ	غَبَرَةٌ
شِدَادًا	سَلٰمٌ	سِرَاجًا	سُبَاتًا	حِسَابًا

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪

ষষ্ঠ ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না। (৭ সূরা আরাফ ঃ ২০৪-২০৫)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন সাহেবে কুরআনকে বলা হইবে, কুরআন শরীফ পড়িতে থাক এবং বেহেশতে মর্যাদার স্তরসমূহ আরোহণ করিতে থাক এবং থামিয়া থামিয়া পড় যেভাবে দুনিয়াতে থামিয়া থামিয়া পড়িতে। তোমার মর্যাদা উহাই হইবে, যেখানে তুমি শেষ আয়াতে পৌঁছিবে। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)	

যাহাই জযম
তাহাই সাকিন

জযম

بْ ★	بْ	بْ	জযম ৩ ভাবে লেখা যায়।
বা-এর উপর জযম			

★★					
بَسْ বাছ	بَسْ বাছ	بَسْ বাছ	بَسْ বাছ	بَسْ বাছ	জযম ওয়ালা হরফ ডান দিকের হরকতের সাথে একত্রে একবার মিলিয়ে পড়তে হয়
بَرْ বার	بَرْ বার	بَرْ বার	بَرْ বার	بَرْ বার	
بَتْ বাত	بَتْ বাত	بَتْ বাত	بَتْ বাত	بَتْ বাত	

নোট ঃ (১) এই বইয়ে এই জযমটি (بْ) ব্যবহার করা হয়েছে। একে অনেকে কলিকাতা ছাপা বলে। بْ এই ছাপাকে হাফিজি ছাপা অথবা লাহোরী ছাপা বা লাখনু ছাপা বলে। এই ছাপাটি মাদ্রাসায় বেশী ব্যবহৃত হয়। بْ এই ছাপাকে "সৌদি" ছাপা বলে।

(২) যেখানেই এ রকম ডট ডট লেখা থাকবে, তাতে পেন্সিল দিয়ে হাত ঘুরাবো।

সাকিনের ব্যবহার আলিফ দিয়ে

জবর + সাকিন

اَبْ	=	بْ	+	اَ
আব্		বা সাকিন		আলিফ-জবর

জের + সাকিন

اِبْ	=	بْ	+	اِ
ইব্		বা সাকিন		আলিফ-জের

পেশ + সাকিন

اُبْ	=	بْ	+	اُ
উব্		বা সাকিন		আলিফ-পেশ

সাকিনের প্রাক্‌টিস ب (বা) দিয়ে

بَلْ	=	لْ	+	بَ
বাল্		লাম সাকিন		বা-জবর

بِلْ	=	لْ	+	بِ
বিল		লাম সাকিন		বা-জের

بُلْ	=	لْ	+	بُ
বুল		লাম সাকিন		বা-পেশ

সাকিনের প্রাক্‌টিস জীম দিয়ে

جَنْ	=	نْ	+	جَ
জান		নূ-ন সাকিন		জিম-জবর

جِنْ	=	نْ	+	جِ
জিন		নূ-ন সাকিন		জিম-জের

جُنْ	=	نْ	+	جُ
জুন		নূ-ন সাকিন		জিম-পেশ

(১) সাকিনের ব্যবহার শেখা- জবর দিয়ে ঃ

سَدْ	طَتْ	سَتْ	يَتْ	كَتْ	لَتْ	بَتْ
সাদ্	তত্	সাত্	ইয়াত্	কাত্	লাত্	বাত্
كَبْ	غَتْ	قَتْ	بَتْ	دَتْ	مَتْ	فَتْ
কাব্	গত্	ক্বত্	বাত্	দাত্	মাত্	ফাত্
نَتْ	مَنْ	عَتْ	ثَتْ	نَتْ	اَتْ	حَتْ
নাত্	মান্	’আত্	ছাত্	নাত্	আত্	হাঁত্
ظَتْ	بَعْ	جَتْ	رَتْ	ءَتْ	تَتْ	صَتْ
যত্	বা’আ	জাত্	রত্	আত্	তাত্	ছত্

(২) সাকিনের ব্যবহার শেখা- জের দিয়ে ঃ

سِدْ	طِتْ	سِتْ	يِتْ	كِتْ	لِتْ	بِتْ
সিদ্	তিত্	সিত্	ইত্	কিত্	লিত্	বিত্
كِبْ	غِتْ	قِتْ	بِتْ	دِتْ	مِتْ	فِتْ
কিব্	গিত্	ক্বিত্	বিত্	দিত্	মিত্	ফিত্
دِتْ	مِنْ	عِتْ	ثِتْ	نِتْ	اِتْ	حِتْ
দিত্	মিন্	’ইত্	ছিত্	নিত্	ইত্	হিঁত্

(৩) সাকিনের ব্যবহার শেখা- পেশ দিয়ে ঃ

سُدْ	طُتْ	سُتْ	يُتْ	كُتْ	لُتْ	بُتْ
সুদ্	তুত্	সুত্	ইয়ুত	কুত্	লুত্	বুত্
كُبْ	غُتْ	قُتْ	بُتْ	دُتْ	مُتْ	فُتْ
কুব্	গুত্	কুত্	বুত্	দুত্	মুত্	ফুত্
دُتْ	مُنْ	عُتْ	ثُتْ	نُتْ	اُتْ	حُتْ
দুত্	মুন্	'উত্	ছুত্	নুত্	উত্	হুঁত্
ظُتْ	بُعْ	جُتْ	رُتْ	ءُتْ	تُتْ	صُتْ
যুত্	বু'য়	জুত্	রুত্	উত্	তুত্	ছুত্

কিয়ামতের দিন স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে

অর্থ ঃ ১. হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। ২. যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার ভ্রূনকে গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আযাব সুকঠিন। (২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ১-২)

সাকিনের ব্যবহার

كَتْ	اِنْ	هُنْ	غَتْ	ثَتْ	تَتْ	كَلْ
কাত্	ইন্	হুন্	গত্	ছাত্	তাত্	কাল্
بَنْ	سَتْ	دَتْ	حَتْ	ثُمْ	مَنْ	رَتْ
বান্	ছাত্	দাত্	হাঁত্	ছুম্	মান্	রত্
فَتْ	لَلْ	سَدْ	قَتْ	نَتْ	بَتْ	غُنْ
ফাত্	লাল্	ছাদ্	ক্বত্	নাত্	বাত্	গুন্
جَتْ	يَتْ	صَتْ	قَدْ	كَبْ	عَتْ	ءَتْ
জাত্	ইয়াত্	ছত্	ক্বদ্	কাব্	'আত্	আত্
مَكْ	ظَتْ	طَتْ	بَتْ	لَتْ	صَدْ	دَتْ
মাক্	যত্	ত্বত্	বাত্	লাত্	ছদ্	দাত্

নোট ঃ (১) হামযা (ء) এর সাথে হরকত (জবর, জের, পেশ) দিলে আলিফ (।) এর মত উচ্চারণ হবে। (২) خ ر ص ض ط ظ غ ق জবর দিলে ও আকার উচ্চারণ না হয়ে সেই হরফটিই উচ্চারণ হবে। এটি একটি ব্যতিক্রম। [পৃষ্ঠা-৬৪]

জযমের প্র্যাকটিস – ১

سَعْىَ	بَطْشَ	بَعْدُ	اِهْدِ	اَنْتَ ★
সা'ইয়া	বাত্শা	বা'দু	ইহ্দি	আং~~তা
جَمْعًا	بَرْدًا	اَمْرٍ	لَسْتَ	كُنْتُ ★
জাম'আন্	বারদান্	আমরিন্	লাসতা	কুং~~তু
سَبْقًا	سُبْحًا	خَلْقًا	خُسْرٍ	حَبْلٌ
সাবক্বন্	সুবহান্	খলক্বন্	খুসরিন্	হাবলুন্
عَدْنٍ	عَبْدًا	ضَبْحًا	صُبْحًا	شَأْنٌ
'আদনিন্	'আবদান্	দ্ববহাঁন্	ছুবহাঁন্	শা'নুন্
فَصْلٌ	غُلْبًا	غَرْقًا	عَصْفٍ	عَشْرٍ
ফাছলুন্	গুলবান্	গরক্বন্	'আছফিন্	'আশরিন্

★ ইখফা [পৃষ্ঠা - ১৫৩, ১৭৮, ১৮৩]

জযমের প্র্যাকটিস – ২

لَغْوًا	كَدْحًا	كَأْسًا	قَضْبًا	قَدْحًا
লাগওয়ান্	কাদহান্	কা’সান্	ক্বদ্বান্	ক্বদহাঁন্
نَقْعًا	نَفْسٍ	نَشْطًا	نَخْلًا	مِسْكٌ
নাক’আন্	নাফসিন্	নাশতন্	নাখলান্	মিসকুন্
يَخْشٰى	تَنْسٰى★	تَرْضٰى	اَبْقٰى	يُسْرًا
ইয়াখশা-	তাং~~সা-	তারদ্ব-	আবক্ব-	ইয়ুসরন্
يَهْدِىْ	تَجْرِىْ	يَدْعُوْا	يَتْلُوْا	يَسْعٰى
ইয়াহদি-	তাজরি-	ইয়াদ’উ-	ইয়াতলু-	ইয়াস’আ
فَارْغَبْ	اِقْرَاْ	اَمْهِلْ	اَلْقَتْ	يُغْنِىْ
ফারগব	ইক্বর’	আমহিল	আলক্বত্	ইয়ুগনি-

★ ইখফা [পৃষ্ঠা - ১৫৩, ১৭৮, ১৮৩]

জযমের প্র্যাকটিস – ৩

اَغْطَشَ	اَرْسَلَ	اَخْرَجَ	وَانْحَرْ	فَانْصَبْ ★
আগতশা	আরসালা	আখরজা	ওয়ানহার	ফাং~~ছব
اِنْقَضَ ★	اِنْشَرَ ★	اَلْهَمَ	اَكْرَمَ	اَفْلَحَ
আং~~ক্বদ্ব	আং~~শার	আলহামা	আকরমা	আফলাহা

نَعْبُدُ	اَعْبُدُ	عَسْعَسَ	دَمْدَمِ
না'বুদু	'আবুদু	'আস'আসা	দামদামি
يَشْهَدُ	يَشْرَبُ	يَحْسَبُ	يَخْرُجُ
ইয়াশহাদু	ইয়াশরবু	ইয়াহসাবু	ইয়াখরুজু
يُبْدِئُ	اُقْسِمُ	تَعْرِفُ	تَرْهَقُ
ইউবদিউ	উক্বসিমু	তা'রিফু	তারহাক্বু

★ ইখফা [পৃষ্ঠা - ১৫৩, ১৭৮, ১৮৭]

জযমের প্র্যাকটিস – ৪

ثَقُلَتْ	يُوَسْوِسُ	يَنْقَلِبُ ★	★ يُنْفَخُ
ছাক্বুলাত	ইউওয়াসভিসু	ইয়াং~~ক্বলিবু	ইয়ুং~~ফাখু
نُشِرَتْ	كُشِطَتْ	سُطِحَتْ	حُشِرَتْ
নুশিরত	কুশিত্বত	সুতিহাঁত	হুশিরত
فَرَغْتَ	وَسَطْنَ	اَثَرْنَ	نُصِبَتْ
ফারগতা	ওয়াসাতনা	আছারনা	নুছিবাত
يَعْمَلُوْنَ	يَفْعَلُوْنَ	يُسْقَوْنَ	تَاْتُوْنَ
ইয়া'মালু-না	ইয়াফ'আলু-না	ইউসক্বওনা	তা'তু-না
يَدْخُلُوْنَ	يَكْسِبُوْنَ	يَضْحَكُوْنَ	يَعْلَمُوْنَ
ইয়াদখুলু-না	ইয়াকসিবু-না	ইয়াদ্বহাঁকু-না	ইয়া'লামিউনা

★ ইখফা [পৃষ্ঠা - ১৫৬, ১৭৮, ১৮৩]

জযমের প্র্যাকটিস – ৫

يَنْظُرُوْنَ ★	تَعْبُدُوْنَ ★	اَنْعَمْتَ	اَنْذَرْنَا ★
ইয়াং~~যুরু-না	তা'বুদু-না	আন্'আমতা	আং~~যারনা-
اَنْزِلْنَا ★	خَلَقْنَا	رَفَعْنَا	وَضَعْنَا
আং~~যিলনা-	খলাক্বনা-	রফা'না-	ওয়াদ'না-
نُطْفَةٍ	عِبْرَةٌ	زَجْرَةٌ	تَذْكِرَةٌ
নুতফাতিন্	'ইবরতুন্	ঝাজরতুন্	তাযকিরতুন্
مُسْفِرَةٌ	مُؤْصَدَةٌ	مَسْغَبَةٍ	مَقْرَبَةٍ
মুসফিরতুন্	মু'ছদাতুন্	মাসগবাতিন্	মাক্বরবাতিন্
مَتْزَنَةٍ	تَضْلِيْلٍ	تَقْوِيْمٍ	تَكْذِيْبٍ
মাতঝানাতিন্	তাদ্বলি-লিন্	নাক্বভি-মিন্	তাকযি-বিন্

★ ইখফা [পৃষ্ঠা - ১৫৫, ১৭৮, ১৮৩]

জযমের প্র্যাকটিস – ৬

مَحْفُوْظٍ	مَمْنُوْنٍ	مِسْكِيْنًا	تَسْنِيْمٍ
মাহঁফু-যিন্	মামনু-নিন্	মিসকি-নান্	নাসনি-মিন্
اَبْوَابًا	مَشْهُوْدٍ	مَسْرُوْرًا	مَخْتُوْمٍ
আবওয়া-বান্	মাশহু-দিন্	মাসরু-রন্	মাখতু-মিন্
اِطْعَمٌ	اَشْتَاتًا	اَزْوَاجًا	مَصْفُوْفَةٍ
ইত'আমুন্	আশতা-তান্	আযওয়া-জান্	মাছফু-ফাতিন্
قُرْاٰنٌ	اَلْفَافًا	اَفْوَاجًا	اَعْنَابًا
ক্বুরআ-নুন্	আলফা-ক্বন্	আফওয়া-জান্	আ'না-বান্
وَالْعَصْرِ	وَالْفَتْحُ	وَالْفَجْرِ	اَلْحَمْدُ
ওয়াল'আছরি-	ওয়ালফাতহু	ওয়ালফাজরি	আল্‌হাঁমদু

জযমের প্র্যাকটিস – ৭

مَعَ الْعُسْرِمَا الْقَارِعَةُ	مِنَ الْمُعْصِرٰتِ
মা'আল 'উসরিমাল ক্বা-রি'আতু	মিনাল মু'ছির-তি
★ يَنْظُرُ الْمَرْءُ	وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ
ইয়াং~~যুরুল মারউ	ওয়াইযাল মাও আদাতু
كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ★	كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ
কাল'ইহনিলমাং~~ফু-শি	কালফার-শিল মাবছু-ছি
اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ	لَيْلَةُ الْقَدْرِ
আখরজাতিল আরদু	লাইলাতুল ক্বদরি
★ عِنْدَذِى الْعَرْشِ	مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
'ইং~~দাযিল 'আরশি	মিন্ আহলিল কিতাবি

★ ইফা [পৃষ্ঠা - ১৫৫, ১৭৮, ১৮৩]

জযমের প্র্যাকটিস – ৮

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ	يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ
ওয়াহুয়াল গফু-রুল ওয়াদু-দু	ইয়ামনা 'উ-নাল মা-'উ-না

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ★	ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ
লাক্বদ খলাক্বনাল ইং~~সা-না	যুল্ 'আরশিল মাজী-দু

اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ	فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ
আ'তইনা-কাল কাউছার	ফি---আহ্সানি তাক্বভি-মিন্

قَوْلٌ	يُغْنِىْ	يُحْيِ	وُسْطٰى	وُثْقٰى
ক্বওলুন্	ইয়ুগনি-	ইয়ুহই-	ভুসত-	ভুছক্ব-

طَيْرًا	خَوْفًا	خَيْرٌ	عَيْنٌ	وَيْلٌ
তইরন্	খউফান্	খইরুন	'আইনুন্	ওয়াইলুন্

★ ইখফা [পৃষ্ঠা - ১৫৬, ১৭৮, ১৯৩]

পরীক্ষা–৬

শূন্যস্থান পূরণ করি

سَبْقًا	سُبْحًا	خَلْقًا	خُسْرٍ	حَبْلٌ

يَخْشٰى	تَنْسٰى	تَرْضٰى	اَبْقٰى	يُسْرًا

يَشْهَدُ	يَشْرَبُ	يَحْسَبُ	يَخْرُجُ

يَدْخُلُوْنَ	يَكْسِبُوْنَ	يَضْحَكُوْنَ	يَعْلَمُوْنَ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬

পরীক্ষা–৬ [চলমান]

تَذْكِرَةٌ	زَجْرَةٌ	عِبْرَةٌ	نُطْفَةٍ

قُرْاٰنٌ	اَلْفَافًا	اَفْوَاجًا	اَعْنَابًا

اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ	لَيْلَةُ الْقَدْرِ

اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ	فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

طَيْرًا	خَوْفًا	خَيْرٌ	عَيْنٌ	وَيْلٌ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

সপ্তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: আল্লাহ

অর্থ ঃ তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, মহা পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, মহামান্যিত, মহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার বানায় আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (৫৯ সূরা হাশর ঃ ২২-২৪)

হাদীসের বাণী	বিষয়: একরাম

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ক্রুটি ঢাকিয়া রাখে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহার দোষ-ক্রুটি ঢাকিয়া রাখিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ক্রুটি প্রকাশ করিয়া দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার দোষ-ক্রুটি প্রকাশ করিয়া দেন, এমনকি ঘরে বসিয়া থাকা অবস্থায় তাহাকে অপদস্থ করিয়া দেন। (ইবনে মাজাহ)

তাশদীদের নকশা	ّ	اَبَّ	=	بَ	+	اَبْ

(بّ)-এর তাশদীদ	+	জবর	بَّ
		জের	بِّ
		পেশ	بُّ

তাশদীদ ওয়ালা হরফ দুইবার পড়তে হয়। প্রথম বার ডান দিকের হরকতের সাথে, দ্বিতীয় বার নিজ হরকতের সাথে।	اَبُّ	اَبِّ	اَبَّ
	আব্‌বু	আব্‌বি	আব্‌বা

তাশদীদের ব্যবহার ঃ (জবর + জের + পেশ)

জবর + তাশদীদ (জবর)

اَبَّ	=	بَّ	+	اَ
আব্‌বা		বা তাশদীদ জবর		আলিফ-জবর

জবর + তাশদীদ (জের)

اَبِّ	=	بِّ	+	اَ
আব্‌বি		বা তাশদীদ জের		আলিফ-জবর

জবর + তাশদীদ (পেশ)

اَبُّ	=	بُّ	+	اَ
আব্‌বু		বা তাশদীদ পেশ		আলিফ-জবর

জের + তাশদীদ (জবর - জের - পেশ)

জের + তাশদীদ (জবর)

اِبَّ	=	بَّ	+	اِ
ইব্‌বা		বা তাশদীদ জবর		আলিফ-জের

জের + তাশদীদ (জের)

اِبِّ	=	بِّ	+	اِ
ইব্‌বি		বা তাশদীদ জের		আলিফ-জের

পেশ + তাশদীদ (পেশ)

أُبُّ	=	بُّ	+	أُ
উব্‌বু		বা তাশদীদ পেশ		আলিফ-পেশ

পেশ + তাশদীদ (জবর - জের - পেশ)
পেশ + তাশদীদ (জবর)

أُبَّ	=	بَّ	+	أُ
উব্‌বা		বা তাশদীদ জবর		আলিফ-পেশ

পেশ + তাশদীদ (জের)

أُبِّ	=	بِّ	+	أُ
উব্‌বি		বা তাশদীদ জের		আলিফ-পেশ

পেশ + তাশদীদ (পেশ)

أُبُّ	=	بُّ	+	أُ
উব্‌বু		বা তাশদীদ পেশ		আলিফ-পেশ

(১) তাশদীদ ব্যবহার শেখা জবর তাশদীদ – জবর দিয়ে ঃ

دَتّ	تَتّ	اَتّ	لَتّ	حَتّ	بَتّ
দাত্তা	তাত্তা	আত্তা	লাত্তা	হাঁত্তা	বাত্তা
نَتّ	كَتّ	ثُمّ	مَتّ	صَتّ	فَتّ
নাত্তা	কাত্তা	ছু~মমা	মাত্তা	ছত্তা	ফাত্তা
غَتّ	طَتّ	عَتّ	سَتّ	ثَتّ	بَتّ
গত্তা	ত্বত্তা	’আত্তা	সাত্তা	ছাত্তা	বাত্তা
مَنّ	صَدّ	جَتّ	قَتّ	رَتّ	كَلّ
মান~না	ছদ্দা	জাত্তা	ক্বত্তা	রত্তা	কাল্লা
نَتّ	ثَبّ	سَدّ	بَعّ	يَتّ	ءَتّ
নাত্তা	ছাত্তা	সাদ্দা	বা’য়া	ইয়াত্তা	আত্তা

আল্লাহ শুধু বলেন ‘হও’ তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়

অর্থ ঃ ৮২. তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, ‘হও’ তখনই তা হয়ে যায়। (৩৬ সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৮২)

(২) তাশদীদ ব্যবহার শেখা জবর তাশদীদ – জের দিয়ে ঃ

دَتِّ	تَتِّ	اَتِّ	لَتِّ	حَتِّ	بَتِّ
দাত্তি	তাত্তি	আত্তি	লাত্তি	হাঁত্তি	বাত্তি
نَتِّ	كَتِّ	ثُمِّ★	مَتِّ	صَتِّ	فَتِّ
নাত্তি	কাত্তি	ছুম্~ মা	মাত্তি	ছত্তি	ফাত্তি
غَتِّ	طَتِّ	عَتِّ	سَتِّ	ثَتِّ	نَثِّ
গত্তি	ত্বত্তি	আ'ত্তি	সাত্তি	ছাত্তি	নাছ্ছি

(৩) তাশদীদ ব্যবহার শেখা জবর তাশদীদ – পেশ দিয়ে ঃ

دَتُّ	تَتُّ	اَتُّ	لَتُّ	حَتُّ	بَتُّ
দাত্তু	তাত্তু	আত্তু	লাত্তু	হাঁত্তু	বাত্তু
نَتُّ	كَتُّ	ثُمُّ★	مَتُّ	صَتُّ	فَتُّ
নাত্তু	কাত্তু	ছুম্~ মা	মাত্তু	ছত্তু	ফাত্তু
غَتُّ	طَتُّ	عَتُّ	سَتُّ	ثَتُّ	بَتُّ
গত্তু	ত্বত্তু	'আত্তু	সাত্তু	ছাত্তু	বাত্তু

★ ওয়াজিব গুন্নাহ পৃষ্ঠা- ১৫০

তাশদীদের ব্যবহার

إِنَّ	هُنَّ	غَتَّ	ثَتَّ	تَتَّ	كَلَّ
ইন্~না	হুন্~না	গত্তা	ছাত্তা	তাত্তা	কাল্লা
دَتَّ	حَتَّ	ثُمَّ ★	مَنَّ ★	رَتَّ	كَتَّ
দাত্তা	হাঁত্তা	ছুম্~মা	মান্~না	রত্তা	কাত্তা
قَتَّ	نَتَّ	بَتَّ	غُنَّ	بَنَّ	سَتَّ
ক্বত্তা	নাত্তা	বাত্তা	গুন্~না	বান্~না	সাত্তা
كَبَّ	عَتَّ	ءَتَّ	فَتَّ	لَعَلَّ	سَدَّ
কাব্বা	’আত্তা	আত্তা	ফাত্তা	লা’আল্লা	সাদ্দা
صَدَّ	دَتَّ	جَتَّ	يَتَّ	صَتَّ	قَدَّ
ছদ্দা	দাত্তা	জাত্তা	ইয়াত্তা	ছত্তা	ক্বদ্দা
قَتَّ	مَكَّ	ظَتَّ	طَتَّ	بَتَّ	لَتَّ
ক্বত্তা	মাক্কা	যত্তা	ত্বত্তা	বাত্তা	লাত্তা

★ ওয়াজিব গুন্নাহ পৃষ্ঠা-১৫০

জযম ও তাশদীদের প্রাকটিস – ১

عَدَّدَ	صَدَّقَ	حُصِّلَ	بُرِّزَ
'আদদাদা	ছদ্দাক্ব	হুঁছছিলা	বুররিঝা
★ يَظُنُّ	نَعَّمَ	كَذَّبَ	قَدَّرَ
ইয়াযুন্~নু	না' 'আমা	কাযযাবা	ক্বদদার
قُوَّةٍ	ذَرَّةٍ	★ جَنَّةٍ	يَحُضُّ
কুউওয়াতিন্	যাররতিন্	জান্~নাতিন্	ইয়াহুদদু
كَذَّبَتْ	قَدَّمَتْ	سُعِّرَتْ	كَرَّةُ
কায্যাবাত	ক্বদ্দামাত	সু'ইরত	কাররতু
سُيِّرَتْ	فُجِّرَتْ	سُجِّرَتْ	زُوِّجَتْ
সুইইরত	ফুজ্জিরত	সুজজিরত	ঝুউভিজাত

★ ওয়াজিব গুন্নাহ [পৃষ্ঠা নং – ১৫০]

জযম ও তাশদীদের প্রাকটিস – ২

تُحَدِّثُ	تَطَّلِعُ	كُوِّرَتْ	عُطِّلَتْ
তুহাদদিছু	তাত্তলি'উ	কুউভিরত্	'উততিলাত্
عَشِيَّةً	قَيِّمَةٌ	هُمُ الْبَيِّنَةُ	نُيَسِّرُ
'আশিইয়াতান্	ক্বইইমাতুন্	হুমুল বাইইনাতু	নুইয়াসসিরু
تَجَلّٰى	اِيَّاكَ	اَيَّانَ	مُذَكِّرٌ
তাজাল্লা-	ইইয়া-কা	আইইয়া-না	মুযাকরিরুন
تَوَّابًا	تَوَلّٰى	تَزَكّٰى	تَصَدّٰى
তাওওয়া-বান্	তাওয়াললা-	তাযাক্কা-	তাছদ্দা
كِذَّابًا	فَعَّالٌ	غَسَّاقًا	ثَجَّاجًا
কিয্যা-বান	ফা' 'আ-লুন	গস্সা-ক্বন্	ছাজ্জা-জান

জযম ও তাশদীদের প্রাকটিস – ৩

مُطَهَّرَةٍ	مُكَرَّمَةٍ	مُمَدَّدَةٍ	وَهَّاجًا
মুতহহারতিন্	মুকাররমাতিন্	মুমাদদাদাতিন্	ওয়াহ হা-জান্

وَالنّٰشِطٰتِ	وَالتَّرَائِبِ	وَالسَّمَاءِ
ওয়ান্~না-শিত-তি	ওয়াত তার-ইবি	ওয়াস সামা-ই

فَالسّٰبِقٰتِ	وَالسّٰبِحٰتِ	وَالنّٰزِعٰتِ
ফাস্‌সা-বিক্ব-তি	ওয়াস্ সা-বিহাঁ-তি	ওয়ান্~না-যি’আ-তি

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ	تُبْلَى السَّرَائِرُ	فَالْمُدَبِّرٰتِ
ফামাহহিলিল কা-ফিরি-না	তুবলাস সার-ইরু	ফাল মুদাববির-তি

بِىْ مُدّٰتْ	مَرُّوْا ر	بِالْخُنَّسِ
বি-মুদদাত	মাররু-র	বিল খুন্~নাসি

পরীক্ষা–৭

শূন্যস্থান পূরণ করি

٭ يَظُنُّ	نَعَّمَ	كَذَّبَ	قَدَّرَ
كَذَّبَتْ	قَدَّمَتْ	سُعِّرَتْ	كَرَّةٌ
كِذَّابًا	فَعَّالٌ	غَسَّاقًا	ثَجَّاجًا
مُطَهَّرَةٍ	مُكَرَّمَةٍ	مُمَدَّدَةٍ	وَهَّاجًا

بِىْ مُدَّتْ	مَرُّوْارَ	بِالْخُنَّسِ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ১০৯, ১১০, ১১১

অষ্টম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: মৃত্যু
অর্থ ঃ প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে সফলকাম হবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। (৩ আল ইমরান ঃ ১৮৫)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ বর্ণিত আছে যে, নামাজের ভিতর কুরআন তেলাওয়াত করা নামাজের বাহিরে তেলাওয়াত করা হইতে উত্তম। আর নামাজের বাহিরে তেলাওয়াত করা তসবীহ এবং তকবীর হইতে উত্তম। আর তসবীহ পড়া ছদকা হইতে উত্তম। আর ছদকা রোজা হইতে উত্তম। আর রোজা দোজখ হইতে বাচিবার জন্য ঢালস্বরূপ। (বায়হাকী)	

বিভিন্ন হরফের সাথে (ا) আলিফ যুক্ত হলে তার চেহারা

المٓصٓ	المٓ
আলিফ লা----ম মী~----ম ছ্- - - -দ	আলিফ লা----ম মী~----ম

كٓهٰيٰعٓصٓ	المٓرٰ
কা- - - -ফ হা- ইয়া- 'আই- - - -ন ছ্- - - -দ	আলিফ লা----ম মী~ম র-

حٰمٓ	طٰسٓمٓ	يٰسٓ
হাঁ- মী- - - -ম	ত- সী- - - -ন মী~----ম	ইয়া- সী- - - -ন

নোটঃ যে সব হরফে হরকত (জবর, যের ও পেশ) জযম, তাশদীদ নাই, সেসব হরফ লেখার মধ্যে আসবে কিন্তু উচ্চারণ হবে না।

জযম ও তাশদীদের প্রাকটিস – ৪

تَبَّتْ	خَفَّتْ	حُقَّتْ
তাব্বাত্	খফ্ফাত্	হুক্ক্বাত্
وَالصُّبْحِ	قَدَّمْتُ	تَخَلَّتْ
ওয়াছ ছুবহি	ক্বদদাম্তু	তাখললাত্
بِالصَّبْرِ	وَالشَّفْعِ	وَالشَّمْسِ
বিছছব্রি	ওয়াশশাফ্’ই	ওয়াশশাম্সি
وَالتِّيْنِ	وَالَّيْلِ	وَالصَّيْفِ
ওয়াত্তি-নি	ওয়াল্ লাইলি	ওয়াছ ছইফি
سِجِّيْنٍ	سِجِّيْلٍ	وَالزَّيْتُوْنِ
সিজ্জি-নুন্	সিজজি-লিন্	ওয়ায্যাইতু-নি

জযম ও তাশদীদের প্রাকটিস – ৫

لِحُبِّ الْخَيْرِ	فَاِنَّ الْجَنَّةَ	مُنْفَكِّيْنَ
লিহুববিল খইরি	ফাইন্~নাল জিন্~নাতা	মুং~~ফাক্কি-না

مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ	اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
মাতত-রিক্বুন~নাজমু	ইয়াস্সামা-উং~~শাক্বক্বত্

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ	اَلثَّاقِبُ
মিং~~ শাররিল ওয়াস ওয়া- সিল্ খন্~না-সি	আছ্ছা-ক্বিবু

اَلْمُدَّثِّرُ	يَذَّكَّرُ	يَزَّكّٰى
আল মুদদাছছিরু	ইয়াযযাককারু	ইয়াযযাককা-

عِلِّيُّوْنَ	عِلِّيِّيْنَ	اَلْمُزَّمِّلُ
'ইললিউ-না	'ইল্লিই-না	আল মুয্যামমিলু

জযম ও তাশদীদের প্রাকটিস – ৬

مِنْ شَرٍّ	إِلَّا الَّذِيْنَ	إِنَّ الَّذِيْنَ
মিং~~শাররি	ইল্লা ইললাযি-না	ইন্~নাললাযি-না

جَآءَتِ	فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ	حَآجَّكَ
জা- - - -আতি	ফা'আ'-লুল লিমা-ইয়ুরি-দু	হা- - - -জ্জুকা

حَآجُّوْكَ	ضَآلَّا دَآبَّةٍ
হা- - - -জ জু-কা	দ- - - -ল লা- দা- - - -ব বাতিন

اَتُحَآجُّوْنِّيْ	وَلَا الضَّآلِّيْنَ
আতুহা- - - -জ্জু- - - -ননি-	ওয়ালাদদ- - - -লি-না

وَالصّٰٓفّٰتِ	وَلَا تَحَآضُّوْنَ
ওয়াছ ছ- - - -ফফা-তি	ওয়ালা তাহা- - - -দদু-না

জযম ও তাশদীদের প্রাকটিস – ৭

اَلصَّآخَّةُ	فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى
আছছ- - - -খখতু	ফাইযা- জা- - - -আতিত ত- - - -ম মাতুল কুব্‌র-

جَزَآءً اَلْمَلٰٓئِكَةُ	اِنَّآ اَعْطَيْنَا اِلَيْنَا
জাঝা- - - -আন আল মালা- - - -ইকাতু	ইন্‌না- - - -'আতইনা- ইলাইনা-

بِالنَّاصِيَةِ	بِذَنْۢبِهِمْ ★	مُطَهَّرَةٍ
বিন্ ~না-ছিয়াতি	বিযাম ~বিহিম	মুতহহারতিন

بِاَيْدِىْ	سَفَرَةٍ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ
বিআইদি-	সাফারতিন্ কির- মিম ~বাররতিন্

هُمْ فِيْهَا	لَكُمْ دِيْنُكُمْ	وَلِىَ دِيْنِ
হুম্ ফি-হা-	লাকুমদি-নুকুম	ওয়ালিইয়াদি-নি

★ ইকলাব পৃষ্ঠা-১৫৮

জযম ও তাশদীদের প্রাকটিস – ৮

بِحِجَارَةٍ	تَرْمِيْهِمْ	اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ
বিহিজা-রতিন	তারমি-হিম	ইন্~না রব্বাহুম ~বিহিম

مِمَّ اَللّٰهُمَّ	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ
মিম ~মা আল্ল-হুম ~মা	লাহুম ~মা- ইয়াশা- - - -উ-না

مِيْقَاتًا يَّوْمَ	شَرًّا يَّرَهٗ	خَيْرًا يَّرَهٗ
মি-ক্ব-তাই ~ইয়াওমা	শাররই ~ইয়ারহু-	খইরই ~ইয়ারহু-

صُحُفًا مُّطَهَّرَةً	فَمَنْ يَّعْمَلْ
ছুহুফাম ~মু তহহারতান্	ফামাই ~ইয়া'মাল

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ	رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ	مِنْ رَّبِّكَ
ইয়াও মাইযি ~ইয়াছদুরু	রসু-লুম ~মিনাল্ল-হি	মিররব্বিকা

জযম ও তাশদীদের প্রাকটিস – ৯

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ	لَايَتَكَلَّمُوْنَ
কুলু-বুই~ইয়াওমা ইযিও~ওয়া-জিফাতুন	লা-ইয়াতাকাল্লামু-না

وَاَنْزَلْنَا	اَبْصَارُهَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا
ওয়া আং~ ~যালনা-	আবছ-রুহা-সির-জাও~ওয়াহহা-জান্

وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا	اَكْلًا لَّمًّا
ওয়াতুহিববু-নাল মা-লা হুববান্ জাম~মান্	আকলাল লাম~মান্

نَارًا حَامِيَةً	غُثَاءً اَحْوٰى
না-রন হাঁ-মিইয়াতুন্	গুছা- - - -আন্ আহওয়া-

تُسْقٰى مِنْ	مُعْتَدٍ	اِذَا تُتْلٰى
তুসক্ব-মিন্	মু'তাদিন্	ইযা-তুতলা-

পরীক্ষা-৮

শূন্যস্থান পূরণ করি

وَالتِّيْنِ	وَاللَّيْلِ	وَالصَّيْفِ

عِلِّيُّوْنَ	عِلِّيِّيْنَ	اَلْمُزَّمِّلُ

اَتُحَآجُّوْنِّىْ	وَلَا الضَّآلِّيْنَ

سَفَرَةٍ كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ	بِاَيْدِىْ

تُسْقٰى مِنْ	مُعْتَدٍ	اِذَا تُتْلٰى

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৯

৯ম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়
	কুরআন

অর্থ ঃ আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু‘মিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২)

অর্থ ঃ বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হিদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মু‘মিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কুরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দুরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়। (৪১ সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪৪)

হাদীসের বাণী	বিষয়
	কুরআন

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ হইতে বর্ণিত করিয়াছেন যে, যখন কোন জামাত আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হইয়া কুরআন পাকের তেলাওয়াত ও দাওর করে তখন তাহাদের উপর ছাকীনা নাজিল হয়, আল্লাহর রহমত তাহাদেরকে ঢাকিয়া লয়, রহমতের ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে বেষ্টন করিয়া লয় এবং আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মজলিসে তাহাদের আলোচনা করেন। (মুসলিম, আবু দাউদ)

ইনশাআল্লাহ, আজ আমরা আরবী হরফ উচ্চারণ করে, কালিমা পড়া শিখবো। আমরা নীচর ৫টি ধাপ অনুসরণ করবো।

(১) জের, জবর, পেশ ও তানবীন পেলে ১টি হরফ উচ্চারণ করবো।

(২) জযম পেলে একত্রে ২টি হরফ উচ্চারণ করবো।

(৩) তাশদীদ পেলে একত্রে ৩টি হরফ উচ্চারণ করবো।

(৪) তাশদীদ ও পরে জযম পেলে একত্রে ৪টি হরফ উচ্চারণ করবো।

(৫) পরপর দুই তাশদীদ পেলে একত্রে ৫টি হরফ উচ্চারণ করবো।

(হে নবী!) আমার বান্দাদের বলে দিন যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৫ সূরা আল-হিজর, আয়াত ঃ ৪৯)

আল-কুরআনের পড়ার প্রাকটিস – ১

ـهُ	اِلَّا اللّٰـ	ـهَ	لٰ	اِ	لَآ
হু	ইললাল্ল–	হা	লা-	ই	লা- - -

⊛ لُ اللّٰـهِ	سُوْ	ـدٌ رَّ	حَمَّـ	مُ
লুলল্ল–হ	সু-	দুরর	হাঁমমা	মু

اِلَّا	ـهَ	لٰ	اِ	اَنْ لَّآ	ـدُ	ـهَ	اَشْـ
ইল্	হা	লা-	ই	আল্লা- - -	দু	হা	আশ্

ـدًا	حَمَّـ	مُ	اَنَّ	ـدُ	ـهَ	اَشْـ	وَ	ـهُ	اَللّٰـ
দান	হাঁম্মা	মু	আন্~না	দু	হা	আশ	ওয়া	হু	লাল্ল-

—	⊛ لُـهٗ	سُوْ	رَ	وَ	هٗ	ـدُ	عَبْـ
—	লুহ	সু-	র	ওয়া	হু-	দু	’আব

ـدُ	ـحَمْـ	وَالْـ	ـهِ	ـنَ اللّٰـ	ـحَا	سُبْـ
দু	হাঁম	ওয়াল	হি	নালল্ল–	হাঁ-	সুব

আল-কুরআনের পড়ার প্রাকটিস – ২

ـهُ	اِلَّا الـلّٰـ	ـهَ	لٰـ	اِ	لَآ	وَ	ـهِ	لِـلّٰـ
হু	ইললাল্ল-	হা	লা-	ই	লা- - -	ওয়া	হি	লিলল্লা-

لَ	حَـوْ	لَا	وَ	ـرُ	ـبَـ	اَكْـ	ـهُ	وَ الـلّٰـ
লা	হাঁও	লা	ওয়া	রু	বা	আক	হু	ওয়ালল্ল-

ـهِ	بِـا لـلّٰـ	اِلَّا	ـةَ	قُـوَّ	لَا	وَ
-	বিলল্লা-	ইলল্লা-	তা	কুউওয়া	লা-	ওয়া

ـظِـيْـمِ ۞	ـعَـ	ـلِـيِّ الْـ	ـعَـ	الْـ
যী- - -ম	’আ	লি’ইল	’আ	হিল

ـهُ	اِلَّا الـلّٰـ	ـهَ	لٰـ	اِ	لَآ
হু	ইল্‌লালল্ল-	হা	লা-	ই	লা- - -

ـهُ	لَـ	ـهٗ	لَـ	ـكَ	ـرِيْـ	شَـ	لَا	ـهٗ	ـدَ	وَحْـ
–	লা	হু-	লা	কা	রি-	শা	লা-	হু	দা	ওয়াহঁ

আল-কুরআনের পড়ার প্রাকটিস – ৩

ـدُ	ـلْـحَـمْـ	ا ـهُ	لَـ	وَ	ـكُ	ـمُـلْـ	الْـ
দু	হাঁম	হুল	লা	ওয়া	কু	মুল	হুল

ـهِ	ـدِ	ـيَـ	بِـ	ـتُ	ـمِـيْـ	يُـ	وَ	ـحْـيِـى	يُـ
–	দি	ইয়া	বি	তু	মি-	উয়ু	ওয়া	ই-	ইয়ুহঁ

ـلٰى	عَـ	ـوَ	هُـ	وَ	ـرُ	ـخَـيْـ	الْـ
লা-	'আ	ওয়া	হু	ওয়া	রু	খই	হিল

۝ ـدِيْـرٌ	قَـ	ءٍ	شَـيْـ	كُـلِّ
দী- - - -র	ক্ব	ইং~~	শাই	কুললি

আল্লাহ্ বলেন 'আমার জান্নাতে প্রবেশ কর'

অর্থ ঃ ২৭. হে প্রশান্ত মন, ২৮. তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। ২৯. অতঃপর আমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (৮৯ সূরা আল ফজর ঃ আয়াত ২৭-৩০)

আল-কুরআন পড়তে শিখার প্যাকটিস্ – ৪

আরবি	উচ্চারণ
أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝	আ 'উ যু বিল্লা- হি মি নাশশাই ত- নির্ র জী- - -ম
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝	বিস্ মিল্লা- হির্ রহ মা- নির্ র হী- - -ম
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝	আল হাঁম দু লিল্লা- হি রব্বিল 'আ- লা মী- - -ন
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝	ইইয়া- কা না' বু দু ইইয়া-ওয়া কা নাস তা 'ই- - -ন
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝	কুল হু ওয়াল্ল- হু আ হাঁদ ইন~না মা 'আল 'উস রি ইউস র-
فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝	ফি- হা- 'আই নুং~~ জা- রি ইয়াহ

আল-কুরআন পড়তে শিখার প্যাকটিস্ – ৫

আরবি	উচ্চারণ
لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝	লা- তাস মা 'উ ফি- হা- লা- গি ইয়াহ
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ فَذَكِّرْ ۝	লাও কা- নু- ইয়া' লা মু- - -ন ফা যাক্কির
اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرْ ۝	ইন~না মা- - - আং~~ তা মু যাককির
فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَمْ يَجْعَلْ	ফা সাও ফা ইয়া' লা মু- - -ন ওয়া লাম ইয়াজ 'আল্লা
لَّهٗ عِوَجًا ۝ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ	হু- 'ই ওয়া জা- ক্বইই মাল্লি ইয়ুং~~ন যি র
كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ ۝ وَقِيْلَ مَنْ سكتة رَاقٍ ۝	কাললা- বাল শব্দ বন্ধ র---ন ওয়া কি- লা মান শব্দ বন্ধ র---ক

আল-কুরআন পড়তে শিখার প্যাকটিস্ – ৬

قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا ۝

ক্ব- লু- বা লা- শা হিদ না- - - আং~~ তা কু- লু- - -

اِرْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً

ইর জি 'ই- - - ই লা- রব্বি কি র- দ্বি ইয়া

مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۝

তাম্~মার দ্বি ইয়াহ ফাদ খু লি- ফি- 'ই বা- দি-

وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝ جَزَآءً ۝

ওয়াদ খু লি- জান্~না তি- জা ঝা- আন

حَدَآئِقَ ۝ مَلٰٓئِكَةُ ۝ اُولٰٓئِكَ ۝

হা দা--- ই ক্ব মা লা- - - - ই কাহ্ উ লা- - - - ইক্

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ وَكُلُّ اَمْرٍ ۝

ইন্~না--- 'আ তই না- কাল কা ছার ওয়া কুললু আমর

আল-কুরআন পড়তে শিখার প্যাকটিস্ – ৭
مُسْتَقِرٌّ ۞ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۞
উন- - - -ন র-ইয়া হুম না যি- আল্লা ক্বির তা মুস
(- - - -)
تَنَزَّلُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا
হা- ফি- হু ওয়াররু তু কা ই লা মা লুল নাঝঝা তা
بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۞ سَلٰمٌ ۞
ম লা- সা আমর কুল্লি মিং~~ হিম্~ রব্বি নি ইয বি
هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۞ هُمَزَةٍ
তিললু ঝা মা হু ফাজর 'ইল ল মাত ততা হাঁ- ইয়া হি
لُّمَزَةِ الَّذِىْ ۞ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞
কী---ম ত মুস তল র- নাছছি দি ইহ যি তিললা ঝা মা -
لَاتَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا ۞
হা- ক্বু যু ইয়ার হু হাললা- ক্ব রিয লু মি তাহ লা-

আলিফে জায়েদা বা রসমে খত

যেই আলিফে (০) চিহ্ন আছে, উচ্চারণের সময় সেই আলিফটিকে নাই মনে করতে হবে। একে আলিফে জায়েদা বা রসমে খত বলে।

আছে	اَنْ تَبُوْٓءَاْ	لَاْاِلَى اللّٰهِ	اَفَائِنْ مَّاتَ
পড়বো	اَنْ تَبُوْٓءَ	لَاِلَى اللّٰهِ	اَفَئِنْ مَّاتَ
উচ্চারণ	আং~~তাবু- - - -আ	লাইলাল্ল-হি	আফাইম~মা-তা

আছে	وَلَاْ اَوْضَعُوْا	مَلَاْئِهٖ	مِنْ نَّبَاْئِ
পড়বো	وَلَاَوْضَعُوْا	مَلَئِهٖ	مِنْ نَّبَإِ
উচ্চারণ	ওয়ালাআওদ্ব'উ-	মালাইহি-	মিন্~নাবাইন

আছে	لَنْ نَّدْعُوَاْ	لِتَتْلُوَاْ	ثَمُوْدَاْ
পড়বো	لَنْ نَّدْعُوَ	لِتَتْلُوَ	ثَمُوْدَ
উচ্চারণ	লান্~নাদ'উওয়া	লিতাতলুওয়া	ছামু-দা

আছে	لَاْ اَذْبَحَنَّهٗ	لٰكِنَّاْ	لِشَاْیْءٍ
পড়বো	لَاَذْبَحَنَّهٗ	لٰكِنَّ	لِشَیْءٍ
উচ্চারণ	লাআযবাহান্~নাহু-	লা-কিন্~না	লিশাইইন

পরীক্ষা-৯

শূন্যস্থান পূরণ করি

اِلَّا ا لـلّٰـهُ	ـهَ	لٰ	اِ	لآ

ا لـلّٰـهِ ۞ لُ	سُـوْ	رَّ	مَّـدٌ	مُـحَـ

رِ الـرَّجِيْـمِ ۞	شَّيْـطٰـ	نِ	الـ	مِنَ	لـلّٰـهِ	بِا	ذُ	عُوْ	اَ

الـرَّحِـيْـمِ ۞	الـرَّحْـمٰـنِ	مٰ	نِ	اللّٰـهِ	بِـسْـمِ

আছে	وَلَآ اَوْضَعُوْا	مَـلَا۟ئِهٖ	مِنْ نَّبَاۡئِ
পড়বো	وَلَاَوْضَعُوْا	مَلَئِهٖ	مِنْ نَّبَئِ
উচ্চারণ			

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং- ১২২, ১২৫, ১২৬

১০ম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: একরাম

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত অথবা তার কর্তৃক ভূপৃষ্ঠে কোন ফ্যাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল। আর যে ব্যক্তি কোন প্রাণ রক্ষা করল, তবে সে যেন সকলের প্রাণ রক্ষা করল। (৫ সূরা মায়িদা ঃ ৩২)

হাদীসের বাণী

বিষয়: দাওয়াত

অর্থ ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় মনে করিতে আরম্ভ করিবে, তখন ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব তাহাদের অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে এবং যখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ পরিত্যাগ করিবে, তখন ওহীর বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। আর যখন একে অপরকে গালি-গালাজ করিতে শুরু করিবে, তখন আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি হইতে দুরে সরিয়া যাইবে। (তিরমিযী)

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا۝ -(সূরাঃ মুজাম্মিল, আয়াত-৪)

উচ্চারণ ঃ ওয়ারত্ তিলিল্ কুরআ-না তারতীলা-।

অর্থ ঃ তোমরা আল-কুরআনকে তারতীলের সাথে পাঠ কর।

“তারতীল” বলতে হরফ সমূহকে মাখরাজের সাথে, নিয়ম কানুন মেনে, থেমে থেমে, পড়াকে বুঝায়।

জাইদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّقْرَءَ الْقُرْاٰنُ كَمَآ اُنْزِلَ۝

(ইবনে নসর আল-সাজজি)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা কুরআনকে ঐভাবে পড়া পছন্দ করেন, যেভাবে তিনি তা নাযিল করেছেন।

কঠিন প্রশ্ন সহজ উত্তর

প্রশ্ন-১ ঃ আল-কুরআন পড়তে গেলে সাধারণত কি কি ধরনের ভুল হয়ে থাকে?

উত্তরঃ আল-কুরআন পড়তে গেলে, আমাদেরকে প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার ভুল থেকে সাবধান থাকতে হবে। এ ধরনের ভুলকে লাহানে জলী বলে।

(১) এক হরফকে অন্য হরফ পড়া ঃ

অক্ষরকে অন্য অক্ষরে পরিণত করে পড়া। যেমন ঃ اَلْحَمْدُ কে اَلْهَمْدُ পড়া। অর্থাৎ ح এর স্থানে ه পড়া। এমনি ভাবে وَالصَّيْفِ কে وَالسَّيْفِ পড়া অর্থাৎ ص এর স্থানে س পড়া।

(২) কোন হরফকে বাড়িয়ে পড়া ঃ

কোন অক্ষরকে বাড়িয়ে পড়া যেমন ঃ نَسْتَعِيْنُ কে نَسْتَاعِيْنُ পড়া অর্থাৎ ت হরফের পর আলিফ বাড়িয়ে পড়া। এমনিভাবে مُسْتَقِيْمَ কে مُسْتَاقِيْمَ পড়া অর্থাৎ ت এর পর আলিফ বাড়িয়ে পড়া।

(৩) কোন হরফকে কমিয়ে পড়া ঃ

কোন হরফকে কমিয়ে পড়া। যেমন ঃ فَلْيَعْبُدُوْا কে فَلْيَعْبُدُ পড়া। অর্থাৎ و বাদ দিয়ে পড়া। এমনিভাবে مَاعُوْنَ কে مَعُوْنَ পড়া অর্থাৎ আলিফ বাদ দিয়ে পড়া।

(৪) উলট পালট করে পড়া ঃ

জবর, যের, পেশ এবং সাকিন সমূহকে উলট পালট করে পড়া। যেমন ঃ رَبِّ النَّاسِ কে بِرَبِّ النَّاسِ পড়া। এমনিভাবে اَفْوَاجًا কে لَهَبٍ পড়া, لَهَبٍ কে لَمْ يَلِدْ পড়া। لَمْ يَلِدْ কে اَفْوَاجًا পড়া। وَلِىَ دِيْنِ কে وَلِىَ دِيْنِ পড়া।

(৫) তাশদীদ যুক্ত হরফকে, তাশদীদ বাদ দিয়ে পড়া ঃ

এমনিভাবে তাশদীদ যুক্ত হরফকে তাশদীদ বাদ দিয়ে পড়া। যেমন ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ কে اَيَاكَ نَعْبُدُ পড়া এবং তাশদীদ যুক্ত হরফকে তাশদীদ বাদ দিয়ে পড়া। যেমনঃ كُفُوًا কে كُفُوًّا পড়া।

আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ্ এর বর্ণনা

প্রশ্ন-২ ঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - কখন পাঠ করা জরুরী?

উত্তর ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার পূর্বে।

কারণ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞

অর্থাৎ আপনি যখন আল-কুরআন পাঠ করতে ইচ্ছা করবেন, তখন বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ঠ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। (সূরা ঃ নাহল, আয়াত ঃ ৯৮)

প্রশ্ন-৩ ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ – কখন পাঠ করা জরুরী?

অর্থাৎ– সূরা তাওবা ব্যতীত সকল সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া জরুরী।

প্রশ্ন-৪ ঃ গুন্নাহ আদায় করার সময় নাকের ভিতর আওয়াজ কত সময় পর্যন্ত স্থির রাখতে হবে?

উত্তর ঃ গুন্নাহ আওয়াজের স্থায়ীত্ব হবে এক আলিফ বা ১ সেকেন্ড।

প্রশ্ন-৫ ঃ এক আলিফের পরিমাণ জানবার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ সহজ নিয়ম এই যে, খোলা আঙ্গুলকে মধ্যম নিয়মে (অর্থাৎ না খুব তাড়াতাড়ি আর না খুব ধীরে) বন্ধ করতে অথবা বন্ধ আঙ্গুলকে খুলতে, যে সময় লাগে সেটাই এক আলিফের পরিমাণ। কিছু ক্বারী এক আলিফকে এক সেকেন্ড পরিমাণ বলেও মন্তব্য করেছেন।

প্রশ্ন-৬ ঃ ইখফা অর্থ কি?

উত্তর ঃ ইখফা অর্থ গোপন করা, অর্থাৎ কোন সাকিন হরফকে ইজহার ও ইদগাম এর মধ্যবর্তী অবস্থায় গুন্নাহর সাথে আদায় করা। ইখফার উচ্চারণ অনেকটা “ ং ” এর মত।

ক্বলক্বলাহ

ক্বলক্বলাহ অর্থ– প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করা, ধাক্কা দেওয়া, আওয়াজ ফিরে আসা। ক্বলক্বলার হারফ ৫টি ঃ

د	ج	ب	ط	ق

এই ৫ অক্ষরে সাকিন হলে ক্বলক্বলাহ করে পড়তে হয়।

دْ	جْ	بْ	طْ	قْ
"দাল" সাকিন	"জীম" সাকিন	"বা" সাকিন	"তোয়া" সাকিন	"ক্বফ" সাকিন
اَحَدْ	اَجْرٌ	وَقَبْ	اَطْعَمَ	فَلَقْ
আহা "দ"	আ"জ"রুন	ওয়াক্ব"ব"	আ"ত" 'আমা	ফালা"ক্ব"
صَمَدْ	فَجْرٍ	كَسَبْ	بَطْشَ	خَلَقْ
ছমা "দ"	ফা"জ"রি	কাসা"ব"	বা"ত"শা	খলা"ক্ব"
يَلِدْ	يَجْعَلْ	حَطَبْ	نُطْفَةٍ	اُقْسِمُ
ইয়ালি "দ"	ইয়া"জ" 'আল	হাত"ব"	নু"ত"ফাতিন	উ"ক্ব"সিমু
مَسَدْ	زَجْرَةٌ	حَبْلٌ	يَطْغٰى	مَشْرِقٍ
মাসা "দ"	ঝা"জ"রতুন	হাঁ"ব"লুন	ইয়া"ত"গই	মাশরি"ক্ব"

প্রশ্ন-৭ ঃ ওয়াক্বফ করা কাকে বলে?

উত্তর ঃ আল-কুরআন পড়তে পড়তে থেমে যাওয়াকে ওয়াক্বফ করা বলে।

প্রশ্ন-৮ ঃ ওয়াক্বফের আলামত কি কি? এবং কোন কোন আলামতের উপর ওয়াক্বফ করা সবচেয়ে উত্তম?

উত্তর ঃ ঠিক জায়গায় ওয়াক্বফ করা অর্থাৎ থামা উচিৎ। আল-কুরআন এর মধ্যে যেখানে, নিম্নলিখিত চিহ্ন দেওয়া আছে সেখানে, ওয়াক্বফ করা উত্তম। যেমনঃ (১) যেখানে "গোল০" চিহ্ন থাকে ওখানে ওয়াক্বফ করা ভাল। (২) তার পরে ওয়াক্বফ করার গ্রহণযোগ্য চিহ্ন "م মীম" যেটা ওয়াক্বফ লাযিম বুঝায়। (৩) তার পরে " ط তোয়া" যেটা ওয়াক্বফে মুত্বলাক্ব বুঝায় ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৯ ঃ পূর্ণ কুরআন শরীফে কত জায়গায় সাক্‌তাহ্ আছে?

উত্তর ঃ পূর্ণ কুরআন শরীফে চার জায়গায় সাক্‌তাহ্ আছে।

প্রশ্ন-১০ ঃ সাক্‌তাহ্ কাকে বলে?

উত্তর ঃ সাক্‌তাহ্ বলতে নীরব হওয়াকে অর্থাৎ শ্বাস জারী রেখে, তিলাওয়াতের মাঝখানে, আওয়াজ বন্ধ করে, কিছু সময় পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করে পুনরায়, পড়া শুরু করাকে বুঝায়।

প্রশ্ন-১১ ঃ যে চার জায়গায় সাক্‌তাহ্ سَكْتَهْ হয় সেগুলো কোথায় কোথায়?

উত্তর ঃ (১) সূরা কাহফের শুরুতে عِوَجًا سكته قَيِّمًا এর আলিফের উপর।

(২) সূরা ইয়াসীনের مِنْ مَّرْقَدِنَا سكته هَذَا এর আলিফের উপর।

(৩) সূরা ক্বিয়ামার وَقِيْلَ مَنْ سكته رَاقٍ এর নূনের মধ্যে।

(৪) সূরা মুত্বাফফিফীনের كَلَّا بَلْ سكته رَانَ এর লামের মধ্যে।

আল-কুরআনে এই মোট ৪টি সাকতাহ আছে।

প্রশ্ন-১২ ঃ সাক্‌তাহ্ এবং ওয়াক্বফের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ পার্থক্য এই যে, সাক্‌তাহ্ মধ্যে খুব কম সময় থামতে হয়, কিন্তু ওয়াক্বফের মধ্যে তার তুলনায় বেশী সময় থামতে হয়।

প্রশ্ন-১৩ ঃ আল-কুরআনের মধ্যে এমন জায়গা আছে কি, যেখানে রসমে খত ص আছে এবং উপরে س ও লেখা আছে? যদি থাকে তবে কেমনভাবে পড়া উচিত?

উত্তর ঃ হ্যাঁ আল-কুরআনের চার (৪) জায়গা এমন আছে যেখানে ص এর উপর ছোট করে একটি س ও লেখা আছে সে জায়গাগুলো হল (১) يَبْصُّطُ সূরা বাকারার মধ্যে। (২) بَصْطَةً সূরা আরাফের মধ্যে। (৩) اَلْمُصَّيْطِرُوْنَ সূরা তুর এর মধ্যে।

(৪) بِمُصَيْطِرٍ সূরা গাশিয়াহ এর মধ্যে। প্রতিটি স্থানেই ص অথবা س উভয়টি পড়াই জায়েয। তবে কিছু সংখ্যক ক্বারী সাহেবের মতে, প্রথম এবং দ্বিতীয় জায়গার মধ্যে শুধু س এবং চতুর্থ জায়গায় শুধু ص পড়া এবং তৃতীয় জায়গায় س এবং ص উভয়টা পড়া বৈধ।

প্রশ্ন-১৪ ঃ তিলাওয়াতে সিজদা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ আল-কুরআনে এমন ১৪টি আয়াত আছে, যে আয়াতগুলি তিলাওয়াত করলে সাথে সাথে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ আকবার বলে ১টি সিজদা দিতে হয় ও ৩ বার সিজদার তসবীহ পড়তে হয়। একে তিলাওয়াতে সিজদা বলে। তিলাওয়াতে সিজদার আয়াত যে শুনবে, তাকেও সাথে সাথে একটি সিজদা দিতে হবে। তিলাওয়াতের সিজদার আয়াতের স্থানগুলি (সূরার নাম ও আয়াত নম্বর) নীচে দেয়া হল।

আল-কুরআনের তিলাওয়াতে সিজদার আয়াত সমূহ নিম্নরূপ

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
আল আরাফ	২০৬	আল রা’দ	১৫	আল নাহল	৫০
বনি ইসরাঈল	১০৯	মারিয়াম	৫৮	আল হাজ্জ	১৮
আল ফুরকান	৬০	আল নমল	২৬	আস সিজদাহ	১৫
ছোয়াদ	২৪	হামীম সিজদাহ	৩৮	আল নাজম	৬২
ইনশিক্বাক	২১	আল আলাক্ব	১৯	–	–

কালিমায়ে তাইয়্যেব

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۞

উচ্চারণ ঃ লা- - - ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু মুহাম~মাদুর রসূ-লুল্ল-হ।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

কালিমায়ে শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞

উচ্চারণ ঃ আশ্হাদু আল্লা - - - ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারী-কালাহু ওয়া আশহাদু আন্~না মুহাম্~মাদান 'আবদূহু-ওয়া রসূ-লুহু-।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

পরীক্ষা–১০

শূন্যস্থান পূরণ করি

ক্বলক্বলাহ

ক্বলক্বলাহ অর্থ– প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করা, ধাক্কা দেওয়া, আওয়াজ ফিরে আসা। ক্বলক্বলার হারফ ৫টি ঃ

এই ৫ অক্ষরে সাকিন হলে ক্বলক্বলাহ করে পড়তে হয়।

دْ	جْ	بْ	طْ	قْ
اَحَدْ	اَجْرٌّ	وَقَبْ	اَطْعَمَ	فَلَقْ
صَمَدْ	فَجْرٍ	كَسَبْ	بَطْشَ	خَلَقْ
مَسَدْ	زَجْرَةٌ	حَبْلٌ	يَطْغَىٰ	مَشْرِقْ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ১৩৫

১১তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: জান্নাত

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্যে। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত ঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (৩ সূরা ইমরান ঃ ১৩৩-১৩৪)

হাদীসের বাণী

বিষয়: ঈমান

অর্থ ঃ নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আজান শুনিয়া কোন রকম ওজর ব্যতীত জামাতে হাজির হয় না (বরং নিজের জায়গাতেই নামাজ পড়িয়া নেয়), তাহার নামাজ কবুল হয় না। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ওজর বলিতে কি বুঝায়? বলিলেন, অসুস্থতা অথবা ভয়-ভীতি। (আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান, আবু দাউদ, দারাকুতুনী)

মাদ

মাদ মানে টেনে পড়া। মাদ ৩ প্রকার। ১ আলিফ মাদ, ৩ আলিফ মাদ ও ৪ আলিফ মাদ। কিছু অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেবের মতে ১ আলিফ মাদের পরিমাণ ১ সেকেন্ড।

- ❑ এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে **১ আলিফ মাদ** বলে।
- ❑ তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে **৩ আলিফ মাদ** বলে।
- ❑ চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে **৪ আলিফ মাদ** বলে।

বাংলা ও আরবী উচ্চারণে চিহ্নের ব্যবহার (রিভিশন)

ক্রমিক নং	চিহ্ন	কি করতে হবে
১।	– / ১ টি টান	১ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে
২।	– – – / ৩ টি টান	৩ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে
৩।	– – – – / ৪ টি টান	৪ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে
৪।	~ / ১টি পেচানো টান	গুন্নাহ করতে হবে
৫।	~~ / ২টি পেচানো টান	নাকের গুন্নাহ করতে হবে
৬।	~ / আরবী	৩ আলিফ মাদ পড়তে হবে
৭।	ـــ / আরবী	৪ আলিফ মাদ পড়তে হবে

এক আলিফ মাদ ঃ ৮ প্রকার [বিস্তারিত পৃষ্ঠা-৭০-৭১]

৩ আলিফ মাদ দুই প্রকার ঃ (১) মাদ্দে আরজি ও (২) মাদ্দে মুনফাসিল

(১) মাদ্দে আরজি ঃ মাদের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হলে (থামতে হলে) ১ আলিফ মাদের স্থলে ৩ আলিফ মাদ হবে। একে মাদ্দে আরজি বলে।

(২) মাদ্দে মুনফাসিল ঃ মাদের হরফের বামের হরফে চিকন চিহ্ন (~) বামে হামজা (আলিফ) থাকলে ৩ আলিফ মাদ হবে। একে মাদ্দে মুনফাসিল বলে।

৪ আলিফ মাদ এক প্রকার ঃ

মাদের হরফের উপর মোটা চিহ্ন (─) থাকলে ৪ আলিফ মাদ হবে। একে মাদ্দে লাজিম বলে।

তিন আলিফ মাদ দুই প্রকার [টেবিলের সাহায্যে দেখান হল]

(দাঁড়ির কারণে ও চিকন চিহ্নের (~) কারণে)

[দাঁড়ির কারণে] [মাদ্দে আরজি]

এখানে (ح–এর) জেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া আছে, যার কারণে এক আলিফ মাদ হবার কথা কিন্তু (দাঁড়ির কারণে) তার পরের হরফ (م)–এ থামতে হচ্ছে, তাই এখানে এক আলিফ মাদের পরিবর্তে তিন আলিফ মাদ (- - -) হবে।	এখানে (ف-এর) পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও আছে, যার কারণে এক আলিফ মাদ হাবার কথা কিন্তু (দাঁড়ির কারণে) তার পরের হরফ (ر) -এ থামতে হচ্ছে, তাই এখানে এক আলিফ মাদের পরিবর্তে তিন আলিফ মাদ (- - -) হবে।
রহী- - - ম।	গফু- - - র

মাদ্দে আরজির প্র্যাকটিস্–১

	وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۞
হুমুল মুফলিহু- - - -ন	ওয়া উদ খিলাল জান্~ নাতা ফাক্বদ ফা- - -য।

মাদ্দে আরজির প্র্যাকটিস্-২

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۞	جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۞
ওয়াল্ল-হু শাকু-রুন হালি- - - ম।	জাহান্~ নামা মিং~~ কুম আজমা'ই- - -ন।
اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۞	اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۞
ইলা- ইয়াও মিদ্‌দী- - -ন।	ইলা- ইয়াওমি ইউব 'আছু- - -ন।
لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۞	اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۞
লা ইয়া'লা মান্~ নাল কা-যিবী- - - ন।	আম শাজার তুঝ ঝাক্ উ- - -ম।
اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۞	فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۞
ইল্লা- মাতা- 'উল গুরু- - -র।	ফিল আরদ্বি লামুসরিফু- - -ন।
مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ ۞	بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞
মা-লাদাই ইয়া 'আতি- - -দ।	বিমা- তা'মালু- - -ন।
اَلصّٰلِحِيْنَ ۞	مُسْتَكْبِرِيْنَ ۞
আছছ-লিহী- - -ন।	মুসতাকবিরি- - -ন।

মাদ্দে আরজির প্র্যাকটিস্‌–৩

اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۞	وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۞
ইন~ কুং~~তুম তা'ক্বিলু- - -ন।	ওয়াবাশশিরিছ ছ-বিরী- - -ন।
وَلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۞	اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۞
ওয়া লা-কিল্লা- তাশ'উরু- - -ন।	ইন্~নাহু- যন্~না আললাই~ ইয়াহু- - -র
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞	اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۞
ছির-ত কাল মুসতাকী- - -ম।	আ-মানু-ইয়াদ্ব হাকু- - -ন।
عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۞	بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۞
'আলাইহিম হাঁ- ফিযি- - -ন।	বিহিম ইয়া তাগ- মাঝু- - -ন।

দোজখীদেরকে "মৃত্যুর বিভীষিকা" আচ্ছন্ন করে ফেলবে

অর্থ ঃ ১৬. সে দোজখবাসীদেরকে পুঁজ বিগলিত পানি পান করানো হবে যা তারা ঘোট ঘোট করে পান করতে থাকবে এবং ভীষণ কষ্টেই তাদের পেটের ভিতর প্রবেশ করবে। আর চতুর্দিক হতে মৃত্যুর বিভীষিকা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে অথচ তাদের কোন মৃত্যু হবে না। (১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ১৬-১৭)

[চিকন চিহ্নের (~) কারণে]	[মাদ্দে মুন্‌ফাসিল]
এখানে (ل)–এর বাম পাশে খালি আলিফের উপর চিকন চিহ্ন (~) সুতরাং তিন আলিফ মাদ (- - -) হবে।	এখানে (م)–এর বাম পাশে খালি আলিফের উপর চিকন চিহ্ন (~) সুতরাং তিন আলিফ মাদ (- - -) হবে।
لَآ اِلٰهَ ۞	مَآ اَغْنٰى ۞
লা - - - ইলা - হা ।	মা - - - আগনা - ।

মাদ্দে মুন্‌ফাসিলের প্র্যাকটিস্	
اَنْ يَّقُوْلُوْآ اٰمَنَّا	يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ
আই~ইয়াকু-লু- - - আ-মান্~না	ইয়া- - - আইইউ হাল লাযী-না
قَالُوْآ اَنُؤْمِنُ	كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ
ক্ব-লু- - - আনু'মিনু	কামা- - - আ-মানান্~না-সু
قَالُوْآ اِنَّا مَعَكُمْ	وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ
ক্ব-লু- - - ইন্~না মা'আকুম	ওয়াহুওয়া ইউদ 'আ- - - ইলাসলা-মি
وَمَا يُهْلِكُنَآ	يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا
ওয়ামা- ইউহ লি কুন্~না- - -	ইয়াজ হাঁ দু বি আ- ইয়া-তিনা- - -ইল্লা-
اِلَّآ اِبْلِيْسَ	اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا
ইল্‌লা- - - ইবলী-স	ইলা- - - আহলিহি-মাসরু-রন

চার আলিফ মাদ এক প্রকার মোটা চিহ্ন (ー) এর কারণে

এখানে (ل) ও (م)-এর উপর মোটা চিহ্ন (ー), সুতরাং ৪ আলিফ মাদ (- - - -) হবে।	এখানে (م)-এর উপর মোটা চিহ্ন (ー), সুতরাং ৪ আলিফ মাদ (- - - -) হবে।
الٓمّٓ ⊛	حٰمٓ ⊛
আলিফ লা- - - - ম~মী- - - - ম	হা-মী - - - - ম

৪ আলিফ মাদ্দের প্র্যাকটিস্

عَلَى الْاَرَآئِكِ	جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
'আলাল আর- - - - ইকি	জাঝা- - - উহুম ইন্~ ~দা রব্বিহিম
اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ	وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ
উলা- - - - ইকা হুম খইরুল বারিইয়াহ্	ওয়ামা- মিং~~দা- - - - ব বাতিন
فَمَا لِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ	عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ
ফামা-লি হা- - - উলা- - - - ইল কওমি	'আরশুহু- 'আলাল মা- - - -ই
يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ	فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ
ইয়াগফিরু লি মাই~ ইয়াশা- - - - উ	ফাজাঝা- - - - উহু- জাহান্~নামু
بَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ	وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ
বানি- - - ইসর - - - - ই-লা	ওয়ালাক্বদ জা- - - -আতহুম

মাদের হরফের পর তাশদীদ ঃ এখানে ৪ আলিফ-মাদ উচ্চারণ করার পর তাশদীদ উচ্চারিত হবে

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۞

গইরিল মাগদ্বু-বি ’আলাইহিম ওলাদ্ব দ্ব- - - -ল লী- - - -ন

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى۞

ওয়া ওয়াজাদাকা দ্ব- - - -ল লাং~~ফাহাদা-।

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰي۞

ফাইযা-জা- - - -আ তিত ত- - - -ম মাতুল কুবর-

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۞

ফাইযা- জা- - - -আতিছ ছ- - - -খখহ্।

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ۞

ওয়ালা- তাহা- - - -দ্বদ্বু-না ’আলা- ত’আ-মিল মিসকী- - -ন।

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ۞

ওয়া ইযা-রআওহুম ক্ব-লু- - - ইন্~নাহা- - -উলা- - - -ইলা দ্ব- - - -ল লু- - - -ন।

পরীক্ষা-১১

শূন্যস্থান পূরণ করি

جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۞	وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۞
بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۞	عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۞
كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ	قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ
يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا	وَمَا يُهْلِكُنَآ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭

১২তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: নামাজ
অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের সে অগ্নি হতে রক্ষা কর, যার জ্বালানী মানুষ ও প্রস্তরসমূহ হবে। যাতে কঠোর স্বভাবের, শক্তিশালী ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছে, যারা অমান্য করেনা তা, যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আদেশ করেন। আর যা তাদেরকে আদেশ করা হয়, তারা তৎক্ষণাৎ তা পালন করে। (৬৬ সূরা তাহরীম ঃ ৬) অর্থ ঃ অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। (১৬ নাহল ঃ ৯৮)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: ঈমান
অর্থ ঃ এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নামাজের এহতেমাম করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাঁচ প্রকারে সম্মানিত করেন। প্রথমত ঃ তাহার উপর হইতে রুজি-রোজগারের অভাব দূর করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত ঃ তাহার উপর হইতে কবরের আজাব হটাইয়া দেওয়া হয়। তৃতীয়ত ঃ কিয়ামতের দিন তাহার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে। (যাহাদের অবস্থা সূরায়ে আল হাক্কাতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যাহাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে তাহারা খুবই আনন্দ ও খুশির সহিত প্রত্যেককে দেখাইতে থাকিবে) চতুর্থতঃ সে ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত পার হইয়া যাইবে। পঞ্চমত ঃ বিনা হিসাবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (ফাজায়েল আমল–পৃষ্ঠা ১০৬)	

নূন সাকিন	نْ
নূন সাকিন হল, জযম ওয়ালা নূন।	

তানবীন	بٌ	بٍ	بً	*
তানবীন হল, দুই জবর, দুই জের এবং দুই পেশ।				

الله শব্দ পড়ার নিয়ম

الله শব্দের তাশদীদের ডাইনে **জবর** অথবা **পেশ** থাকলে আল্লাহ শব্দের (ل) লাম হরফকে **মোটা** করে পড়তে হবে।	اَللّٰهُ يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্ল-হু ইয়ুরি-দু ল্ল-হু আল্লাহ শব্দের ল্ল হরফটি মোটা হবে
الله শব্দের তাশদীদের ডাইনে **জের** থাকলে আল্লাহ শব্দের (ل) লাম হরফকে **পাতলা** করে পড়তে হবে।	بِسْمِ اللّٰهِ বিস্‌মিল্লা-হি আল্লাহ শব্দের ল্লা হরফটি পাতলা হবে

প্রথম বার "আল্লাহ্" শব্দ পড়ার নিয়ম শেখা হলো।

গুন্নাহ

গুন্নাহ মানে সাধারণভাবে গুণ গুণ করে পড়া। গুন্নাহ ৩ প্রকার।
(১) ওয়াজিব গুন্নাহ। (২) মীম সাকিন গুন্নাহ। (৩) নূন সাকিন বা তানবীন গুন্নাহ।
এই বইয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ গুন্নাহ্ একবার শিখবো এবং ৩বার রিভিশন দিব, যাতে আল কুরআন পড়তে গিয়ে আমাদের ভুল না হয়। প্রথম বার গুন্নাহ পড়া শুরু হল।

ওয়াজিব গুন্নাহ

নূনে অথবা মীমে তাশদীদ থাকলে গুন্নাহ (~) করে পড়তে হবে। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে।

هُمَّ	أَنَّ
হুম্ ~ মা	আন্ ~ না
هُنَّ	ثُمَّ
হুন্ ~ না	ছুম্ ~ মা

মীম সাকিন গুন্নাহ

মীম সাকিনের বামে ب (বা) থাকলে অথবা (م) মীম থাকলে গুন্নাহ করে পড়তে হবে। একে মীম সাকিন গুন্নাহ বলে।

رَبَّهُمْ بِهِمْ

রব্বাহুম ~ বিহিম্

এখানে মীম সাকিনের পরের হরফ (ب) বা তাই গুন্নাহ হবে

নূন সাকিন বা তানবীন পড়ার নিয়ম ৫টি

গ্রুপ	সংখ্যা	হরফ	নুন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ
টাইপ–এ	১টি	ইকলাব	ب
টাইপ–বি	৪টি	ইদগামে বা-গুন্নাহ	ي م و ن
টাইপ–সি	২টি	ইদগামে বেলা-গুন্নাহ	ر ل
টাইপ–ডি	৬টি	ইজহার	ء ه ع ح غ خ
টাইপ–ই	১৫টি	ইখফা	ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك –

এক নজরে গুন্নাহ টেবিল

টাইপ	গুন্নাহর নাম	কি করতে হবে	কখন হবে	কোন হরফ থাকলে হবে
-	ওয়াজিব গুন্নাহ	গুন্নাহ হবে	নূনে অথবা মীমে তাশদীদ থাকলে	ن ও م এ তাশদীদ
টাইপ - এ	ইকলাব	ب থাকলে م দ্বারা পরিবর্তন গুন্নাহ হবে	↑	ب
টাইপ - বি	ইদগামে বা-গুন্নাহ	গুন্নাহ হবে		ن و م ي
টাইপ -সি	ইদগামে বেলা-গুন্নাহ	গুন্নাহ হবে না		ل ر
টাইপ - ডি	ইজহার	গুন্নাহ হবে না	নূন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ	خ غ ح ع ه ء
টাইপ - ই	ইখফা	নাকের গুন্নাহ হবে	↓	د ج ث ت ش س ز ذ ظ ط ض ص – ك ق ف
-	মীম সাকিন গুন্নাহ	গুন্নাহ হবে	মীম সাকিনের পরের হরফ	م ب

এক নজরে গুন্নাহ ফ্লো চার্ট
গুন্নাহ মানে সাধারণভাবে গুনগুন করে পড়া।
গুন্নাহ (~)
ওয়াজিব গুন্নাহ
নূনে অথবা মীমে তাশদীদ থাকলে গুন্নাহসহ পড়তে হবে।
মীম সাকিন গুন্নাহ
মীম সাকিনের বামে ب (বা) অথবা م (মীম) থাকলে গুন্নাহসহ পড়তে হবে।
নূন সাকিন অথবা তানবীন গুন্নাহ
নুন সাকিন অথবা তানবীনের পরে এ, বি, সি, ডি অথবা ই, টাইপ হরফ থাকলে
টাইপ-এ ইকলাব ب
ب কে م দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহসহ পড়তে হবে
টাইপ-বি ইদগামে বা-গুন্নাহ ى م و ن
গুন্নাহ সহ মিলিয়ে পড়তে হবে
টাইপ-সি ইদগামে বেলা-গুন্নাহ ر ل
গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হবে
টাইপ-ডি ইজহার ء ه ع ح غ خ
গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হবে
টাইপ-ই ইখফা ت ث ج د ذ ز س
ش ص ض ط ظ ف ق ك
নাকের ভিতর লুকিয়ে গুন্নাহসহ পড়তে হবে
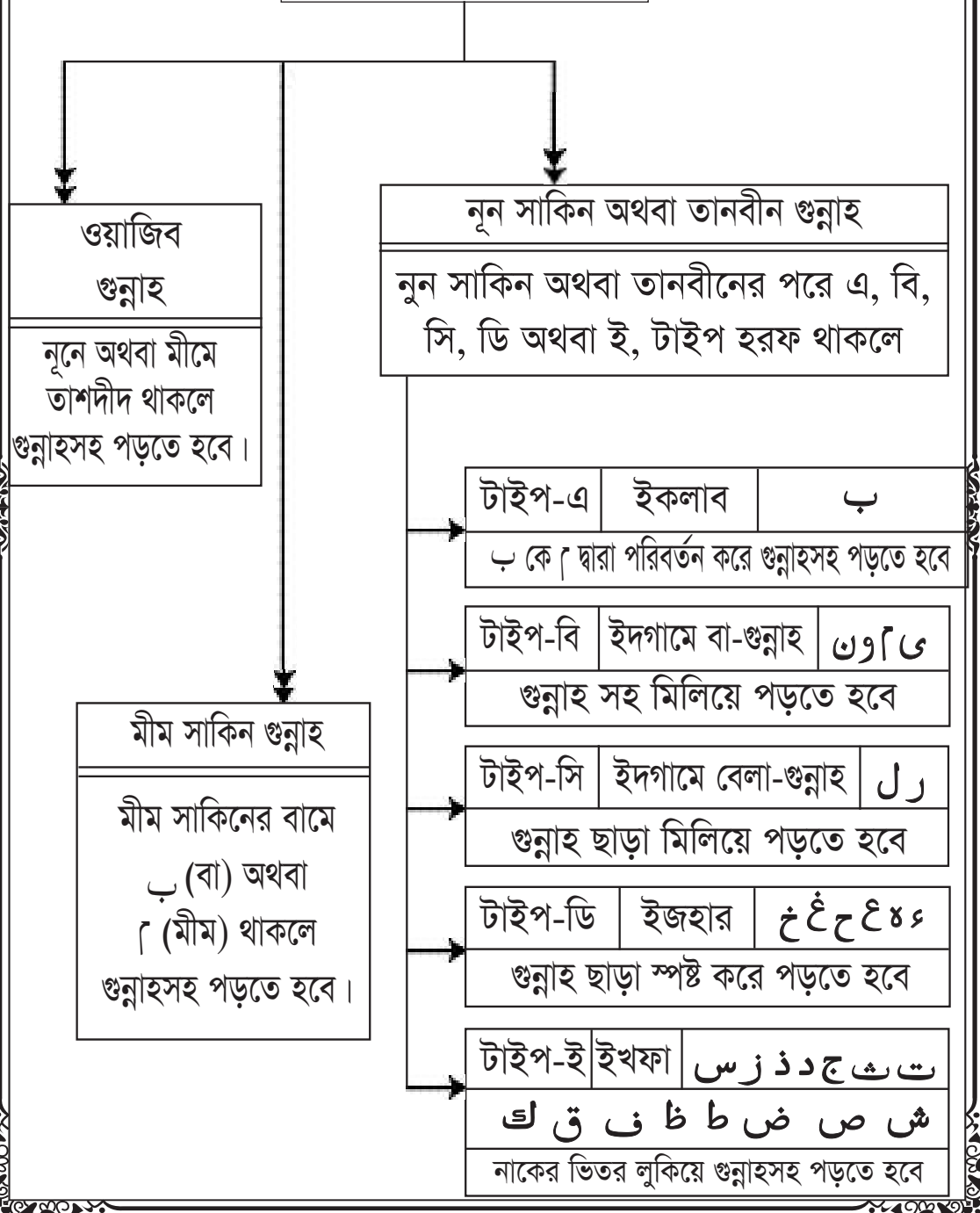
মাদ্দে ইওয়াজের ব্যবহার

১। শব্দের শেষে ـً হলে, থামলে, ১ আ (ـَ) বাদ যায় এবং ১ আলিফ মাদ হয়। (মাদ্দি ইওয়াজ)

১	اَحَدًا۞	كَثِيْرًا۞	مُسْتَقِيْمًا۞	جَمِيْعًا۞	مَالًا۞
	আহাদা-	কাছী-র-	মুস্তাক্বি-মা-	জামী-'আ-	মা-লা-

২	نَارًا۞	قُصُوْرًا۞	عَلِيْمًا۞	حَكِيْمًا۞	رَحِيْمًا۞
	না-র-	কুছু-র-	'আলি-মা-	হাঁকি-মা-	রহী-মা-

৩	بَصِيْرًا۞	غَفَّارًا۞	كِتَابًا۞	طُوًى۞	سُدًى۞
	বাছী-র-	গফফা-র-	কিতা-বা-	তুওয়া-	সুদা-

২। যদি শব্দের শেষে হা (ه) অক্ষরে খাড়া জের (ـٖ) উল্টা পেশ (ـٗ) থাকে, তাহলে শেষ অক্ষরে সাকিন দিয়ে থামতে হয়।

১	يَعْلَمُوْنَ بِهٖ۞	وَكَفٰى بِهٖ۞	وَامْرَاَتُهٗ۞	حُدُوْدَهٗ۞
	ইয়া'লামু-না বিহ্	ওয়াকাফা-বিহ্	ওয়ামর আতুহ্	হুদু-দাহ্

২	فَاَخْرَجَ بِهٖ۞	مِنْ مِّثْلِهٖ۞	ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ۞
	ফাআখরজাবিহ্	মিম্~মিছলিহ	যা-লিকা লিমান খশিইয়া রব্বাহ্

ব্যতিক্রমঃ একই শব্দে اَنَا এর পরে بَ بُوْا مِلَ سِيَ আসলে ১ আলিফ মাদ দিয়ে পড়তে হবে।

اَنَاسِيَ	اَنَامِلَ	اَنَابُوْا	اَنَابَ
আনা-সিয়া	আনা-মিলা	আনা-বু-	আনা-বা

কিন্তু বাকি সব اَنَا মাদ হবে না। (আলিফের ডানে – থাকা সত্ত্বেও মাদ হবে না)।

وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۞	وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ۞	১
ওয়ামা- - -আনামিনাল মুশরিকী- - -ন	ওয়ালা- - -আনা 'আ-বিদুম্~মা-'আবাততুম	

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۞	২
কুল ইন~নামা- - -আনা- বাশারুম~মিছলুকুম	

তাদের অন্তর আছে, চিন্তা করে না, চোখ আছে দেখে না- কান আছে শোনে না

অর্থ ঃ ১৭৯. আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা চিন্তা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। (৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ১৭৯)

পরীক্ষা–১২

শূন্যস্থান পূরণ করি
এক নজরে গুন্নাহ টেবিল

টাইপ	গুন্নাহর নাম	কি করতে হবে	কখন হবে	কোন হরফ থাকলে হবে
-	ওয়াজিব গুন্নাহ	গুন্নাহ হবে		
টাইপ - এ	ইকলাব			
টাইপ - বি	ইদগামে বা–গুন্নাহ			
টাইপ -সি	ইদগামে বেলা-গুন্নাহ		নূন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ	
টাইপ - ডি	ইজহার			
টাইপ - ই	ইখফা			
-	মীম সাকিন গুন্নাহ			

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ১৫৬

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ১৫২

১৩তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়
	জান্নাত

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্যে। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত ঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (৩ সূরা ইমরান ঃ ১৩৩-১৩৪)

হাদীসের বাণী	বিষয়
	ঈমান

অর্থ ঃ নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আজান শুনিয়া কোন রকম ওজর ব্যতীত জামাতে হাজির হয় না (বরং নিজের জায়গাতেই নামাজ পড়িয়া নেয়), তাহার নামাজ কবুল হয় না। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ওজর বলিতে কি বুঝায়? বলিলেন, অসুস্থতা অথবা ভয়-ভীতি। (আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান, আবু দাউদ, দারাকুতুনী)

মাদ

মাদ মানে টেনে পড়া। মাদ ৩ প্রকার। ১ আলিফ মাদ, ৩ আলিফ মাদ ও ৪ আলিফ মাদ।

- ❑ এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ১ আলিফ মাদ বলে।
- ❑ তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ৩ আলিফ মাদ বলে।
- ❑ চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ৪ আলিফ মাদ বলে।

বাংলা ও আরবী উচ্চারণে চিহ্নের ব্যবহার (রিভিশন)

ক্রমিক নং	চিহ্ন	কি করতে হবে
১।	– ১ টি টান	১ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে
২।	– – – ৩ টি টান	৩ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে
৩।	– – – – ৪ টি টান	৪ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে

ক্রমিক নং	চিহ্ন	কি করতে হবে
৪।	~ ১টি পেচানো টান	গুন্নাহ করতে হবে
৫।	~~ ২টি পেচানো টান	নাকের গুন্নাহ করতে হবে
৬।	~ আরবী	৩ আলিফ মাদ পড়তে হবে
৭।	ـ আরবী	৪ আলিফ মাদ পড়তে হবে

নূন সাকিন বা তানবীন পড়ার নিয়ম ৫টি
(১) টাইপ–এ (ইকলাব গুন্নাহ)

নূন সাকিন বা তানবীনের বামে এ টাইপ হরফ ب থাকলে নূন সাকিন বা তানবীনকে মীম দিয়ে পরিবর্তন করে গুন্নাহর সাথে পড়তে হবে।	مِنْ بَعْدِ
	মী-ম ~ বা'দি
	হওয়ার কথা মীন্ হবে মীম্ ~
	سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ
	সামী-উম্ ~ বাছী-রুন
	হওয়ার কথা উন্ হবে উম্ ~

(২) টাইপ–বি (ইদগামে বা-গুন্নাহ)

নূন সাকিন বা তানবীনের বামে বি টাইপ হরফ (ي م و ن) আসলে গুন্নাহসহ মিলিয়ে পড়তে হবে।	مَنْ يَّشَاۤءُ
	মাই ~ইয়া- শা- - - -উ
	গুন্নাহসহ পড়তে হবে

(৩) টাইপ–সি (ইদগামে বেলা-গুন্নাহ)

নূন সাকিন বা তানবীনের বামে সি টাইপ হরফ (ر ل) আসলে গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হবে।	مِنْ رَّبِّكَ
	মির্ রব্বিকা
	গুন্নাহ ছাড়া পড়তে হবে

(৪) টাইপ–ডি (ইজহার)

নূন সাকিন বা তানবীনের বামে ডি টাইপের (ء ه ع ح غ خ) কোন হরফ আসলে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হবে।	اَنْعَمْتَ
	আন্'আমতা
	গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হবে

(৫) টাইপ–ই (ইখফা গুন্নাহ)

নূন সাকিন বা তানবীনের বামে ই টাইপের (ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ك ق) কোন হরফ আসলে নূন সাকিন বা তানবীনকে নাকের ভিতর লুকিয়ে গুন্নাহসহ পড়তে হবে।	إِنْ كُنْتُمْ ইং ~~ কুং ~~ তুম হওয়ার কথা ইন্ হচ্ছে ইং ~~

প্রথম বার গুন্নাহ পড়া শেষ হল।

সাক্‌তাহ্‌ سكتة

সাকতার চিহ্ন (ســـكـــتـــة) থাকলে সাকতাহ করতে হয়। শ্বাস চালু রেখে ক্ষণিকের জন্য একটু আওয়াজ বন্ধ করে সামনের পড়া পড়তে হয়।

১	مِنْ مَّرْقَدِنَا سكتة هٰذَا	عِوَجًا سكتة قَيِّمًا
	মিম্~মারক্বদিনা- শ্বাস চালু / আওয়াজ বন্ধ হা-যা-	’ইওয়াজান্ শ্বাস চালু / আওয়াজ বন্ধ ক্বইইমা-

২	وَقِيْلَ مَنْ سكتة رَاقٍ	كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ
	ওয়াক্বি-লামান শ্বাস চালু / আওয়াজ বন্ধ র-কিন্ব	কাল্‌লা-বাল শ্বাস চালু / আওয়াজ বন্ধ র-না

১২-গ) কুরআন শরীফের মধ্যে চারটি শব্দে ص এর উপর س লেখা আছে উভয়টা পড়াই জায়েয। প্রথমে ص দিয়ে এবং পরে س দিয়ে নীচে উচ্চারণ দেয়া হল।

১	يَبْصُطُ	بَصْطَةً	اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ○
ص	ইয়াবছুতু	বাছততান	আম হুমুল মুছইতিরু- - -ন
س	ইয়াবসুতু	বাসততান	আম হুমুল মুসাইতিরু- - -ন

গোল ة (তা)

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই গোল ة তা কুরআনে এর ব্যবহার প্রচুর রয়েছে। এটা জানা অবশ্যই দরকার কখন এই গোল তা (ه) 'হা' হয়ে যায়। আবার কখন গোল ة তা 'তা' 'ই' থেকে যায়। কিন্তু লম্বা (ت) তা থামলে কখনো (ه) 'হা' হয় না।

শব্দের শেষে গোল ة থাকলে, থামলে ه পড়তে হয়

مَا الْحُطَمَةُ۞	لُمَزَةٍ۞	مُؤْصَدَةٌ۞	مُمَدَّدَةٍ۞	১
মালহুতমাহ্	লুমাঝাহ্	মু'ছদাহ্	মুমাদ্দাদাহ্	

فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۞	نَارٌ حَامِيَةٌ۞	رَاضِيَةٍ۞	২
ফি-'আমাদিম~মুমাদ্দাদাহ্	না-রুন্ হাঁ-মিইয়াহ	র-দিয়াহ্	

مَا الْقَارِعَةُ۞	اَلْقَارِعَةُ۞	نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ۞	৩
মাল্ক্ব-রি'য়াহ্	আলক্ব-রিয়াহ	না-রুল্ল্ল-হিল মু-ক্বদাহ্	

فَأُمُّهٗ هَاوِيَةٌ۞	وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ۞	৪
ফাউম্~মুহু- হা-উইইয়াহ্	ওয়ামা- - -আদর-কামাল ক্ব-রি'আহ্	

সাকিন ও তাশদীদ পাশাপাশি থাকলে পড়ার নিয়ম

(১) সাকিনওয়ালা হরফের পরে তাশদীদওয়ালা হরফ থাকলে সাকিনওয়ালা হরফ বাদ দিয়ে তাশদীদওয়ালা হরফ পড়তে হবে।

(২) غ (গইন) এবং ف (ফা) হরফ শব্দের মাঝে আসলে (غـ) এর পেট কালি দ্বারা ভরা থাকবে এবং ফা (ف) এর পেট খালি থাকবে।

(৩) তাশদীদ এবং জযমের ডাইনে হরকত ছাড়া যেসব হরফ থাকে, তা পড়া যায় না।

পরীক্ষা-১৩

শূন্যস্থান পূরণ করি

(৪) টাইপ-ডি (ইজহার)

নূন সাকিন বা তানবীনের বামে ডি টাইপের (خ غ ح ع ھ ء) কোন হরফ আসলে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হবে।	أَنْعَمْتَ

১	مِنْ مَّرْقَدِنَا سكتة هَاذَا	عِوَجًا سكتة قَيِّمًا
	শ্বাস চালু আওয়াজ বন্ধ	শ্বাস চালু আওয়াজ বন্ধ
২	رَاضِيَةٍ ❊	نَارٌ حَامِيَةٌ ❊

২ (cont.)	فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ❊
نَخْلُقْكُمْ ❊	مِنْ رَبِّ ❊

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১

১৪তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয় একরাম

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত অথবা তার কর্তৃক ভূপৃষ্ঠে কোন ফ্যাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল। আর যে ব্যক্তি কোন প্রাণ রক্ষা করল, তবে সে যেন সকলের প্রাণ রক্ষা করল। (৫ সূরা মায়িদা ঃ ৩২)

হাদীসের বাণী	বিষয় দাওয়াত

অর্থ ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় মনে করিতে আরম্ভ করিবে, তখন ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব তাহাদের অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে এবং যখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ পরিত্যাগ করিবে, তখন ওহীর বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। আর যখন একে অপরকে গালি-গালাজ করিতে শুরু করিবে, তখন আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি হইতে দুরে সরিয়া যাইবে। (তিরমিযী)

থামার চিহ্ন এর ব্যবহার ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় কোথায় কিভাবে থামতে হবে এবং কোথায় থামা যাবে না, তা বুঝবার জন্যে কুরআন শরীফে বিভিন্ন ধরণের চিহ্ন দেয়া আছে। নিম্নে নকশায় ব্যাখ্যাসহ সেগুলোর তালিকা দেয়া হলো।

ক্রমিক নং	চিহ্ন	বিবরণ
১	۝ ○	ইহা আয়াত পূর্ণ হওয়ার চিহ্ন। এখানে থামা উচিৎ।
২	م	ইহা ওয়াক্‌ফে লাজিমের চিহ্ন। এখানে থামা জরুরী।
৩	ط	ইহা ওয়াক্‌ফে মুত্বলাক্ব বা স্বাভাবিক থামার চিহ্ন। এখানে থামা ভাল।
৪	ج	এই চিহ্নে থামা উত্তম, তবে না থামলেও ক্ষতি নেই।
৫	ز	এখানে না থামাই উত্তম
৬	ص	এখানে থামবে না, বরং মিলিয়ে পড়তে হবে। তবে দম শেষ হয়ে গেলে থামা যায়।
৭	صلى	এখানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।
৮	ق	এখানে থামা উচিত নয়।
৯	صل	এখানে থামা উত্তম।
১০	قف	ইহা থামার আদেশ সুচক শব্দ। অতএব এখানে থামতে হবে।

اللّٰهُ শব্দের লাম (ل) এর উচ্চারণ

اللّٰهُ শব্দের লাম (ل) এর ডানে জবর বা পেশ হলে اللّٰهُ শব্দের লাম (ل) কে মোটা করে পড়তে হয়। ল্ল

اللّٰهُ শব্দের লাম (ل) এর ডানে জের হলে اللّٰهُ শব্দের লাম (ل) কে পাতলা করে পড়তে হয়। ল্লা

اَللّٰهُ শব্দের (ل) এর পূর্বে জবর এর উদাহরণ

سَمِعَ اللّٰهُ	قَالَ اللّٰهُ	اِنَّ اللّٰهَ
সামী'আ ল্ল-হু	ক্বা-লা ল্ল-হু	ইন্ ~ না ল্ল-হা

اَللّٰهُ শব্দের (ل) এর পূর্বে পেশ এর উদাহরণ

خَلْقُ اللّٰهِ	يُرِيْدُ اللّٰهُ	حُدُوْدُ اللّٰهِ
খল্ক্বু ল্ল-হি	ইয়ুরী-দু ল্ল-হু	হুদূ-দু ল্ল-হি

اَللّٰهُ শব্দের (ل) এর পূর্বে জের এর উদাহরণ

بَلِ اللّٰهُ	دِيْنِ اللّٰهِ	بِسْمِ اللّٰهِ
বালি ল্লা-হু	দী-নি ল্লা-হি	বিস্‌মিল্লা-হি

প্রথম বার আল্লাহ শব্দ পড়ার নিয়ম রিভিশন দেয়া শেষ হলো।

ঈমানে মুফাসসাল

وَمَلٰٓئِكَتِهٖ	بِا للّٰهِ	اٰمَنْتُ
ওয়ামালা-ইকাতিহী-	বিল্লা-হি	আ-মাং~~তু
ফেরেস্তাগণের উপর	আল্লাহর উপর	আমি ঈমান আনিলাম
وَا لْيَوْمِ	وَرُسُلِهٖ	وَكُتُبِهٖ
ওয়াল ইয়াওমিল	ওয়া রুসুলিহী-	ওয়া কুতুবিহী-
কিয়ামতের দিনের উপর	রসূলগণের উপর	কিতাব সমূহের উপর
خَيْرِهٖ	وَا لْقَدْرِ	الْاٰخِرِ
খইরিহী-	ওয়াল ক্বদ্‌রি	আ-খিরি
ভালো	তক্বদীরের উপর	আখিরাতের উপর
تَعَا لٰى	مِنَ ا للّٰهِ	وَشَرِّهٖ
তা'আ-লা-	মিনাল্ল-হি	ওয়া শার্‌রিহী-
তাকদীর	আল্লাহর হাতে	এবং মন্দ
اَلْمَوْتِ	بَعْدَ	وَا لْبَعْثِ
মাওতি	বা'দাল	ওয়াল বা'ছি
এবং মৃত্যুর পর	হবার	জীবিত হবার উপর

কালিমায়ে তামজীদ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ	سُبْحَانَ اللّٰهِ
ওয়ালহাঁমদু লিল্লা-হি	সুবহাঁ-নাল্ল-হি
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য	আল্লাহু তা'আলা পবিত্র

وَاللّٰهُ اَكْبَرْ	اِلَّا اللّٰهُ	وَلَآ اِلٰهَ
ওয়াল্ল-হু আক্‌বার	ইল্লাল্ল-হু	ওয়ালা- - - ইলা-হা
এবং আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ	আল্লাহ ব্যতীত	এবং কোন মাবুদ নেই

اِلَّا بِاللّٰهِ	وَلَاقُوَّةَ	وَلَاحَوْلَ
ইল্লা-বিল্লা-হিল	ওয়ালা-কুওয়াতা	ওয়ালা-হাঁওলা
নেক আমল করার আল্লাহ ছাড়া	গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নাই কোনো ক্ষমতা	আল্লাহর তৌফিক ব্যতিত

الْعَظِيْمِ۞	الْعَلِيِّ
'আযী- - - ম।	'আলিই ইল
আল্লাহ শ্রেষ্ঠ।	অতি উচ্চ

(১) ওয়াজিব গুন্নাহ ঃ [প্রথম বার গুন্নাহ রিভিশন শুরু হলো]

হরকতের বামে ن (নূ-ন) অথবা م মী-মে তাশদীদ হলে গুন্নাহ (~) করে পড়তে হয়। এটিকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। যথা ঃ

أُمَّ	اِمَّ	اَمَّ	أُنَّ	اِنَّ	اَنَّ
উম্ ~ মা	ইম্ ~ মা	আম্ ~ মা	উন্ ~ না	ইন্ ~ না	আন্ ~ না

وَجَنّٰتٍ	فِيْهِنَّ	فَلَمَّا	اِنَّمَا
ওয়াজান্ ~ না-তিন্	ফী-হিন্ ~ না	ফালাম্ ~ মা-	ইন্ ~ নামা-

عَمَّ	وَلَمَّا	مُزَّمِّلُ	اِنَّكُمْ
'আম্ ~ মা	ওয়ালাম্ ~ মা-	মুঝ্ঝাম্ ~ মিলু	ইন্ ~ নাকুম

أُمُّكَ	جَهَنَّمَ	مِمَّا	ثُمَّ
উম্ ~ মুকা	জাহান্ ~ নামা	মিম্ ~ মা-	ছুম্ ~ মা

(২) মীম সাকিনের গুন্নাহ ঃ

মীম সাকিনের পরের হরফ ب (বা) অথবা م (মী-ম) থাকলে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। যথা ঃ

মীম ছাকিন গুন্নাহর উদাহরণ
(~ চিহ্ন মানে গুন্নাহ)

তারমী-হিম~ বিহিজা-রতিন	কুম~ বিইযনি ল্লা-হি
হুম~ বিলবাইয়িনা-তি	ইন্ ~না রব্বাহুম~ বিহিম

'আলাইহিম~মু'ছদাতুন	হুম~মিন্	হুম~মুহতাদূ-না

দোজখীরা, তাদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীদেরকে প্রশ্ন করবে

অর্থ ঃ ২১. নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে অনুসরণ করেছিলাম। অদ্য কি তোমরা, আমাদের উপর হতে আল্লাহ তাআলার কঠিন আজাবকে বিন্দুমাত্র ও লাঘব করতে সক্ষম? (১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ২১)

মীম সাকিন গুন্নাহর প্রাকটিস

(م) মীম থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে]

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ	اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ
লাহুম~ মা-ইয়াশা- - - - উ-না	ইলাইকুম্~ মুর্সালূ-না
فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ	فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
ফাহুম ~ মু'রিদূ-না	ফী- কুলূ-বিহিম ~ মারদুন্

(ب) বা থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে]

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ	اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ
তার্মী-হিম ~ বিহিজা-রতিন্	ইন্ ~না রব্বাহুম ~ বিহিম
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ	وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ
ফাবাশ্শির্হুম ~ বি'আযা-বিন্	ওয়ামা-হুম ~ বিমূ'মিনী-না

(م) অথবা (ب) না থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে না] গুন্নাহ চিহ্ন নাই।

لَمْ يَلْبَسُوْا	لَكُمْ دِيْنُكُمْ	هُمْ فِيْهَا
লাম্ ইয়ালবাসূ-	লাকুম দী-নুকুম্	হুম্ ফী-হা-

لَهُمْ اَجْرٌ	اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ
লাহুম আজ্রুন্	আম্ লাম্ তুং~~ যির্হুম

পরীক্ষা-১৪

শূন্যস্থান পূরণ করি

اَللّٰهُ শব্দের (ل) এর পূর্বে জের এর উদাহরণ

بَلِ اللّٰهُ	دِيْنِ اللّٰهِ	بِسْمِ اللّٰهِ

عَمَّ	وَلَمَّا	مُزَّمِّلُ	اِنَّكُمْ

فَهُمْ مُعْرِضُوْنَ	فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ	اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ

لَهُمْ اَجْرٌ	اَلَمْ تُنْذِرْهُمْ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ১৬৪, ১৬৭, ১৬৯

১৫তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয় কুরআন

অর্থ ঃ মানুষ কি বলে যে, এটি (তুমি) বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটি সূরা, আর ডেকে নাও যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (১০ সূরা ঃ ইউনুস ঃ ৩৮)

অর্থ ঃ আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৫৪ সূরা ক্বামার ঃ ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

হাদীসের বাণী	বিষয় কুরআন

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিতঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনের পারদর্শী ব্যক্তি ঐ সকল ফেরেশতাদের দলভুক্ত হইবে যাহারা লেখার কাজে নিয়োজিত এবং নেক্কার। আর যে ব্যক্তি কষ্ট করিয়া ঠেকিয়া ঠেকিয়া কুরআন শরীফ পড়ে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

নূন সাকিন বা তানবীন গুন্নাহ ৫ প্রকার

(১) এ টাইপ – ইকলাব (ب)

(২) বি টাইপ – ইদগামে বা-গুন্নাহ (ي ا و ن)

(৩) সি টাইপ – ইদগামে বেলা-গুন্নাহ (ر ل)

(৪) ডি টাইপ – ইজহার (ء ه ع ح غ خ)

(৫) ই টাইপ – ইখফা (ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك)

অর্থ বুঝে

কুরআন পড়ি

সত্য খুঁজে

জীবন গড়ি .....

এ টাইপ-(~) চিহ্ন মানে গুন্নাহ [গুন্নাহ হবে ইকলাব]

১	مِنْ بَعْدِ	سَمِيْعٌ بَصِيْرَ
	মিম্~ বা'দি	সামী-'উম্~ বাছী-র
২	لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ	
	লানাসফা'আম্~ বিন্~ না–ছিইয়াতি	
৩	حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ	رَجْعٌ بَعِيْدٌ
	হাদী-ছিম্~ বা'দাহু-	র'জউম্~ বা'ই-দুন
৪	خَبِيْرًا بَصِيْرًا	لَيُنْبَذَنَّ
	খবী-রম্~ বাছী-রন্	লায়ুম্~ বাযান্~ না

বি টাইপ-(~) চিহ্ন মানে গুন্নাহ [গুন্নাহ হবে]

১	مِنْ وَّالٍ	مَنْ نَّشَآءُ	مَنْ يَّشَآءُ
	মিও~ওয়া-লিন্	মান~নাশা- - - - উ	মাই~য়াশা- - - -উ
২	حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ	مَنْ يَّفْجُرُكَ	مِنْ وَّرٰى
	হাবলুম~মিম~মাসাদিন্	মাই~ইয়াফ্জুরুকা	মিও~ওয়ার-
৩	مِنْ نِّعْمَةٍ	مَقَامًا مَّحْمُوْدًا	خَيْرٌ مِّنْ
	মিন~নি'মাতিন্	মাক্ব-মাম~মাহমূ-দান	খইরুম্~মিন

বি টাইপ-ইদগামে বা-গুন্নাহ [গুন্নাহ হবে]

مِنْ يَّوْمٍ	لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ	خَيْرًا يَّرَهٗ
মিই~ইয়াওমিন্	লিক্বওমি~ইয়ু-ক্বিনু-না	খইরই~ইয়ারহু-

اَنْ يَّشَاءَ	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ	مَنْ يَّقُوْلُ
আই~ইয়া শা- - - - আ	ভুজূ-হুই~ইয়াওমাইযিন্	মাই~ইয়াকু-লু

اِنْ وَّهَبْتَ	رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ	اِلٰهًا وَّاحِدًا
ইও~ওয়াহাবাত্	রহী-মুও~ওয়াদূ-দুন	ইলা-হাও~ওয়া-হিদান্

صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا	رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ
ছির-ত্বম~মুসতাক্বী-মান্	রসূ-লুম~মিনাল্ ল-হি

নোট ঃ দেখা যাচ্ছে নূন সাকিন বা তানবীনের পরে বি টাইপ, ইদগামে বা-গুন্নাহর [ي (ইয়া-), م (মী-ম), و (ওয়াও), ن (নূ-ন)] হরফ আসলে গুন্নাহ (~) হবে।

পরীক্ষা–১৬

শূন্যস্থান পূরণ করি

নং			
১	مِنْ بَعْدِ	سَمِيعٌ بَصِيرٌ	
৩	حَدِيثٍ بَعْدَهُ	رَجْعٌ بَعِيدٌ	
২	حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ	مَن يَّفْجُرُكَ	مِن وَّرَى
	خَيْرًا يَّرَهُ	لِقَوْمٍ يُّوقِنُونَ	مِن يَّوْمٍ
	رَسُولٌ مِّنَ اللهِ	صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا	

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ১৭২, ১৭৩

১৬তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ এই কুরআন তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (২৬ সূরা আশ শুআরা ঃ ১৯২-১৯৫)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাকের একটি আয়াত শুনে তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করে উহা কিয়ামতের দিন তাহার জন্য নূর হইবে। (আহমদ)	

সি টাইপ গুন্নাহর উদাহরণ (ইদগামে বেলা-গুন্নাহ)

নূন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ (ر) র অথবা (ل) লাম হলে কোন গুন্নাহর উচ্চারণ হবে না। [গুন্নাহ হবে না]

নিচের বাংলা উচ্চারণে কোথাও গুন্নাহ এর চিহ্ন (~) নাই।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ	اَنْ لَّا اِلٰهَ	مِنْ رَّبِّكَ	১
ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু-	আল্লা-ইলা-হা	মির্‌রব্বিকা	
شَيْءٍ رَّقِيْبًا	جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا	كُلٌّ لَّمَّا	২
শাইউর রক্বী-বা-	জামী-উল লাদাইনা-	কুল্লুল লাম~মা-	
وَيْلٌ لِّكُلِّ		غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ	৩
ওয়াইলুল্ লিকুল্লি		গফূ-রুর্‌রহী-মুন	

ডি টাইপ- ইজহার [গুন্নাহ হবে না, স্পষ্ট হবে]

নূন সাকিন বা তানবীনের পরের ء (হামযা), ه (হা) ع ('আইন), ح (হাঁ), غ (গইন), خ (খ) হলে গুন্নাহ্ হবে না।

নিচের বাংলাতে কোথাও গুন্নাহর চিহ্ন (~) নাই।

১	اَنْعَمْتَ	مِنْ خَوْفٍ	عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ
	আন্-'আমতা	মিন্ খওফিন্	'আলী-মুন্ হাকী-মুন্
২	يَنْهَا	مَنْ اَرَادَ	—
	ইয়ান্ হা-	মান্ আর-দা	–
৩	وَعْدًا حَسَنًا	شَهَادَةٌ اَبَدًا	
	ওয়া'দান্ হাসানা-	শাহা-দাতুন্ আবাদান্	

فَمَنْ عُفِىَ	مِنْ اَخِيْهِ	مَنْ اَذِنَ
ফামান্ 'উফিইয়া	মিন্ আখি-হি	মান্ আযিনা

كِتَابٌ حَكِيْمٌ	عَذَابٌ غَلِيْظٌ
কিতা-বুন্ হাকী-মুন্	'আযা-বুন্ গলি-যুন্
طَيْرًا اَبَابِيْلَ	نَارٌ حَامِيَةٌ
তইরন্ আবা-বি-লা	না-রুন্ হাঁ-মিইয়াতুন্

لِمَنْ خَشِىَ	مِنْ غَيْرِهٖ
লিমান্ খশিইয়া	মিন্ গইরিহী-
يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا	مِنْهُ خِطَابًا
ইয়াওমায়িযিন্ 'আলাইহা-	মিন্হু খিত্ব-বান্
مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ	كُفُوًا اَحَدٌ
মিন্ 'আইনিন্ আ-নিইয়াতিন্	কুফুওয়ান্ আহাদুন্

ই টাইপ গুন্নার উদাহরণ (ইখফা)

নাকের ভিতর লুকাইয়া গুন্নাহ হবে [~~ মানে নাকের গুন্নাহ]

নূন সাকিন বা তানবীনের পরে ই টাইপ ইখফা

(ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك) হরফ হলে নাকের গুন্নাহ (~~) হবে

১	جَنّٰتٍ تَجْرِىْ	اُنْثٰى	مِنْ جُوْعٍ
	জান্~না-তিং~~তাজরী-	উং~~ছা-	মিং~~জু-ইন্
২	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	نَارًا ذَاتَ	اُنْزِلَ
	মিং~~দূ-নিল্লা-হি	নারং~~যা-তা	উং~~ঝিলা
৩	مِنْ سِجِّيْلٍ	مِنْ شَرِّ	عَنْ صَلَاتِهِمْ
	মিং~~সিজ্জি-লিন্	মিং~~শাররি	'আং~~ছলা-তিহিম

টাইপ-ই ছোট শব্দের প্রাকটিস (ইখফা)

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ	اَنْتَ مُنْذِرُ
কির-মাং~~কা-তিবী-না	আং~~তা মুং~~ যিরু
يَتِيْمًا فَاٰوٰى	كُنْتُ تُرٰبًا
ইয়াতী-মাং~~ ফাআ-ওয়া-	কুং~~ তু তুর-বান্
رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ	مَنْ دَخَلَهٗ
রসূ-লিং~~ কারী-মিন্	মাং~~দাখলাহু-
كِتٰبٌ فِيْهِ	نَارًا ذَاتَ
কিতা-বুং~~ ফী-হি	না-রং~~যা-তা

প্রথম বার গুন্নাহর রিভিশন এখানে শেষ হল

আল্লাহ মানুষকে এক ফোটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন

অর্থ ঃ ৪. তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। (১৬ সূরা আন্ নাহল ঃ আয়াত ৪)

আল্লাহ শব্দের প্রাকটিস

জবর দিয়ে	سَمِعَ اللّٰهُ	قَالَ اللّٰهُ	اِنَّ اللّٰهَ
	সামি'আল্ল-হু	ক্ব-লাল্ল-হু	ইন্‌~নাল্ল-হা

পেশ দিয়ে	خَلْقُ اللّٰهِ	يُرِيْدُ اللّٰهُ	حُدُوْدُ اللّٰهِ
	খল্‌কুল্ল-হি	ইয়ুরী-দুল্ল-হু	হুদূ-দুল্ল-হি

জের দিয়ে	اَمْرِ اللّٰهِ	دِيْنِ اللّٰهِ	بَلِ اللّٰهُ
	আমরিল্লা-হি	দ্বী-নিল্লা-হি	বালিল্লা-হু

দ্বিতীয় বার আল্লাহ শব্দ পড়ার নিয়মের রিভিশন এখানে শেষ হলো।

আলিফে জায়েদা বা রসমে খতের উদাহরণ

اَنْ تَبُوْٓءَاْ	لَاْاِلَى اللّٰهِ	اَفَائِنْ مَّاتَ
আং~~তাবূ- - - -আ	লাইলাল্ল-হি	আফাইম্‌~মা-তা

যে আলিফে ০/× চিহ্ন থাকবে সেই আলিফ উচ্চারণ হবে না, ১ আলিফ মাদ হিসাবে ও উচ্চারণ হবে না।

ত্বলিবে ইল্‌ম (ইলমের ছাত্র)–এর সম্মানার্থে ফেরেস্তাগণ নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়– আল-হাদীস

পরীক্ষা-১৬

শূন্যস্থান পূরণ করি

১	مِنْ رَبِّكَ	اَنْ لَّا اِلٰهَ	وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

১	اَنْعَمْتَ	مِنْ خَوْفٍ	عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

كِتَابٌ حَكِيْمٌ	عَذَابٌ غَلِيْظٌ

২	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	نَا رًاذَاتَ	اُنْزِلَ

اِنَّ اللّٰهَ	قَالَ اللّٰهُ	سَمِعَ اللّٰهُ	জবর দিয়ে

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯

১৭তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (৪৭ সূরা মুহাম্মদ ঃ ২৪) অর্থ ঃ করুণাময় আল্লাহ। শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (৫৫ সূরা আর রহমান ঃ ১-৪)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শরীফ শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)	

দ্বিতীয় বার গুন্নাহর রিভিশন শুরু হলো

গুন্নাহ মানে সাধারণভাবে গুণ গুণ করে পড়া। গুন্নাহ ৩ প্রকার–
(১) ওয়াজিব গুন্নাহ। (২) মীম সাকিন গুন্নাহ। (৩) নূন সাকিন বা তানবীন গুন্নাহ।

ওয়াজিব গুন্নাহ	هُمَّ	اَنَّ
নূনে এবং মীমে তাশদীদ থাকলে গুন্নাহ (~) করে পড়তে হবে। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে।	হুম্ ~ মা	আন্ ~ না
	هُنَّ	ثُمَّ
	হুন্ ~ না	ছুম্ ~ মা

মীম সাকিন গুন্নাহ

মীম সাকিনের বামে ب (বা) থাকলে অথবা (م) মীম থাকলে গুন্নাহ করে পড়তে হবে। এখানে মীম (م) সাকিনের পর (ب) বা আছে।	رَبَّهُمْ بِهِمْ
	রব্বাহুম ~ বিহিম্
	গুন্নাহ হবে

মীম সাকিন গুন্নাহ

মীম সাকিন পড়ার নিয়ম তিনটি। যথা– (১) মীম সাকিনের বামে ب অথবা م না থাকলে গুন্নাহ হবে না। (২) মীম সাকিনের বামে ب থাকলে গুন্নাহর সাথে পড়তে হয়। (৩) মীম সাকিনের বামে م আসলে, গুন্নাহর সাথে সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হয়।

মীম সাকিনের পর ب অথবা م নাই। গুন্নাহ হবে না

لَمْ يَلْبَسُوْا	لَكُمْ دِيْنُكُمْ	هُمْ فِيْهَا
লাম ইয়ালবাসু-	লাকুম দি-নুকুম	হুম্‌ফি-হা-

لَهُمْ اَجْرٌ	اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ
লাহুম আজরুন	আম লামতুং~~ যিরহুম

মীম সাকিনের পর ب আছে। গুন্নাহ হবে

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ	اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ
তারমি-হিম্‌~বিহিজা-রতিন	ইন্‌~না রব্বহুম~বিহিম

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ	وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ
ফাবাশশিরহুম্‌~বি’আযা-বিন্‌	ওয়ামা-হুম্‌~বিমু’মিনি-না

মীম সাকিনের পর م আছে। গুন্নাহ হবে

اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ
ইলাইকুম্~মুরসালু-না	লাহুম্~মা-ইয়া শা- - - -উ-না
فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ	فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ
ফি-কুলু-বিহিম্~মারদু	ফাহুম্~মু'রিদু-না

☼	بً	بٍ	بٌ	তানবীন
তানবীন হল, দুই জবর, দুই জের অথবা দুই পেশ				

নূন সাকিন	نْ
নূন সাকিন হল, জযম ওয়ালা নূন	

নূন সাকিন বা তানবীন গুন্নাহ পড়ার নিয়ম ৫টি (রিভিশন)

টাইপ	সংখ্যা	হরফ	নুন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ
টাইপ–এ	১টি	ইকলাব	ب
টাইপ–বি	৪টি	ইদগামে বা-গুন্নাহ	ي ، م ، و ، ن
টাইপ–সি	২টি	ইদগামে বেলা-গুন্নাহ	ر ، ل
টাইপ–ডি	৬টি	ইজহার	ء ، ه ، ع ، ح ، غ ، خ
টাইপ–ই	১৫টি	ইখফা	ت ، ث ، ج ، د ، ذ ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ف ، ق ، ك ، –

☼ উদাহরণ হিসাবে বা (ب) দিয়ে দেখানো হল, যে কোন হরফে তানবীন হতে পারে

এক নজরে গুন্নাহ এর টেবিল
✵ নূন সাকিন অথবা তানবীন
✵ নোটের সাথে টেবিল মিলিয়ে দেখি
বা
গুন্নাহ হবে
মীম দ্বারা পরিবর্তন গুন্নাহ হবে
গুন্নাহ হবে না
গুন্নাহ হবে
নাকের গুন্নাহ হবে
গুন্নাহ হবে
গুন্নাহ হবে
বা-ও মীম ছাড়া অন্য হরফ
গুন্নাহ হবে না
নোট ঃ ১. ইকলাব, ২. ইদগামে বা-গুন্নাহ ৩. ইদগামে বেলা গুন্নাহ, ৪. ইজহার, ৫. ইখফা, ৬. মীম সাকিন গুন্নাহ ৭. ওয়াজিব গুন্নাহ

ইক্বলাব

নূনসাকিন বা তানবীনের বামে ب আসলে, নূনসাকিন বা তানবীনকে م দ্বারা বদল করে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে ইক্বলাব বলে।

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۞	مِن بَخِلَ
লানাস ফা আম~ বিন্~না-ছিয়াহ	মাম~ বাখিলা
كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۞	مِن بَيْنِ الصُّلْبِ
কির-মিম~ বাররহ	মিম~ বাই নিছ ছুলবি
مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ	مِن بَعْدِ
মুতহহারতিম~ বিআইদি- সাফারতিন	মিম~ বা'দি
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞	بِذَنْبِهِمْ
খবি-রুম~ বিমা- তা'মালু-ন	বিযাম~ বিহিম
كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ	سَمِيعٌ بَصِيرٌ
কাল্লা- লাউম~ বাযান~না	সামি-য়ুম~ বাছি-রুন
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ	
'আলি-মুম~ বিযা-তিছ ছুদু-রি	

ইদগম বাগুন্নাহ

নূনসাকিন বা তানবীনের বামে [و | ن | م | ى] এই চার হরফের কোন হরফ আসলে, [তাশদীদ দিয়ে] গুন্নাহ করে পড়তে হবে। একে ইদগমে বা-গুন্নাহ বলে।

ى এর ইদগম

مِنْ يَّوْمٍ	مَنْ يَّعْمَلْ	اَنْ يُّؤْتٰى
মি~ইয়াও মিন	মাই~ইয়া'মাল	আই ~ ইউ'তা-

اَنْ يَّشَآءَ	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ	مَنْ يَّقُوْلُ
আই~ইয়াশা- - - -আ	ওয়াজু-হুই ~ ইয়াওমাইযিন	মাই ~ ইয়াকু-লু

و এর ইদগম

اِنْ وَّهَبَتْ	رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ	اِلٰهًا وَّاحِدًا
ইউ~ ওয়াহাবাত	রহি-মুউ~ ওয়াদু-দুন	ইলা-হাও ~ ওয়া-হিদান

مَنْ وَّعَدَ	جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ	مِنْ وَّرَآئِهِمْ
মাউ~উ'ইদা	জান্~না- তিউ~ওয়া 'উইউ-নিন	মিউ ~ ওয়ার- - - -ইহিম

م এর ইদগম

صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا	رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ
ছির-তম~মুস তাকী-মান	রসূ-লুম ~ মিনাল্ল-হি

مِنْ مِّثْلِهٖ	خَيْرٌ مِّنْ	عَنْ مَّنْ
মিম~মিছলিহি-	খইরুম ~ মিন	'আম্~ মান

ن এর ইদগম

مِنْ نِّعْمَةٍ	نُوْرًا نَّهْدِىْ	مِنْ نَّبِيٍّ
মিন~নি'মাতিন	নু-রন্~ নাহদি-	মিন্~ নাবিইন্
مِنْ نّٰصِرِيْنَ	فَمَنْ نَّكَثَ	لِمَنْ نُّرِيْدُ
মিন~নাছিরি-না	ফামান্~ নাকাছা	লিমান্~ নুরি-দু

পরীক্ষা-১৭

শূন্যস্থান পূরণ করি

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ	تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ
اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ
مِنْ بَعْدِ	مُطَهَّرَةٍ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ

مِنْ وَّرَآئِهِمْ	جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ	مَنْ وَّعَدَ

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ	صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭

১৮তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২) অর্থ ঃ বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হিদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মু'মিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কুরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দুরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়। (৪১ সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪৪)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ হইতে বর্ণিত করিয়াছেন যে, যখন কোন জামাত আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হইয়া কুরআন পাকের তেলাওয়াত ও দাওর করে তখন তাহাদের উপর ছাকীনা নাজিল হয়, আল্লাহর রহমত তাহাদেরকে ঢাকিয়া লয়, রহমতের ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে বেষ্টন করিয়া লয় এবং আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মজলিসে তাহাদের আলোচনা করেন। (মুসলিম, আবু দাউদ)	

ইদগম

নূনসাকিন বা তানবীনের বামে | ل | ر | এ দুই হরফের কোন হরফ আসলে গুন্নাহ হবে না। একে ইদগম বিলা-গুন্নাহ বলে।

ر এর ইদগম

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ	مِنْ رَّبِّكَ
মুহাম~মাদুর রসূ-লুল্ল-হি	মির রব্বিকা

رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ	عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ
রউ-ফুররহী-মুন্	'ই-শাতিরর-দিয়াতিন্

ل এর ইদগম

يَكُنْ لَّهٗ	كُلُّ لَّهٗ	مِنْ لَّدُنْهُ
ইয়াকুল্লাহু-	কুল্লুল্লাহু-	মিল্লাদুনহু
مِنْ لَّبَنٍ	اُفٍّ لَّكُمْ	رِزْقًا لَّكُمْ
মিললাবানিন	উফ্ফিললাকুম	রিঝকল্লাকুম

ইজহারের উদাহরণ (ء ه ع ح غ خ) [গুন্নাহ হবে না]

وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ	১
ওয়ালা- ইয়া’ বা কা-তিবুন আই~ইয়াকতুবা	
اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى	২
ইযা- তাদা-ইয়াং~~তুম~বিদাই নিন্ ইলা- - -	
فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا	৩
ফাইন্ আমিনা বা’দুকুম~বা’দান	
تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ	৪
তাহিইয়া-তাম~মিন ’ইং~~দিল্লা-হি	

ইজহারের প্র্যাকটিস – ১

لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ	৫
লা-তাদ খুলু- বুইয়ু-তান্ গইর	
اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ	৬
আব না- - - -ইকুমুল লাযি-না মিন্ আছ লা-বিকুম	
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ	৭
মান্'আমিলা ছ-লিহাম~ মিং~~ যাকারিন্	
لَايَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى	৮
লা-ইয়াজিদু-নানিকা- হাঁন্ হাঁততা-	
مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ	৯
মিন্‌গিল লিন্ ইখ ওয়া- নান 'আলা-সুরুরিন্	
وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ	১০
ওয়া আশফাক্বনা মিন্‌হা- ওয়া হামালাহাল ইং~~ সা-নু	

ইজহারের প্র্যাকটিস – ২

إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ	১১
ইলাল্ল-হি জামি- 'আন্ আইইয়ুহা	
وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ	১২
ওয়ান হা 'আনিল মুং~~ কারি	
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ	১৩
ইললা-মা-যহার মিন্হা-ওয়া	
إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ	১৪
ইন্~ নাল্ল-হা 'আলি-মুন হাকী-মুন	
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ	১৫
ওয়ালাকুম 'আযা-বুন 'আযি-মুন	
أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ	১৬
উলা- - - -ইকা কাল আন্ 'আ-মিবাল হুম্	

ইখফার হরফ

ইখফার হরফ ১৫টি যথা– ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك নূনসাকিন বা তানবীনের বামে এই ১৫ হরফের কোন হরফ আসলে, নাকের ভিতর লুকিয়ে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে ইখফা বলে।

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ	اَنْتَ مُنْذِرُ
কির-মাং~~ কা-তিবী-না	আং~~ তা মুং~~ যিরু
يَتِيْمًا فَاٰوٰى	كُنْتُ تُرَابًا
ইয়াতি-মাং~~ ফাআ-ওয়া-	কুং~~ তু তুর-বান্

مِنْ شَيْءٍ	اُنْثٰى	مَنْ دَخَلَهٗ
মিং~~ শাইইন্	উং~~ ছা-	মাং~~ দাখলাহু-

فَلَنْ تَجِدَ	نَارًا ذَاتَ
ফালাং~~ তাজিদা	না-রং~~ যা-তা

عَنْ ضَيْفِ	مَنْ طَغٰى	يَوْمَ يُنْفَخُ
'আং~~ দইফি	মাং~~ তগ-	ইয়াও মাইউং~~ ফাখু
يَنْظُرُوْنَ	اَنْزَلْنَا	مَنْ ثَقُلَتْ
'ইয়াং~~ যুরু-না	আং~~ যালনা-	মাং~~ ছাকুলাত

দ্বিতীয় বার গুন্নাহর রিভিশন শেষ হল

পরীক্ষা-১৮

শূন্যস্থান পূরণ করি

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ	مِنْ رَبِّكَ

২	اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى
১১	اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ
১৪	اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

كُنْتُ تُرَابًا	يَتِيْمًا فَاٰوٰى
نَارًا ذَاتَ	فَلَنْ تَجِدَ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ১৮৬, ১৯০, ১৯২, ১৯৭

১৯তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: শবে কদর

অর্থ ঃ আমি কুরআনকে নাযিল করেছি শবে-কদরে। শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৯৭ সূরা কদর ঃ ১-৪)

অর্থ ঃ মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। (৪৯ সূরা হুজরাত ঃ ১০)

হাদীসের বাণী	বিষয়: কলেমা

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে দোজখ হইতে বাহির করা হইবে, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়াছে এবং তাহার অন্তরে যবের দানার ওজন পরিমাণও ঈমান থাকিবে। অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়াছে এবং যাহার অন্তরে গমের দানার পরিমাণও ঈমান থাকিবে। অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়াছে এবং যাহার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান নিহিত থাকিবে। (বুখারী)

৪-ক) এ ৬টি অক্ষরের ডানে অন্যান্য (২২টি) অক্ষর যুক্ত হয়, কিন্তু বামে যুক্ত হয় না। যেমন– | ا | د | ذ | ر | ز | و |

ذ = بذب	د = بدب	ا = باب
বাযাল-বা	বাদাল-বা	বাআলিফ-বা
و = بوب	ز = بزب	ر = برب
বাওয়াও-বা	বাঝা-বা	বার-বা

৪-খ) ডানে বামে কোন দিকেই যুক্ত হয় না ১টি অক্ষর ء।

যেমন– | ب ء ب | বা-হামযা-বা |

৪-গ) ডানে ও বামে দুই দিকেই যুক্ত হয় ২২টি অক্ষর।

আসলে আরবী ভাষার সব অক্ষর, বাংলা ভাষার অক্ষর দিয়ে, শতভাগ শুদ্ধ উচ্চারণ লিখা ও পড়া সম্ভব নয়। যেমন ঃ ح এবং ه এর উচ্চারণের পার্থক্য বাংলায় লিখে বুঝানো সম্ভব নয়। তবে ধারণা নেয়া যায় অক্ষরটির নাম কি। সুতরাং জটিল অক্ষর উচ্চারণে একজন আলেম সাহেবের (ক্বারী/ হাফেজ / মাওলানা) সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন।

উচ্চারণে জটিল অক্ষর

ع ≠ ء	ط ≠ ت	ظ ≠ ذ	ح ≠ ه
'আইন≠হামযা	"ত" ≠ তা	"য" ≠ যাল	হাঁ ≠ হা
ث ≠ س	ص ≠ س	ز ≠ ج	ز ≠ ذ
ছা≠সীন	ছ-দ ≠ সীন	ঝা ≠ জীম	যাল ≠ ঝা
		ض ≠ د	ق ≠ ك
		দ্ব-দ ≠ দাল	ক্বফ ≠ কাফ

লক্ষণীয় ঃ যে কোন স্থানে থামলে সাকিন দিয়ে থামতে হয়। থামার কারণে সাকিন হলে (ক্বলক্বলার অক্ষর থাকলে) ক্বলক্বলাহ করতে হয়। অর্থাৎ সামান্য ধাক্কা-দিয়ে পড়তে হয়।

حَطَبُ ⊛	خَلَقَ ⊛	قَصَطٍ ⊛	كَسَبَ ⊛	১
হাত"ব"	খলা"ক্ব"	ক্বছ"ত"	কাসা"ব"	
لَهَبٍ ⊛	مَسَدٍ ⊛	صَمَدُ ⊛	اَحَدٌ ⊛	২
লাহা"ব"	মাসা"দ"	ছমা"দ"	আহা"দ"	

তুলনা করে সঠিক উচ্চারণে পড়তে হবে

লক্ষণীয় ঃ খালি আলিফের (ا) ডানে (َ) হলে ১ আলিফ মাদ হয়।

جَاعَ	جَاءَ	يَعْمُرُ	يَأْمُرُ	عَلِيْمٌ	اَلِيْمٌ	ا≠ع
জা-'আ	জা-আ	ইয়া'মুরু	ইয়া'মুরু	'আলি-মুন	আলি-মুন	উচ্চারণ

قَنَطَ	قَنَتَ	طَلَاقٍ	تَلَاقٍ	طَابَ	تَابَ	ت≠ط
ক্বনাত	ক্বনাতা	তলা-ক্বিন	তালা-ক্বিন	ত-বা	তা-বা	উচ্চারণ

سُوْرَةً	ثُوْرَةً	سَانِيَةً	ثَانِيَةً	كَسَبَ	كَثَبَ	ث≠س
সু-রতান	ছু-রতান	সা-নিইয়াতান	ছা-নিইয়াতান	কাসাবা	কাছাবা	উচ্চারণ

حَرِيْرَ	هَرِيْرَ	يَحْبِطُ	يَهْبِطُ	اَحْلاً	اَهْلاً	ه≠ح
হাঁরি-র	হারি-র	ইয়াহঁবিতু	ইয়াহবিতু	আহঁলা-	আহলা-	উচ্চারণ

بَعْضَ	بَعْدَ	نَضَتْ	نَدَتْ	ضَارَ	دَارَ	د≠ض
বা'দ্ব	বা'দা	নাদ্বত্	নাদাত	দ্বা-র	দা-র	উচ্চারণ

ظَلَّ	ذَلَّ	نَظَرَ	نَذَرَ	شَظَّ	شَذَّ	ذ/ظ
যল্লা	যাল্লা	নাযর	নাযার	শায্য	শায্যা	উচ্চারণ
شَالَ	سَالَ	شَطَرَ	سَطَرَ	شَدَّ	سَدَّ	س/ش
শা-লা	সা-লা	শাতর	সাতর	শাদ্দা	সাদ্দা	উচ্চারণ
صُوْرٍ	سُوْرٍ	صَبَّحَ	سَبَّحَ	حَرَصَ	حَرَسَ	س/ص
ছু-রিন	সু-রিন	ছব্বাহাঁ	সাব্বাহাঁ	হাঁরছ	হারসা	উচ্চারণ
ظَنِيْنٍ	ضَنِيْنٍ	نَاظِرَةٌ	نَاضِرَةٌ	ظَنَّ	ضَنَّ	ض/ظ
যনি-নিন	দ্বনি-নিন্	না-যরতুন	না-দিরতুন	যন্~না	দন্~না	উচ্চারণ
حَقَّ	حَكَّ	اَقْبَرَ	اَكْبَرَ	قَدَرَ	كَدَرَ	ك/ق
হাক্বক্ব	হাক্কা	আক্ববার	আকবার	ক্বদার	কাদার	উচ্চারণ
ظُهُوْرٌ	زُهُوْرٌ	حَافِظٌ	حَافِزٌ	ظَلَّ	زَلَّ	ز/ظ
যুহু-রুন	ঝুহু-রুন	হাঁ-ফিযুন	হাঁ-ফিঝুন্	যল্লা	ঝাল্লা	উচ্চারণ

তৃতীয় বার গুন্নাহর রিভিশন শুরু হলো

গুন্নাহ মানে সাধারণভাবে গুণ গুণ করে পড়া। গুন্নাহ ৩ প্রকার–
(১) ওয়াজিব গুন্নাহ। (২) মীম সাকিন গুন্নাহ। (৩) নূন সাকিন বা তানবীন গুন্নাহ।

ওয়াজিব গুন্নাহ	هُمَّ	اَنَّ
নূনে এবং মীমে তাশদীদ থাকলে গুন্নাহ (~) করে পড়তে হবে। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে।	হুম্ ~মা	আন্ ~না
	هُنَّ	ثُمَّ
	হুন্ ~না	ছুম্ ~মা

মীম সাকিন গুন্নাহ

মীম সাকিনের বামে ب (বা) থাকলে অথবা (م) মীম থাকলে গুন্নাহ করে পড়তে হবে। এখানে মীম (م) সাকিনের পর (ب) বা আছে।	رَبَّهُمْ بِهِمْ
	রব্বাহুম ~বিহিম্
	গুন্নাহ হবে

নূন সাকিন বা তানবীন গুন্নাহ পাঁচ প্রকার– [এ, বি, সি, ডি ও ই টাইপ]
এ টাইপ- ইকলাব-হরফ-১ ঃ ب (বা) মীম দ্বারা পরিবর্তন করে [গুন্নাহ হবে]

مِنْ بَعْدِ	لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ	مَنْ بَخِلَ
মিম~বা'দি	লানাস্ফা'আম~বিন্~না-ছিইয়াতি	মাম্~বাখিলা

رَجْعٌ بَعِيدٌ	كِرَامٍ بَرَرَةٍ	مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ
রজউম~বা'য়ি-দুন	কিরমিম~ বাররতিন্	মিম~বাইনিছ ছুলবি

পরীক্ষা-১৯

শূন্যস্থান পূরণ করি

১	كَسَبَ ۞	قَصَطٍ ۞	خَلَقَ ۞	حَطَبُ ۞
২	اَحَدٌ ۞	صَمَدُ ۞	مَسَدٍ ۞	لَهَبٍ ۞

ت≠ط	تَابَ	طَابَ	تَلَاقٍ	طَلَاقٍ	قَنَتَ	قَنَطَ
د≠ض	دَارَ	ضَارَ	نَدَتْ	نَضَتْ	بَعْدَ	بَعْضَ
س/ش	سَدَّ	شَدَّ	سَطَرَ	شَطَرَ	سَالَ	شَالَ
ك/ق	كَدَرَ	قَدَرَ	اَكْبَرَ	اَقْبَرَ	حَكَّ	حَقَّ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮

২০তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে। এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯-১০)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: আল্লাহর আরশ
অর্থ ঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তিনটি জিনিস কিয়ামতের দিন আরশের নীচে থাকিবে। প্রথমঃ কালামে পাক। উহা সেইদিন বান্দার ব্যাপারে (আল্লাহর সাথে) ঝগড়া করিবে এই কুরআনের জাহের ও বাতেন দুইটি দিক রহিয়াছে। দ্বিতীয় ঃ আমানত। তৃতীয় ঃ আত্মীয়তা। ইহা সেই দিন উচ্চ আওয়াজে বলিতে থাকিবে, যে ব্যক্তি আমাকে রক্ষা করিয়াছে আল্লাহ তা'য়ালা তাহাকে আপন রহমতের সহিত মিলাইয়া দিন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমত হইতে পৃথক করিয়া দিন। (শরহুস-সুন্নাহ)	

বি টাইপ ঃ ইদগামে বা-গুন্নাহ/হরফ ৪টি ঃ ي | ا | و | ن **[গুন্নাহ হবে]**

مِنْ نِّعْمَةٍ	مِنْ وَّرَى	مِنْ مَّسَدٍ	مَنْ يَّفْجُرُكَ
মিন~নি'মাতিন	মিও~ওয়ার-	মিম্~মাসাদিন্	মাই~ইয়াফজুরুকা

مَالًا وَّ	خَيْرٌ مِّنْ	مُحَمَّدٍ وَّ	مَقَامًا مَّحْمُودًا
মা-লাও~ওয়া	খইরুম~মিন্	মুহাম্~মাদিও~ওয়া	মাক্ব-মাম্~মাহমূ-দান

সি টাইপঃ ইদগামে বেলা-গুন্নাহঃ র (ر) থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে না]

مِنْ رَّبِّكَ	مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
মির্ রব্বিকা	মুহাম্~মাদুর্ রসূ-লু ল্ল-হি

عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ	غَفُوْرًا رَّحِيْمًا
’ইশাতির র-দ্বিইয়াতিন্	গফূ-রর্ রহী-মান্

ইদগামে বেলা-গুন্নাহ –লাম (ل) থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে না]

يَكُنْ لَّهٗ	كُلٌّ لَّهٗ	مِنْ لَّدُنْهُ
ইয়াকুল্ লাহু-	কুল্ লুল্লাহু-	মিল্লাদুন্হু
مِنْ لَّبَنٍ	اُفٍّ لَّكُمْ	رِزْقًا لَّكُمْ
মিল্লাবানিন্	উফ্ফিল লাকুম	রিয্ক্বল্লাকুম

ডি টাইপ ঃ ইজহার/হরফ ৬টি ঃ

خ	غ	ح	ع	ه	ء

[গুন্নাহ হবে না]

لِمَنْ حَمِدَهٗ	اَنْعَمْتَ	عَنْهُ	مَنْ اَحْيَيْتَهٗ
লিমান্ হাঁমিদাহু-	আন্’আমতা	’আন্হু	মান্ আহ্ইয়াইতাহু-

غَاسِقٍ اِذَا	مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ	مِنْ خَوْفٍ	مِنْ غَيْرِ
গ-সিক্বিন্ ইযা-	মুহাঁম্~মাদান্ ’আবদুহু-	মিন্ খওফি	মিন্ গইরি

يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا	مِنْهُ خِطَابًا	طَيْرًا اَبَابِيْلَ
ইয়াওমাইযিন্ ‘আলাইহা-	মিনহু খিত্ব-বান	ত্বইরন্ আবা-বী-লা

ই টাইপ ঃ

ইখফা অর্থ নাকের ভিতর লুকিয়ে পড়া। ইখফার হরফ ১৫টি। নিচের টেবিলে ই টাইপ ইখফার ১৫টি হরফ কিছুটা ভিন্ন ভুল উচ্চারণে দেয়া হল, শুধুমাত্র সুর করে ১৫টি হরফ মুখস্ত করার জন্য। (ডান থেকে শুরু) [★ নীচের উদাহরণ]

ش	س★	ز★	ذ★	د★	ج	ث★	ت★
॥ শীন	সীনো	ঝা	যালো	॥ দালো	জীমো	ছাও	তাও
	ك	ق★	ف★	ظ★	ط★	ض	ص
★	॥ কাফ	ক্বফো	ফাও	জয়ো	তয়ো	দ্বোয়াদো	ছোয়াদো

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ	فَلَنْ تَجِدَ
ফাআম্~মা- মাং~~ছাক্বুলাত্	ফালাং~~তাজিদা
يَنْظُرُوْنَ	مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
ইয়াং~~জুরু-না	মা- আং~~ ঝা-লা ল্ল-হু
نَا رًا ذَاتَ	مَنْ دَخَلَهٗ
না-রং~~যা-তা	মাং~~দাখলাহু-

তৃতীয় বার গুন্নাহ রিভিশন শেষ হলো।

★ ভুল উচ্চারণ

পরীক্ষা-২০

শূন্যস্থান পূরণ করি

مَقَامًا مَّحْمُودًا	مُحَمَّدٍ وَّ	خَيْرٌ مِّنْ	مَالًا وَّ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا	عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ

رِزْقًا لَّكُمْ	أُفٍّ لَّكُمْ	مِنْ لَّبَنٍ

فَلَنْ تَجِدَ	فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ

مَنْ دَخَلَهٗ	نَارًا ذَاتَ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ২০১, ২০২, ২০৩

২১তম ঘন্টা

বিস্মিল্লাহির রহ্মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। (১৬ সূরা নহল ঃ ৯৮) অর্থ ঃ নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই মহা স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি। (১৫ সূরা হিজর ঃ ৮৬-৮৭)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও উপর হাছাদ (অর্থাৎ হিংসা) করা জায়েয নাই। এক, ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের তওফীক দিয়াছেন এবং সে দিন রাত উহাতে মশগুল থাকে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা প্রচুর ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন এবং সে দিন-রাত্র উহা হইতে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিতে থাকে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ)	

আল-কুরআন পড়তে আয়াতের শেষে থামার নিয়ম প্রধানত ৪টি

(১) প্রথম নিয়ম ঃ আয়াতের শেষ হরফে (গোল (ۃٌ) “তা” ছাড়া) জবর, জের, পেশ, দুই জের, দুই পেশ, খাড়া জের ও জযম থাকলে তাকে মনে মনে জযম মনে করে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে তিন আলিফ মাদ (মাদ্দে আরজি) ও এক আলিফ (মাদ্দে লীন) মাদ হয়।

(২) দ্বিতীয় নিয়ম ঃ আয়াতের শেষ হরফে (গোল (ۃٌ) “তা” ছাড়া) দুই জবর থাকলে ১ আলিফ বাদ দিয়ে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে এক আলিফ মাদও হয়। একে মাদ্দে এওয়াজ বলে।

আয়াতের শেষ হরফে বলতে আয়াতের শেষ হরকতওয়ালা হরফকে বুঝায়।

(৩) তৃতীয় নিয়ম ঃ আয়াতের শেষ হরফে (গোল (ۃٌ) “তা” ছাড়া) খাড়া জবর ও মাদের হরফ (بَا، بِیْ، بُوْ) থাকলে ১ আলিফ মাদ হবে।

(৪) চতুর্থ নিয়ম ঃ আয়াতের শেষ হরফে গোল (ةٌ) "তা" থাকলে (তাতে জবর, জের, পেশ বা তানবীন যাই হোক) মনে মনে জযমওয়ালা হা (ـهْ) মনে করে পড়তে হবে।

২টি ব্যতিক্রম নিয়ম ঃ

(১) আয়াতের শেষ হরফে খালি و ও ডানে পেশ থাকলে থামার সময় ১ আলিফ মাদ হয়।

(২) আয়াতের শেষ হরফে খালি ى ও ডানে জবর অথবা জের থাকলে থামার সময় ১ আলিফ মাদ হবে।

আল্লাহ মউত ও হায়াত সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য

অর্থ ঃ ১. পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। (৬৭ সূরা আল মুলক ঃ আয়াত ১-২)

পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নয়

অর্থ ঃ ১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৮৫)

আয়াতের শেষে ওয়াকফ করা বা থামার নিয়ম ৪টি
গোল ة “তা” ছাড়া
আয়াতের শেষে জবর, জের, পেশ, দুই জের, দুই পেশ ও সাকিন থাকলে।
শেষ হরফে সাকিন মনে করে পড়তে হবে।
সাকিন হবে ও ৩ আলিফ মাদ হবে। একে মাদ্দে আরজি বলে।
সাকিন হবে ও ১ আলিফ মাদ হবে। একে, মাদ্দে লীন বলে।
শুধু সাকিন হবে
গোল ة “তা” ছাড়া
আয়াতের শেষে হরকতওয়ালা হরফে দুই জবর থাকলে।
১ জবর বাদ দিয়ে ১আলিফ মাদ পড়তে হবে।
১ আলিফ মাদ হবে একে মাদ্দে এওয়াজ বলে
গোল ة “তা” ছাড়া
আয়াতের শেষে হরফে খাড়া জবর বা মাদের হরফ (بَا، بِيْ، بُوْ)থাকলে
এক আলিফ মাদ হবে।
খাড়া জবরকে মাদ্দে বদল ও বাকীদেরকে মাদ্দে লীন বলে।
গোল ة “তা”থাকলে
তাতে জের, জবর, পেশ তানবীন যাই হোক, মনে মনে “হা” ه সাকিন মনে করে পড়তে হবে।
এটি একটি ব্যতিক্রম
সাকিন ও জযম একই জিনিস
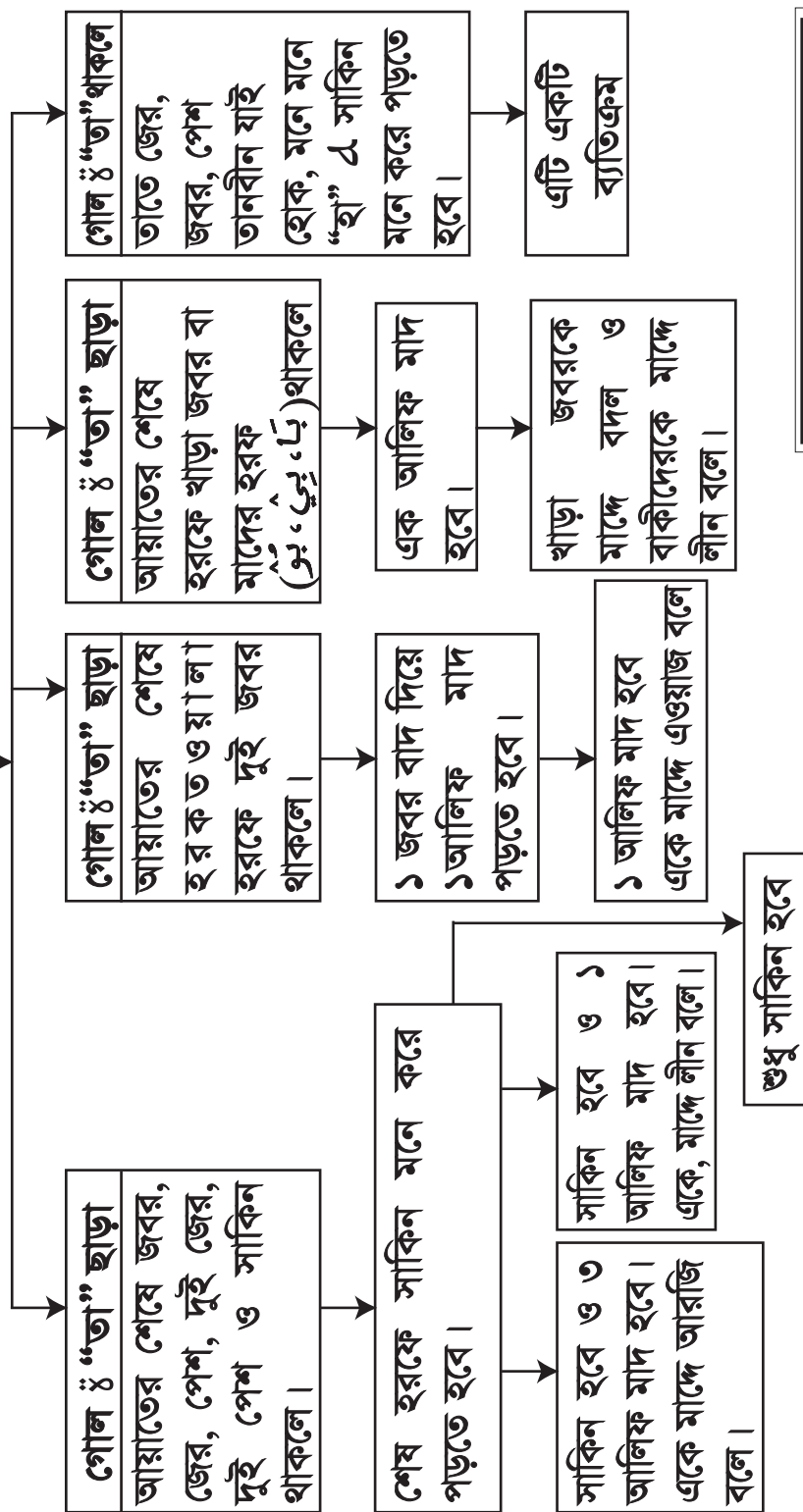
আল-কুরআন পড়তে আয়াতের শেষে থামার নিয়ম প্রধানত ৪টি

(১) প্রথম নিয়ম ঃ আয়াতের শেষ হরফে (গোল “তা” ةٌ ছাড়া) জবর, জের, পেশ, দুই জের, দুই পেশ, খাড়া জের, উল্টা পেশ ও জযম থাকলে তাকে মনে মনে জযম মনে করে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে তিন আলিফ মাদ ও হয়। একে মাদ্দে আরজি বলে। আবার এক আলিফ মাদও হয়। যা মাদ্দে লীন নামে পরিচিত।

প্রথম নিয়মের উদাহরণ

	إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑤
নুং~~ জিল মু'মিনি- - -ন	ইন্~ নাহু-'আলি-মুম~ বিযা-তিছ্ ছুদু- - -র
	نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ②
ওয়া হুওয়াল গফু-রুর রহী- - -ম	নাযি-রুউ~ ওয়াবাশি- - - র
	كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ⑥
ওয়া মাত্তা'না-হুম ইলা- হী- - - ন	কুল্লুং~~ ফি-কিতা-বিম~ মুবি - - -ন

প্রথম নিয়মের প্র্যাকটিস – ১
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ১০৫
মিনাল মুশরি কী- - -ন
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ১০৪
মিনাল মু'মিনী- - -ন
اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ১০৮
আনা 'আলাইকুম্ ~ বিওয়াকি- - -ল
مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ১০১
মিনায্ য-লি মি- - - ন
لَا يَعْقِلُوْنَ ১০০ ★
লা- ইয়া'কিলু- - -ন
قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ১০১
ক্বওমিল্লা- ইয়ু'মিনু- - -ন
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ৪
ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লিশাইইং~~ ক্বদী- - -র
يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ৯৯
ইয়া কু-নু-মু'মিনি- - -ন
اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ১০
ইন্~নাহু- লাফারিহুং~~ ফাখু- - -র
عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ৩
'আযা-বা ইয়াওমিং~~ কাবী- - -র
اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ৭
ইল্লা-সিহ রুম্~ মুবী- - -ন
بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ৮
বিহি- ইয়াসতাহযিউ- - -ন
★ মাদ্দে আরজি

প্রথম নিয়মের প্র্যাকটিস – ২

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ১	رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ৩
লি ই-লা-ফি কুরাই-শ	রব্বা হা-যাল বাই-ত

★ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ১	عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ৩
ইউকায্যিবু- বিদ্দী- - -ন	'আলা- ত'আ-মিল মিছকী- - - ন

خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ৭	قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ৫
খলাক্বকা- ফাসাউওয়া-কা ফা'আদালাক	ক্বদ্দামাত ওয়া আখখরত

★★ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ৩	★★ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ৫
রব্বা হা-যাল বাই-ত	আ-মানাহুম্~মিন খউ-ফ

وَامْرَاَتُهٗ ۝	حُدُوْدَهٗ ۝	ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ৯৮
ওয়ামর আতুহ্	হুদু-দাহ্	যা-লিকা লিমান খশিয়া রব্বাহ্

★ মাদ্দে আরজি ★★ মাদ্দে লীন

(২) দ্বিতীয় নিয়ম ঃ আয়াতের শেষ হরফে (গোল "তা" ةً ছাড়া) দুই জবর থাকলে, ১ আলিফ বাদ দিয়ে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে এক আলিফ মাদও হয়। একে মাদ্দে মাদ্দে ইওয়াজ বলে।

নোট ঃ আয়াতের শেষ হরফে বলতে আয়াতের শেষ হরকত ওয়ালা হরফকে বুঝায়।

দ্বিতীয় নিয়মের উদাহরণ

كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝ ٥	سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝ ٢
কা-না মিঝা-জুহা- কা-ফু-র-	সামি-'আম্~ বাছির-
قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝ ١٤	★ هُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۝ ٢
কুতু- ফুহা- তায্ লি-লা-	হুম্ ইয়াও মাং~~ ছাক্বী-লা-
قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ ٢	كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝ ٢٨
কুমিল লাইলা ইল্লা- ক্বলী-লা-	কুল্লা সাইইন্ 'আদাদা-
وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝ ٤	وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۝ ٢٨
ওয়ারত্তিলিল কুরআ-না তারতী-লা-	ওয়ামাহ্ হিল হুম ক্বলী-লা-
اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝ ٨	فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝ ٩
ইলাইহি তাবতি-লা-	ফাত্তাখিজহু ওয়াকী-লা-

★ মাদ্দে এওয়াজ

(৩) **তৃতীয় নিয়ম ঃ** আয়াতের শেষ হরফে (গোল "তা" ةً ছাড়া) খাড়া জবর ও মাদের হরফ (بَا، بِیْ، بُوْ) থাকলে, ১ আলিফ মাদ হবে।

তৃতীয় নিয়মের উদাহরণ

ضِيْزٰى ۝	مَا يَغْشٰى ۝	اَلْاَعْلٰى ۝	فِيْهَا ۝
দ্বি-ঝা-	মা-ইয়াগশা-	আল'আলা-	ফি-হা-

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝	وَالضُّحٰى ۝
ওয়াল্‌লাইলি ইযা- সাজা-	ওয়াদ্দুহাঁ-

وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ ۝২৯	وَيَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ ۝২৬
ওয়া ঝি-রম~মিন আহলি-	ওয়া ইয়াসসির লি- - -আম্‌রি-

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ ۝৪১	وَلَاتَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ ۝৪২
ওয়াছ তনা'তুকা লিনাফসি-	ওয়ালা তানিইয়া- ফি-যিকরি-

خَابَ مَنِ افْتَرٰى ۝৬১	وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ۝৩৯
খ-বামা নিফতার-	ওয়ালি তুছ না'আ 'আলা-'আইনি-

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا ۝২৮	بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ۝৩০
রফা'আ সামকাহা-ফা সাওওয়া-হা-	বা'দা যা-লিকা দাহাঁ-হা-

(৪) চতুর্থ নিয়ম ঃ আয়াতের শেষ হরফে গোল "তা" ةٌ থাকলে (তাতে জবর, জের, পেশ বা তানবীন যাই হোক) মনে মনে জযম ওয়ালা হা (ہ) মনে করে পড়তে হবে।

চতুর্থ নিয়মের উদাহরণ

كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾	بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ﴿١﴾
কাল্লা- - -ইন্~ নাহু-তাযকিরহ্	বিইয়াওমিল ক্বিইয়ামাহ্
فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾	اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ﴿٦﴾
ফাররত মিং~~ক্বস ওয়ারহ	আইইয়া-না ইয়াওমুল ক্বিইয়া-মাহ
حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾	وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾
হুমুরুম্~ মুস তাং~~ফিরহ	ওয়া আহলুল মাগফিরহ
فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾	هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾
ফাইযা- হুম~বিসসা-হিরহ	হিইয়া- ঝাজরতুও~ওয়া-হিদাহ
اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾	عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾
আবছ-রুহা- খ-শি'আহ	ইয-মান্~না খিরহ
يَوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ﴿٨﴾	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾
ইয়াও মাই যিউ~ওয়া- জিফাহ	তাতবা'উ হাররা-দিফাহ

২টি ব্যতিক্রম নিয়ম

(১) আয়াতের শেষ হরফে খালি و ও ডানে পেশ থাকলে থামার সময় ১ আলিফ মাদ হয়।

ফাক্ব-তিলু-	ওয়া'আমিলু-

(২) আয়াতের শেষ হরফে খালি ى ও ডানে জবর অথবা জের থাকলে থামার সময় ১ আলিফ মাদ হবে।

ওয়াইয়াতাজান্~ নাবুহাল আশক্ব-	হা-রু-না আখি-

আলিফে জায়িদাহ বা রসমে খত

যে আলিফ জবরের বামপাশে লেখা থাকে, অথচ টেনে মাদ করে পড়তে হয় না, তাকে আলিফে জায়িদাহ বলে। আল-কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় আলিফে জায়িদাহ আছে। সহজে বুঝার জন্য সেই সকল আলিফের উপর গোল চিহ্ন (اۡ) দেয়া হল।

উক্ত চিহ্নের পরিবর্তে (ا) চিহ্ন ও ব্যবহৃত হয়। আলিফে জায়িদাহকে রসমে খতও বলা হয়। যেই আলিফে (০) শূন্য বা (×) ক্রস চিহ্ন থাকবে, সেই আলিফকে নাই মনে করে উচ্চারণ করতে হবে।

পরীক্ষা-২১

শূন্যস্থান পূরণ করি

প্রথম নিয়মের উদাহরণ

نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ②	وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ১০৭
اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ১০৮	مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ১০৯
اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ১০	عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ৩
لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ১	رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ৩
خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ৭	قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ৫

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ২০৮, ২০৯, ২১০

দ্বিতীয় নিয়মের উদাহরণ

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢﴾	كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

তৃতীয় নিয়মের উদাহরণ

وَالضُّحٰى ۞	وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۞

وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ﴿٣٩﴾	خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾

চতুর্থ নিয়মের উদাহরণ

كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾	بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ﴿١﴾

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾	عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ২১১, ২১২, ২১৩

২২তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: জান্নাত
অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্যে। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (৩ আল ইমরান ঃ ১৩৩-১৩৪)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: দাওয়াত
অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা রাস্তার এক সকাল অথবা এক বিকাল (ব্যয় করা) দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যাহা কিছু রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা উত্তম। (বুখারী)	
ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যা আছে, তা সম্পূর্ণ যদি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ব্যয় করিয়া দেওয়া হয়, তবুও আল্লাহ তা'আলার রাস্তার এক সকাল বা এক বিকাল, উহার চাইতে বেশী সওয়াবের কারণ হইবে। (মেরকাত)	

আল-কুরআনের ছোট আয়াতের উচ্চারণ শেখা (অর্থসহ)

বাংলা উচ্চারণে প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াকফ্ করা বা থামা হয়েছে

সূরা ইনফিতার (আয়াত-৬)	১
يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝٦	
উচ্চারণ ঃ ইয়া- - - - আইয়ুহাল ইং~~ সা-নু মা-গর্‌রকা বিরব্বিকাল কারী- - - ম।	
অর্থ ঃ হে মানুষ, কোন জিনিস তোমাকে তোমার মহান রব থেকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে?	

সূরা আলাক্ব (আয়াত-১)	২
اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝١	
উচ্চারণ ঃ ইক্বর' বিস্‌মি রব্বিকাল লাযী-খলাক্ব্।	
অর্থ ঃ পড়ুন, আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।	

সূরা ক্বারিয়া (আয়াত-৬)

فَاَمَّا مَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِيۡنُهٗ ﴿٦﴾	৩
উচ্চারণ ঃ ফাআম্~মা- মাং~~ছাক্বুলাত্ মাওয়া-ঝী-নুহ্।	
অর্থ ঃ আমল মাপার পরে যার (ঈমানের) পাল্লা ভারী হবে।	
فَهُوَ فِيۡ عِيۡشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾	৪
উচ্চারণ ঃ ফাহুওয়া ফী-‘ই-শাতির্ র-দ্বিয়াহ্।	
অর্থ ঃ অতঃপর সে সুখী জীবন লাভ করবে।	

সূরা বাইয়্যিনাহ (আয়াত-৭)

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ الۡبَرِيَّةِ ﴿٧﴾	৫
উচ্চারণ ঃ ইন্~নাল্লাযী-না আ-মানূ- ওয়া ’আমিলুছ ছ-লিহাঁ-তি উলা- - - - ইকা হুম্ খইরুল বারিইয়াহ্।	
অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারাই সৃষ্টির সেরা।	

সূরা আদিয়াত (আয়াত-৬)

اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوۡدٌ ﴿٦﴾	৬
উচ্চারণ ঃ ইন্~ নাল্ ইং~~সা-না লিরব্বিহী- লাকানূ - - - দ্।	
অর্থ ঃ নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।	

সূরা ত্বারিক (আয়াত-৮) إِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ﴿৮﴾ **উচ্চারণ ঃ** ইন্~ নাহূ- 'আলা- রজ্ব'ইহী- লাক্ব-দির। **অর্থ ঃ** নিশ্চয়ই তিনি (মানুষকে) পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।	৭
সূরা ফাজর (আয়াত-২৬) وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿২৬﴾ **উচ্চারণ ঃ** ওয়ালা- ইউ-ছিকু ওয়া ছা-ক্বহূ- - - আহাঁদ্। **অর্থ ঃ** আর তাঁর বন্ধনের মত কেউ বাঁধতে পারবে না।	৮
সূরা যিলযাল (আয়াত-৭) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿৭﴾ **উচ্চারণ ঃ** ফামাই ~ ইয়া'মাল্ মিছক্ব-লা যাররতিন্ খই রই~ ইয়ারহ। **অর্থ ঃ** যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও নেক আমল করে থাকবে, সে তা দেখতে পাবে।	৯
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿৮﴾ **উচ্চারণ ঃ** ওয়া মাই~ ইয়া'মাল্ মিছক্ব-লা যাররতিং~~ শাররই~ইয়ারহ্। **অর্থ ঃ** এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ বদ্ আমল করে থাকবে সে ও তা দেখতে পাবে।	১০

পরীক্ষা-২২

শূন্যস্থান পূরণ করি

সূরা ইনফিতার (আয়াত-৬) يَآيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝٦	১
ইয়া- - -	

সূরা আলাক্ব (আয়াত-১) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝١	২
ইক্‌র	

সূরা ক্বারিয়া (আয়াত-৬) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦	৩
ফা-আম~	

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ২১৭, ২১৮

২৩তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: জাহান্নাম
অর্থ ঃ আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না, আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। সেখানে তারা আর্ত চীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব।	

হাদীসের বাণী	বিষয়: একরাম
অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হযরত মূসা [ইবনে ইমরান] (আঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করিলেন, হে আমার প্রভু! আপনার বান্দাগণের মধ্যে, আপনার নিকট সবচাইতে বেশী সম্মানিত কে? আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিলেন, ঐ বান্দা, যে প্রতিশোধ লইতে পারে তবু সে ক্ষমা করিয়া দেয়। (বায়হাকী)	

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١

উচ্চারণ ঃ (১) আল্‌হাঁম্‌দুলিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামী- - - ন।

অর্থ ঃ (১) সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

উচ্চারণ ঃ (২) আর্ রহঁমা-নির রহী- - - ম।

অর্থ ঃ (২) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣

উচ্চারণ ঃ (৩) মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দী- - - ন।

অর্থ ঃ (৩) তিনি কিয়ামত দিনের মালিক।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

উচ্চারণ ঃ (৪) ইয়া-কা না'বুদু ওয়াই ইয়া-কা নাস্তা'ই- - - ন।

অর্থ ঃ (৪) আমরা কেবল আপনার ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥

উচ্চারণ ঃ (৫) ইহ্দিনাছ ছির-ত্বল মুস্তাক্বী- - - ম।

অর্থ ঃ (৫) আপনি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦

উচ্চারণ ঃ (৬) ছির-ত্বল ল্লাযি-না আন'আমতা 'আলাইহিম,

অর্থ ঃ (৬) ঐসব লোকের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

উচ্চারণ ঃ (৭) গইরিল মাগদু-বি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব- - - - ললী- - - ন।

অর্থ ঃ (৭) তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١

উচ্চারণ ঃ (১) কুল্ আ'উ-যুবিরব্বিন্~ না- - - স।

مَلِكِ النَّاسِ ۝٢

উচ্চারণঃ (২) মালিকিন্~ না- - - স।

اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣

উচ্চারণঃ (৩) ইলা-হিন্~ না- - - স।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۵ الْخَنَّاسِ ۝٤

উচ্চারণঃ (৪) মিং~ ~ শার্রিল্ ওয়াসওয়া-সিল খন্~ না- - - স।

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥

উচ্চারণঃ (৫) আল্লাযী- ইয়ুওয়াসভিসু ফী-ছুদূ-রিন~ না- - - স।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

উচ্চারণঃ (৬) মিনাল জিন্~নাতি ওয়ান্~ না- - - স।

সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١

উচ্চারণ ঃ (১) কুল্ আ'উ'যুবিরব্বিল ফালাক্ব।

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢

উচ্চারণ ঃ (২) মিং~~শার্‌রিমা- খলাক্ব।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣

উচ্চারণ ঃ (৩) ওয়া মিং~~ শার্‌রি গ-সিক্বিন্ ইযা-ওয়াক্বব্।

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤

উচ্চারণ ঃ (৪) ওয়া মিং~~ শার্‌রিন~ নাফফা-ছা-তি ফীল'উক্বদ্।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

উচ্চারণ ঃ (৫) ওয়া মিং~ ~ শার্‌রি হাঁ-সিদিন্ ইযা- হাঁসাদ্।

সূরা ইখলাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾

উচ্চারণ ঃ (১) কুল হুওয়াল্ল-হু আহাঁদ।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾

উচ্চারণ ঃ (২) আল্ল-হুছ ছমাদ।

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾

উচ্চারণ ঃ (৩) লাম ইয়ালিদ্, ওয়ালাম ইয়ু-লাদ্।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

উচ্চারণ ঃ (৪) ওয়ালাম ইয়াকুল্ লাহু- কুফুওয়ান্ আহাদ্।

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١

উচ্চারণ ঃ (১) তাব্বাত্ ইয়াদা- - - আবী- লাহাবিও ~ ওয়াতাব্।

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢

উচ্চারণ ঃ (২) মা- - - আগ্না- 'আনহু মা-লুহু- ওয়ামা- কাসাব।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣

উচ্চারণ ঃ (৩) সাইয়াছ্লা- না-রং~~ যা-তা লাহাব্।

وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤

উচ্চারণ ঃ (৪) ওয়ামরআতুহু- হাঁম্~ মা-লাতাল হাঁত্বব্।

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

উচ্চারণ ঃ (৫) ফী- জী-দিহা- হাঁব্লুম~ মিম্~ মাসাদ্।

সূরা হাশর শেষ তিন আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾

উচ্চারণ ঃ (২২) হুওয়াল ল্ল-হু ল্লাযি- লা - - - ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, 'আ-লিমু-ল গইবি ওয়াশ শাহা-দাতি, হুওয়ার রহমা-নুর রহী- - - ম।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾

উচ্চারণ ঃ (২৩) হুওয়াল ল্ল-হু ল্লাযি- লা - - - ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, আলমালিকুল কুদ্দু-সুস সালা-মুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল 'আঝী-ঝুল জাব্বা-রুল মুতাকাব্বির; সুবহাঁ-না ল্ল-হি 'আম~মা- ইয়ুশরিকু - - - ন।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۗ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

উচ্চারণ ঃ (২৪) হুওয়াল ল্ল-হুল খ-লিকুল বা-রিয়ুল মুছাওভিরু লাহুল আসমা - - - -উল হুসনা-; ইয়ুসাব্বিহু লাহু- মা- ফীস সামা-ওয়া-তি ওয়াল 'আরদ্ব; ওয়াহুওয়াল 'আঝি-ঝুল হাঁকি - - - ম।

পরীক্ষা-২৩

শূন্যস্থান পূরণ করি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ①

উচ্চারণ ঃ

অর্থ ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑤

উচ্চারণ ঃ

অর্থ ঃ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

উচ্চারণঃ

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑤

উচ্চারণ ঃ

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ③

উচ্চারণ ঃ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ২২১, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২২৬

২৪তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: পিতা-মাতার হক
অর্থ ঃ তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে "উহ" শব্দটিও বলো না (অর্থাৎ বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোন কথা, বলো না) এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদেরকে সম্মানসূচক কথা বলো। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: জান্নাত
অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) হাদীসে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন যে, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামতসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চোখ দেখে নাই এবং কোন কান শুনে নাই, আর কোন মানুষের দিলে কখনও উহার চিন্তা আসে নাই। তোমরা ইচ্ছা করিলে কুরআনের এই আয়াত পড়িয়া লও– "ফালা-তা'লামু নাফসুম মা- - - উখফিইয়া লাহুম মিং~~ কুররতি 'আবুনিন। (সূরা-সাজদা ঃ ১৭)	

সূরা নাসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١

উচ্চারণ ঃ (১) ইযা-জা- - - -আ নাসরুল্লা-হি ওয়াল ফাতহু।

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢

উচ্চারণ ঃ (২) ওয়ারআইতান~ না-সা ইয়াদ্‌খুলূ-না ফী-দী-নিল্লা-হি আফ্‌ওয়া-জা-।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

উচ্চারণ ঃ (৩) ফাসাব্বিহ্ বিহাম্দি রব্বিকা ওয়াস্ তাগ্ফিরহু। ইন~নাহূ- কা-না তাও ওয়া-বা-।

সূরা কাফিরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١

উচ্চারণ ঃ (১) কুল্ ইয়া - - - আইয়ূহাল্ কা-ফিরূ - - - ন।

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢

উচ্চারণ ঃ (২) লা - - - আ'বুদু মা- তা'বুদূ - - - ন।

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣

উচ্চারণ ঃ (৩) ওয়ালা- - - আং~~ তুম 'আ-বিদূ-না মা - - - আ'বুদ।

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤

উচ্চারণ ঃ (৪) ওয়ালা- - - আনা 'আ-বিদুম~ মা-'আবাত্তুম।

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۟ ۵

উচ্চারণ ঃ (৫) ওয়ালা- - - আং~~ তুম ’আ-বিদূ-না মা- - - আ’বুদ।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۟ ۶

উচ্চারণ ঃ (৬) লাকুম্ দী-নুকুম ওয়ালিয়া দ্বী - - - ন।

সূরা কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۟ ۱

উচ্চারণ ঃ (১) ইন্ ~ না - - - আ’ত্বইনা- কাল কাওছার।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۟ ۲

উচ্চারণ ঃ (২) ফাছল্লি লি রব্বিকা ওয়ানহার।

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۟ ۳

উচ্চারণ ঃ (৩) ইন্ ~ না শা-নিয়াকা হুওয়াল্ আব্তার।

সূরা মাউ’ন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ①

উচ্চারণ ঃ (১) আরয়াইতাল্লাযী- ইয়ুকায্যিবু বিদ্দী - - - ন।

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ②

উচ্চারণ ঃ (২) ফাযা-লি কাল্লাযী- ইয়াদু’উ’ল্ ইয়াতী - - - ম।

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ③

উচ্চারণ ঃ (৩) ওয়ালা-ইয়াহুদ্দু ’আলা- ত্ব’আ-মিল্ মিসকী - - - ন।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ④

উচ্চারণ ঃ (৪) ফাওয়াইলুল্লিল্ মুছল্লী - - - ন।

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ⑤

উচ্চারণ ঃ (৫) আল্লাযী-না হুম্ ’আনছলা-তিহিম্ সা-হূ - - - ন।

اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦

উচ্চারণ ঃ (৬) আল্লাযী-না হুম্ ইয়ুর - - - - উ - - - ন।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

উচ্চারণ ঃ (৭) ওয়া ইয়াম্‌নাউ'-নাল্ মা-উ' - - - ন।

সূরা কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١

উচ্চারণ ঃ (১) লিই-লা-ফি কুরাই-শ,

اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢

উচ্চারণ ঃ (২) ই-লা-ফিহিম রিহ্‌লাতাশ্ শিতা - - - -ই ওয়াছ ছই-ফ।

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣

উচ্চারণ ঃ (৩) ফাল ইয়া'বুদু - রব্বা হা-যাল বাই-ত।

اَلَّذِىْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

উচ্চারণ ঃ (৪) আল্লাযী- - -আত্ব 'আমাহুম মিং~ ~ যূ-ওয়া আ-মানামাহুম~ মিন্ খউ-ফ্।

সূরা আল-ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ﴿١﴾

উচ্চারণ ঃ (১) আলাম তার কাইফা ফা'আলারব্বুকা বিআছহাঁ-বিল ফী - - - ল।

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ﴿٢﴾

উচ্চারণ ঃ (২) আলাম ইয়াজ'আল কাইদাহুম ফী-তাদলী - - - ল।

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴿٣﴾

উচ্চারণ ঃ (৩) ওয়া আরসালা 'আলাইহিম তইরন্ আবা-বী - - - ল।

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٤﴾

উচ্চারণ ঃ (৪) তারমী-হিম~ বিহিজা-রতিম~ মিং~~ সিজ্জী - - - ল।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ﴿٥﴾

উচ্চারণ ঃ (৫) ফাজা'আলাহুম কা'আছফিম~মা'কূ - - - ল।

পরীক্ষা-২৪

শূন্যস্থান পূরণ করি

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾

উচ্চারণ ঃ

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿٤﴾

উচ্চারণ ঃ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾

উচ্চারণ ঃ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ২২৯, ২৩০, ২৩১

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِا لدِّيْنِ ①

উচ্চারণ ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ④

উচ্চারণ ঃ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ①

উচ্চারণ ঃ

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ③

উচ্চারণ ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ①

উচ্চারণ ঃ

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ⑤

উচ্চারণ ঃ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫

২৫তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: এখলাস	হাদীসের বাণী	বিষয়: জিকির
অর্থ ঃ আর তারা কেবল আল্লাহর মহব্বতে দরিদ্র, এতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। এবং তারা বলে আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই খাদ্য দান করছি, না আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাই আর না কৃতজ্ঞতা। আমরা আমাদের রবের তরফ হতে এক কঠিন ও ভয়ংকর দিনের আশঙ্কা করছি। (৭৬ আদ্-দাহর ঃ ৮-১০)		অর্থ ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে আর যে ব্যক্তি করে না এই দুইজনের উদাহরণ হইল জীবিত ও মৃতের মত। যে জিকির করে সে জীবিত আর যে জিকির করে না সে মৃত। (বুখারী, মুসলিম)	

সূরা আছর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۙ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۙ﴿٢﴾

উচ্চারণ ঃ (১) ওয়াল 'আছরি, (২) ইন~নাল ইং~~ সা-না লাফী- খুসর।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

উচ্চারণ ঃ (৩) ইল্লাল্লাযী-না আ-মানূ- ওয়া 'আমিলুছ ছ-লিহাঁ-তি ওয়া তাওয়া-ছওবিল হাক্বি; ওয়া তাওয়া-ছওবিছ ছবরি।

সূরা আল-ক্বদর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١

উচ্চারণ ঃ (১) ইন্~ না- - - - আং~ ~ যালনা-হু ফী-লাইলাতিল ক্বদরি,

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢

উচ্চারণ ঃ (২) ওয়ামা - - - আদর-কা মা-লাইলাতুল ক্বদরি,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣

উচ্চারণ ঃ (৩) লাইলাতুল ক্বদরি খইরুম~ মিন আলফি শাহর।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝٤

উচ্চারণ ঃ (৪) তানাঝ ঝালুল মালা- - - - ইকাতু ওয়াররু-হু ফী-হা- বিইযনি রব্বিহিম মিং~ ~ কুল্লি আমর।

سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿৫﴾

উচ্চারণ ঃ (৫) সালা-ম। হিয়া হাত্তা- মাত্বলা'ইল ফাজর।

সূরা ফাজর ঃ ২৭-৩০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ قلے ﴿২৭﴾

উচ্চারণ ঃ (২৭) ইয়া- - - আইইয়াতু হান্ ~ নাফসুল মুত্বমায়িন্ ~ নাহ্।

اِرْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿২৮﴾

উচ্চারণ ঃ (২৮) ইরজি 'ই - - - ইলা- রব্বিকি র-দ্বিয়াতাম্ ~ মারদ্বিইয়াহ্।

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿২৯﴾

উচ্চারণ ঃ (২৯) ফাদ্‌খুলী- ফী- 'ইবা-দী- - -।

وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿৩০﴾

উচ্চারণ ঃ (৩০) ওয়াদ খুলী- জান্ ~ নাতি-।

পরীক্ষা-২৫

শূন্যস্থান পূরণ করি

وَالْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝٢

উচ্চারণ ঃ

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢

উচ্চারণ ঃ

سَلٰمٌ ۛ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

উচ্চারণ ঃ

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ۝٢٩

উচ্চারণ ঃ

وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ۝٣٠

উচ্চারণ ঃ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯

২৬তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়
	রোজা

অর্থ ঃ রমযান মাসই হল সে মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে যেন এ মাসে রোজা রাখে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না-যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (২ বাকরা ঃ ১৮৫)

হাদীসের বাণী	বিষয়
	জিকির

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি কলেমা এমন আছে যাহা আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়, জিহ্বায় অতি হালকা এবং মিজানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। সেই কলেমা দুইটি এই– সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুব্‌হানাল্লাহিল 'আজীম।

সূরা ইয়া-সীন ঃ ১-১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ۚ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

উচ্চারণ ঃ (১) ইয়া- সী- - - - ন। (২) ওয়াল ক্বুরআ-নি-ল হাঁকী- - - ম।

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾

উচ্চারণ ঃ (৩) ইন~ নাকা লামিনাল মুরসালী- - - ন।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾

উচ্চারণ ঃ (৪) 'আলা- ছির-ত্বিম ~ মুস্‌তাক্বী- - - ম।

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿٥﴾

উচ্চারণ ঃ (৫) তাং ~ ~ঝী-লাল 'আঝী-ঝির রহী- - - ম।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾

উচ্চারণ ঃ (৬) লিতুং~ ~ যির ক্বওমাম~ মা- - - উং ~ ~ যির আ-বা- - - - উহুম্ ফাহুম গ-ফিলূ- - - ন।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾

উচ্চারণ ঃ (৭) লাক্বদ হাঁক্কল ক্বওলু 'আলা- - - আক্‌ছারিহিম ফাহুম লা- ইয়ু'মিনূ- - - ন।

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾

উচ্চারণ ঃ (৮) ইন্~ না- জা'আলনা- ফী- - - আ'না-ক্বিহিম্ আগলা-লাং ~ ~ ফাহিইয়া ইলাল আযক্ব-নি ফাহুম~ মুক্বমাহুঁ- - - ন।

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾

উচ্চারণ ঃ (৯) ওয়াজা'আলনা- মিম্ ~ বাইনি আইদী-হিম্ সাদ্দাও ~ ওয়ামিন খল্ফিহিম সাদ্দাং~~ ফাআগ্শাইনা-হুম্ ফাহুম লা-ইয়ুবছিরু- - - ন।

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ ⑩

উচ্চারণ ঃ (১০) ওয়াসাওয়া- - - - উন্ 'আলাইহিম আআং~ ~ যারতাহুম্ আম লাম তুং~ ~ যিরহুম লা-ইয়ু'মিনূ- - - ন।

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ⑪

উচ্চারণ ঃ (১১) ইন্~নামা- তুং~~যিরু মানিত্তাবা'আয যিকর ওয়াখশিইয়ার রহ্‌মা-না বিলগই-ব; ফাবাশশিরহু বিমাগ্ফিরতিও~ ওয়াআজরিং ~ ~কারী- - - ম।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ⑫

উচ্চারণ ঃ (১২) ইন্~ না- নাহ্‌নু নুহ্‌ইল মাওতা- ওয়ানাকতুবু মা- ক্বদ্দামূ- ওয়া আ-ছা-রহুম; ওয়া কুল্লা শাইয়িন্ আহ্‌ছইনা-হু ফী- - - ইমা-মিম ~ মুবী- - - ন।

পরীক্ষা-২৬

শূন্যস্থান পূরণ করি

يٰسٓ ۚ (১) وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ (২)

উচ্চারণ ঃ

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ (৫)

উচ্চারণ ঃ

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (৭)

উচ্চারণ ঃ

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُوْنَ (১০)

উচ্চারণ ঃ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ২৪১, ২৪২, ২৪৩

২৭তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: দান খয়রাত

অর্থ ঃ যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি দান খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। তাদেরকে সৎপথে আনার দায় আপনার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থেই কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তাঁর পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। (২ বাকারা ঃ ২৭১-২৭২)

হাদীসের বাণী	বিষয়: জাহান্নাম

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ‘জব্বুল হাযান’ হইতে নাজাত চাহিত থাক। সাহাবা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন ‘জব্বুল হাযান‘ কি জিনিস? নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, জুবুল হাযান হইল জাহান্নামের একটি মাঠ। স্বয়ং জাহান্নাম, উহা হইতে দৈনিক একশতবার, নাজাত চায়। আরজ করা হইর, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! উহাতে কাহারা প্রবেশ করিবে? তিনি এরশাদ করিলেন, ঐ সমস্ত কুরআন পাঠকারী, যাহারা লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করে। (তিরমিযী)

সূরা আর রহমান ঃ ১-১৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٢

উচ্চারণ ঃ (১) আর্ রহমা- - - ন। (২) ’আল্লামাল কুরআ- - - ন।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤

উচ্চারণ ঃ (৩) খলাক্বল ইং~ ~ সা- - - ন। (৪) ’আল্লামাহুল বাইয়া- - - ন।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۙ﴿٥﴾

উচ্চারণ ঃ (৫) আশ্‌শামসু ওয়ালক্বমারু বিহুঁসবা- - - ন।

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٦﴾

উচ্চারণ ঃ (৬) ওয়ান~নাজমু ওয়াশ্ শাজারু ইয়াসজুদা- - - ন।

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ﴿٧﴾

উচ্চারণ ঃ (৭) ওয়াস সামা- - - - আ রফা'আহা- ওয়াওয়াদ্ব'আল মী-ঝা- - - ন।

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ﴿٨﴾

উচ্চারণ ঃ (৮) আল্‌লা- তাত্বগও ফীল মী-ঝা- - - ন।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿٩﴾

উচ্চারণ ঃ (৯) ওয়া আক্বী-মুল ওয়াঝনা বিলক্বিছত্বি ওয়ালা-তুখসিরুল মী-ঝা- - - ন।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴿١٠﴾

উচ্চারণ ঃ (১০) ওয়াল আরদ্ব ওয়াদ্ব’আহা- লিলআনা- - - ম।

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾

উচ্চারণ ঃ (১১) ফী-হা-ফা-কিহাতুও~ ওয়ান~ নাখলু যা-তুল আক্‌মা- - - ম।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾

উচ্চারণ ঃ (১২) ওয়াল হাঁব্বু যুল’আছফি ওয়ার রইহাঁ- - - ন।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾

উচ্চারণ ঃ (১৩) ফাবিআইয়ি আ-লা- - - -ই রব্বিকুমা-তুকাযযিবা- - - ন।

পরীক্ষা–২৭

শূন্যস্থান পূরণ করি

اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾

উচ্চারণ ঃ

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

উচ্চারণ ঃ

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ২৪৫, ২৪৬

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ﴿٧﴾

উচ্চারণ ঃ

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿٩﴾

উচ্চারণ ঃ

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۙ﴿١٠﴾

উচ্চারণ ঃ

فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۖ﴿١١﴾

উচ্চারণ ঃ

আমার নিয়ত

আমি আজ হতে প্রতিদিন
আল-কুরআন হতে ১টি আয়াত হলেও
অর্থসহ পড়বো। ইনশাআল্লাহ।

সঠিক উত্তর ঃ পৃষ্ঠা নং ২৪৬, ২৪৭